ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমে সংগ্রামী একজন পীর

প্রিন্সিপাল শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া)

স্মারকগ্রন্থ

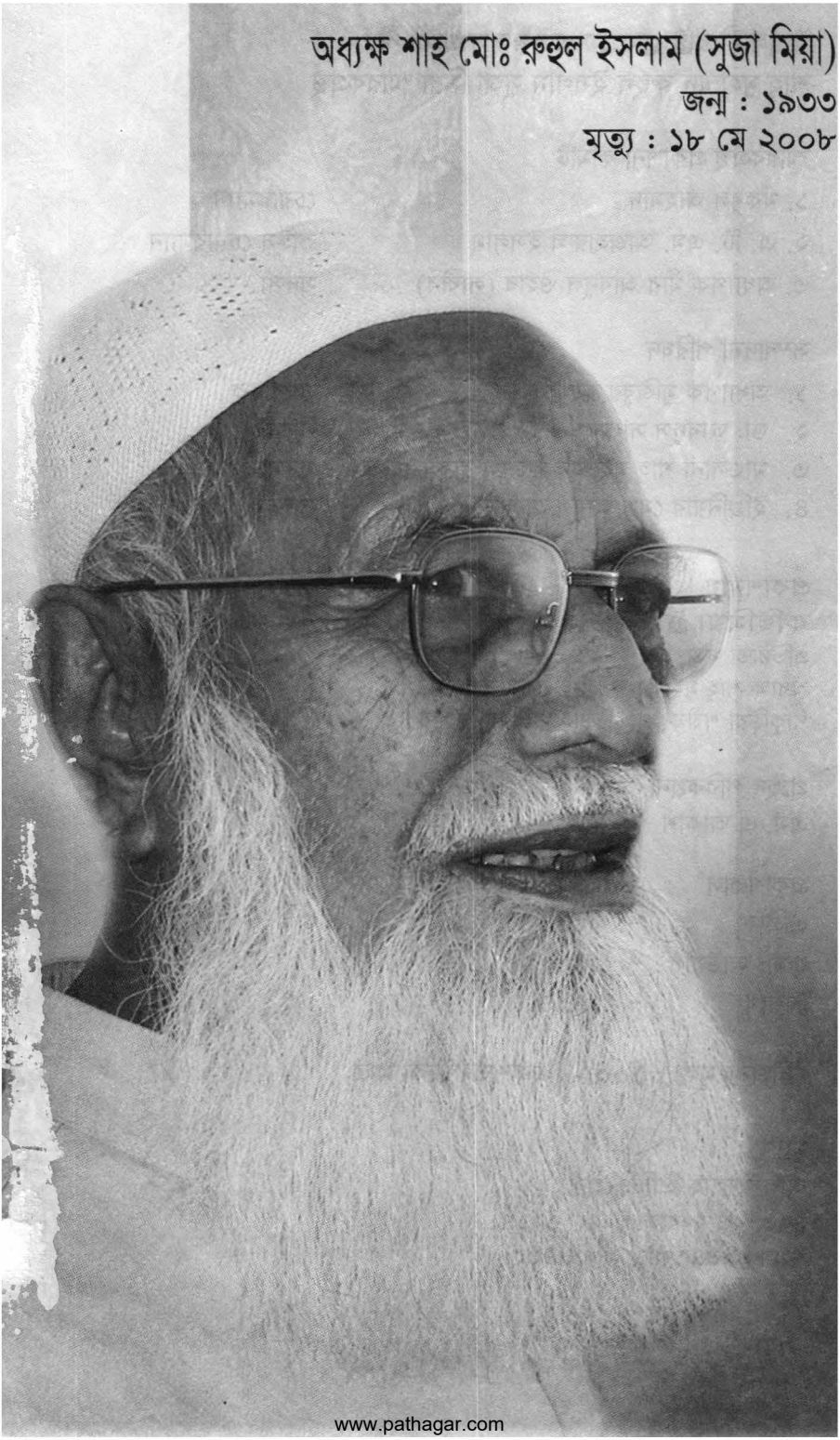

অধ্যক্ষ শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া)
জন্ম : ১৯৩৩
মৃত্যু : ১৮ মে ২০০৮

www.pathagar.com

ইসালামী রাষ্ট্র কায়েমে একজন সংগ্রামী পীর
শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া স্মারকগ্রন্থ

স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি

১. মকবুল আহমাদ	চেয়ারম্যান
২. এ. টি. এম. আজহারুল ইসলাম	ভাইস চেয়ারম্যান
৩. অধ্যাপক মীর আবদুল ওহাব (লাবীব)	সদস্য

সম্পাদনা পরিষদ

১. অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	সম্পাদক
২. ডাঃ আবদুস সালাম	সদস্য
৩. মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ফজলে রাব্বী	সদস্য
৪. ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবুল হাসেম	সদস্য

প্রকাশনায়
কছিমিয়া ট্রাস্ট
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া
পাকুড়িয়া শরীফ, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
এম. এ আকাশ

প্রকাশকাল

এপ্রিল	–	২০১০
জমাঃ আউয়াল	–	১৪৩১
বৈশাখ	–	১৪১৭

সৌজন্য মূল্য : ১০০/- (একশত) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

www.pathagar.com

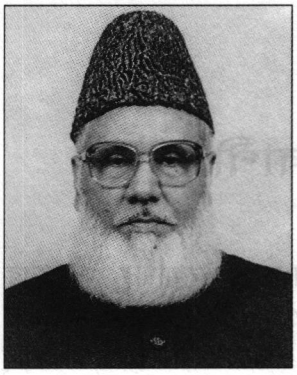

মতিউর রহমান নিজামী
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
সাবেক মন্ত্রী, কৃষি ও শিল্পমন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক কর্মপরিষদ সদস্য প্রিন্সিপাল শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম এর কর্ম ও জীবন সম্পর্কে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পরপরই তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে তিনি জামায়াতের রংপুর নীলফামারী সাংগঠনিক জেলার আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালে রংপুর জেলা আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে রংপুর জেলার মহকুমাগুলো জেলা ঘোষিত হওয়ার পর বৃহত্তর রংপুর এলাকার সাংগঠনিক সেক্রেটারীর দায়িত্ব লাভ করেন। এ সময় তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও শূরা সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

বৃহত্তর রংপুরে ইসলামের দাওয়াত প্রদান, ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও জনসেবায় তাঁর ভূমিকা ঐ এলাকার জনগণের মনের মণিকোঠায় অবিস্মরণীয় ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

বৃহত্তর রংপুরে তিনি পাকুড়িয়া শরীফের পীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পীর হিসেবে তিনি কোন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন না বরং তিনি ছিলেন বিনয়ী, নিরহংকারী, মিশুক ও প্রিয়ভাষী। সহজ সরল জীবন-যাপনে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহর সুন্নাহকে অনুসরণে তিনি ছিলেন সতর্ক ও সচেষ্ট।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর নেক আমলসমূহ মেহেরবানী করে কবুল করুন ও জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চস্থানে তাঁকে স্থান দান করুন। আমীন।

(মতিউর রহমান নিজামী)

www.pathagar.com

বাণী

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক কর্মপরিষদ সদস্য ও রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাস্থ পাকুড়িয়া শরিফের পীর প্রিন্সিপাল শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মরহুম শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সারা জীবন দা'য়ী ইলাল্লাহর কাজে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গিয়েছেন। তাঁর পিতা মাওলানা কারী আফজালুল হক এবং দাদা মাওলানা কছিমউদ্দিনও দ্বীনের দা'য়ী ছিলেন। মরহুম শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ এমনকি গদ্দীনশীন পীর হয়েও সত্যিকার দ্বীন কায়েমের একজন মর্দে মুজাহিদ হয়েছিলেন। তাঁর আকর্ষণীয় নূরানী চেহারা, সাদা-সিদে চাল-চলন, বিনম্র ও মধুর ব্যবহার, নিরহংকার এবং নীরব দা'য়ীর ভূমিকা সকল শ্রেণীর মানুষের মন জয় করেছিল। বৃহত্তর রংপুরে ইক্বামাতে দ্বীনের জিম্মাদারী পালন, ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জনসেবায় তাঁর ভূমিকা ঐ এলাকার জনগণের মনের মনিকোঠায় অবিস্মরণীয় ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে বলে আশা করি।

আমি মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে তাঁর নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দেয়ার জন্য দোয়া করছি। আমীন ॥

২২/৪/'২০

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
সেক্রেটারী জেনারেল
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
ও
সাবেক মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

বাণী

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাস্থ পাকুড়িয়া শরীফের গদ্দিনশীন পীর মরহুম অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) এর বহুমুখী কর্মময় জীবনের উপর একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মরহুম শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলামের সাথে আমার বহুবার মিলামিশার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তিনি সমাজের ধনী-গরীব, চেনা-অচেনা সবাইকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন নিরহংকারী ও সাদা-সিদে জীবনের অধিকারী। তাঁর বিনম্র মধুর ব্যবহারে সমাজের সকলেই আকৃষ্ট হতো। তাঁর ইন্তেকালে জাতি একজন সত্যিকার পীর, সফল রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবককে হারালো।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গ আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত অনুরক্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং প্রকাশিতব্য স্মারকগ্রন্থের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(কাজী ফারুক কাদের)
জাতীয় সংসদ সদস্য
১৪, নীলফামারী - ৩
সদস্য
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

www.pathagar.com

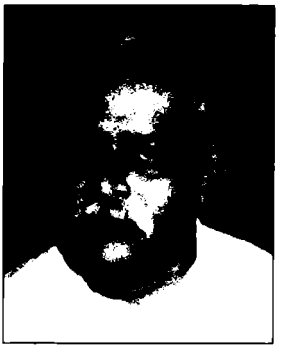

বাণী

রংপুর পাকুড়িয়া শরীফের পীর ও বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জামায়াত নেতা মরহুম প্রিন্সিপাল শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়ার স্মরণে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

মরহুম প্রিন্সিপাল শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর সাহেব ছিলেন একজন ত্যাগী, একনিষ্ঠ ও সত্যিকার দেশপ্রেমিক নেতা। বৃহত্তর রংপুরে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় ও চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। প্রচলিত পীরবাদের ভেড়াজ্বাল ছিন্ন করে এবং দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন।

আজ পীর সাহেব সুজা মিয়ার স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সময় তাঁর মত ত্যাগী একনিষ্ঠ ও দেশপ্রেমিক নেতার বড় প্রয়োজন।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু

সাবেক সংসদ সদস্য

রংপুর -১

www.pathagar.com

বাণী

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাস্থ পাকুড়িয়া শরীফের পীর মরহুম অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) এর জীবন ও কর্মের উপর একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মরহুম সুজা মিয়া পীর সাহেব ছিলেন বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে তিনি সমাজের ধনী-গরীব, ছোট বড় সবাইকে নিজের মানুষ মনে করতেন। তিনি ছিলেন নিরহংকারী ও সহজ-সরল জীবনের অধিকারী। তাঁর বিনম্র মধুর ব্যবহারে সমাজের সকলেই আকৃষ্ট হতো। তাঁর ইন্তে কালে জাতি একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবককে হারালো।

আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গ আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং প্রকাশিতব্য স্মারকগ্রন্থের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান রাঙা
সাবেক সংসদ সদস্য
রংপুর-১ গংগচড়া উপজেলা
সভাপতি, জাতীয় পার্টি, রংপুর জেলা

www.pathagar.com

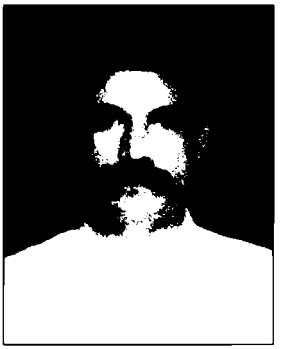

বাণী

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাস্থ পাকুড়িয়া শরীফের পীর সাহেব আমার বড় ভাই মরহুম প্রিন্সিপাল শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) গত ২০০৮ সালের ১৮ মে ইন্তিকাল করেন। অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র ও নিরহংকারী হিসেবেই তিনি সকল মহলে পরিচিত ছিলেন। সদা হাসিমুখ তাঁর বৈশিষ্ট্য। সদালাপি ও প্রিয়ভাষী বলেই তিনি বৃহত্তর রংপুরে সকল মানুষের আপনজনে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি একজন শিক্ষানুরাগী ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি বৃহত্তর রংপুরে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন বটবৃক্ষতুল্য। তিনি আপন বড় ভাইয়ের ন্যায় আমাদের গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর স্নেহ মমতায় আমরা জীবনে আলো খুঁজে পেয়েছি।

আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই মরহুম শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দেয়ার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি।

(খায়রুল আলম বাবু)

ভাইস চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

গংগাচড়া, রংপুর

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

নাহমাদুহু অনুসাল্লিআ'লা রাসূলিহিল কারিম। ইসলামী আন্দোলনের একজন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল মরহুম শাহ্ রুহুল ইসলাম সুজামিয়া পীর সাহেব, যিনি পীর নামে পরিচিত হয়েও সমস্ত লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে গেছেন, এমন একজন ব্যক্তিত্বের একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করছি– আলহামদুলিল্লাহ ॥

মুসলমানদের এই দেশ বাংলাদেশ। শাহজালাল, শাহ্ পরান, শাহ মখদুম, খানজাহান সহ অনেক নামী দামী ইসলামী চিন্তবিদ এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেছেন। শুধু ইসলাম প্রচারই নয় বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। সিলেটের হযরত শাহ জালালের তরবারী আজো তার সাক্ষী বহন করছে। তাঁরা সত্যিকার অর্থে মুজাহিদ ছিলেন। পরবর্তীতে তাঁদের এ পরিচয়ের পরিবর্তে তাদেরকে পীর হিসেবে পরিচিত করা হয়েছে। পীর শব্দটি কুরআন হাদিসে পাওয়া যায় না। আওলিয়া শব্দটি কুরআন মাজিদে আছে। পীর শব্দটি ফরাসী শব্দ, এর বাংলা অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ, পৌড়, বয়স্ক ইত্যাদি।

আমরা যে পীর সাহেবের কথা এখানে তুলে ধরেছি তিনি প্রচলিত কোন পীর ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন এ সকল শব্দের উর্ধ্বে। তিনি সর্বদা মানুষের কল্যাণ সাধনে কাজ করে গেছেন। তিনি এক ব্যতিক্রমধর্মী পীর, যিনি একজন মর্দে মুজাহিদ ছিলেন। তিনি উত্তর বঙ্গের বৃহত্তর রংপুর এবং দিনাজপুরের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত ছিলেন। সারা জীবন দ্বীন কায়েমের জন্য তাঁর সকল সময় ও শক্তি কাজে লাগিয়েছেন। সহজ সরল জীবনযাপনকারী আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাহ মরহুম শাহ্ রুহুল ইসলাম সুজামিয়া পীর সাহেব সকলকে ছেড়ে ১৮ই মে, ২০০৮ রবিবার তাঁর মহান রবের দরবারে চলে গেছেন– ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। যিনি আমাদের মাঝে আর কখনো ফিরে আসবেন না। দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই লড়াকু সৈনিককে হারিয়ে উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী আজ শোকাহত। আল্লাহ তা'য়ালা এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে দ্বীনের কাজ আরো মজবুত গতিতে এগিয়ে নেয়ার তৌফিক দিন।

www.pathagar.com

"আল্লাহুম্মাগফেরলাহু, অরহামহু, অফিহি অআফি আনহু, অকরিম নুজুলাহু অ-আসসি মুদখালাহু, অগসিলহু বিলমায়ি অসসালজি অলবারদি, অনাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামাইউনাক্কাস, সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাসি, অবদিলহু দারান খায়রান মিন দারিহি, আহলান খায়রাম মিন আহলিহি, অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহি, অদখিলহুল জান্নাতা অয়িজহু মিন আজাবিল কাবরি অ-আজাবিননার।"

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি তাঁকে (মরহুম পীর সাহেবকে) মাফ করে দাও, তাকে রহম করো, তাকে নিরাপত্তা দাও, তাকে সম্মানিত মেহমান হিসাবে কবুল করো, তার কবরকে প্রশস্থ করে দাও, তার গোনাহসমূহকে পানি ও শিলারাশি দ্বারা ধৌত করে দাও, তার গোনাহগুলোকে ঐভাবে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়, তাকে তার বাড়ীর চেয়ে উত্তম বাড়ী দান কর, তাকে তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার পরিজন দান করো, তাকে তার সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী-সাথী দান করো, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। আমীন।

তাঁর হালকায়ে জিকির অনুষ্ঠানে তিনি সব সময় দরসে কুরআন ও দরসে হাদীস পেশ করতেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত সকলকে দিতেন। পীর সাহেব যে পীরগীরী বাদ দিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রুকন হয়ে ভোগের পরিবর্তে ত্যাগের রাস্তা ধরেছিলেন– এটা এ সমাজে এক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। প্রচলিত সমাজে পীরের গদি নিয়ে ভোগের জন্য যে কাড়াকাড়ি হয় মরহুম পীর সাহেবের কাজের মাধ্যমে এ ধরণের কোন কিছু পরিলক্ষিত হয়নি, বরং তিনি এটার উর্ধ্বে ছিলেন।

মরহুম শাহ্ রুহুল ইসলাম সুজামিয়া পীর সাহেবের এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করতে যারা শ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দোয়া করছি আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদের সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পুরস্কার দান করেন এবং আখেরাতে যেন সকলে মিলে একই সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসে বসবাস করতে পারি সে তৌফিক দান করুন। আমীন।

স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। আশা করি বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

নেতৃবৃন্দের কলম থেকে ..... *পৃষ্ঠা*

- একান্ত আপনজনকে হারালাম ১৬
  অধ্যাপক গোলাম আযম
- মরহুম অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলামকে যেমন দেখেছি ২১
  আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ
- ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের বিপ্লবী চেতনার এক সংগ্রামী 'পীর সুজা মিয়া' ২৩
  মকবুল আহমাদ
- প্রিন্সিপাল শাহ্ রুহুল ইসলামকে যেমন দেখেছি ২৭
  মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান, সাবেক এমপি
- অনুপ্রেরণার উৎস ঃ মরহুম শাহ্ রুহুল ইসলাম ২৮
  এ. টি. এম. আজহারুল ইসলাম
- আল্লাহর এক মর্দে মুজাহিদ ছিলেন পীর সাহেব ৩০
  অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাবেক এমপি
- অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম কালেমার দাওয়াত দানকারী একজন পীর ৩৫
  অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কলম থেকে .....

- সোজা পথের পথিক, সুজা মিয়া পীর সাহেব ৩৯
  মাহবুবুর রহমান বেলাল
- প্রিন্সিপাল রুহুল ইসলাম (পীর সাহেব) আমাদের প্রেরণা ৪৪
  অধ্যাপক রুহুল কুদ্দুস
- তাঁর সাথে জীবনের কিছু সোনালী সময় ৫০
  মুহাম্মদ আবদুল গণী

www.pathagar.com

- অধ্যক্ষ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর সাহেবকে যেমন দেখেছি ৫৫
  আ ন ম কবির উদ্দিন মিঠু
- ইয়া রাউ যিকরুল্লাহ ইন্তিকালা আ'লা রাহমাতিল্লাহ ৬১
  ডা: মাওলানা মো: আফাজ উদ্দিন
- মরহুম পীর সাহেবের শেষ লেখা ৬৯
  হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা

আত্মীয়-স্বজনদের স্মৃতির পাতা থেকে .....

- জীবন সাথীর হারানো ব্যথা ৭৮
  সৈয়দা মোহছিনা খাতুন
- অধ্যক্ষ শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম
  একজন মহান ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠান ৮০
  অধ্যাপক মীর আব্দুল ওহাব (লাবীব)
- আমার আব্বা ৮৪
  মাওলানা শাহ মোঃ ফজলে রাব্বী
- মরহুম প্রিন্সিপাল শাহ রুহুল ইসলাম
  রাহমাতুল্লার শেষ ৩৮ ঘন্টা ৮৯
  ডা: আবদুস সালাম
- ক্ষণ জন্মা মর্দে মমিন ৯৪
  ডা: খন্দকার নাজমুল হুদা
- একটি মৃত্যু ও কিছু শিক্ষা ৯৭
  ডা: মুহাম্মদ নূরুল আমিন
- আব্বুজী মোদের নুরের জ্যোতি ১০০
  মুৎমাইন্নাহ্ খাতুন
- বাবা আমার বাম নিলয় ১১১
  মুকাররমা
- জনদরদী ও আদর্শবান পিতা
  মরহুম অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহল ইসলাম ১২০
  মুয়াজ্জামা খাতুন

www.pathagar.com

- আমার প্রিয় আব্বা ১২৪
  এস. এম. মোশাররফা
- প্রসঙ্গ : ভাইজান ১২৯
  শাহজাদী সাদেকা আলী
- ভাইজানকে যেমন দেখেছি ১৩১
  মাহবুবা খাতুন পেয়ারী
- বড় আব্বার স্মরণে ১৩৩
  রাজিয়া সুলতানা
- পিতৃতুল্য আদর্শ শ্বশুর ১৩৫
  মার্জিনা খাতুন
- স্মৃতিতে নানাজী ১৪০
  ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম
- স্মৃতিতে পীর সাহেব চাচা ১৪১
  মোঃ সাইফুর রহমান
- মনে রবে চিরদিন ১৪৫
  ইঞ্জিনিয়ার এন. এ. কে. হেদায়েতুল ইসলাম (নাসিম)
- একজন আদর্শ মহাপুরুষ ১৪৮
  খলিলুল্লাহিল হাদী মোহাম্মদ নাফিস
- প্রিয় শ্রদ্ধেয় নানাজী ১৫১
  ডাঃ এন.এ.কে. মুজাহিদুল ইসলাম (নাসিফ)
- স্মৃতিতে অম্লান আমাদের নানাজী ৫৪
  ডাঃ খন্দকার মোদ্দাসসেরা (নাবিলা)
- এই তো সেদিন ১৫৯
  ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ বিন আবদুস সালাম
- ছোট থেকে নানাজীকে যেমন দেখেছি ১৬৩
  আয়শা বিনতে সালাম
- এ অসীম শূন্যতা অপূরণীয় ১৬৭
  সায়্যিদা সুবিনা নূর

www.pathagar.com

- ফিরে দেখা কিছু স্মৃতি ১৭৩
  ইঞ্জিঃ সায়্যিদুস সালেহীন
- বড় মামার স্মরণে ১৭৫
  নূর-ই আক্তার
- কেমন ছিলেন আপনি (বড় আব্বা) ১৭৭
  নাইমা পারভীন
- স্মৃতির পাতায় অম্লান ১৮০
  শামীমা তাবাস্‌সুম
- যেমনটি দেখেছি তাঁকে ১৮২
  মোনাক্কা

নিবেদিত কবিতা গুচ্ছ ----------

- মুনাজাত ১৮৫
  ডাঃ আবদুস সালাম
- বট গাছ হেরার জ্যোতি ১৮৬
  মুতমাইন্নাহ্ বিনতে রুহুল ইসলাম
- পৌঁছে দিও প্রভু ১৮৮
  নাইমা পারভীন
- ব্যতিক্রম পীর ১৮৯
  খালীদ শাহাদাৎ হোসেন
- মনে হয় তুমি আছো ১৯০
  মিসেস সাহেদা মাহবুব

একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির স্মৃতিচারণ ----------

- পীর সাহেবের স্মৃতি বিজড়িত কিছু কথা ১৯১
  মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন

স্মৃতি এ্যালবাম ---------- ১৯৩

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দের
কলম থেকে

www.pathagar.com

একান্ত আপনজনকে হারালাম

অধ্যাপক গোলাম আযম

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলাস্থ পাকুড়িয়া শরীফের পীর হিসেবে খ্যাত শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম ২০০৮ সালের ১৮ মে ফজরের নামাযের সময় তাঁর তৃতীয় জামাতা ডাক্তার মেজর (অব:) আমীনের ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীস্থ বাসায় ইন্তি কাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

দু'দিন আগে অসুস্থতা নিয়েই সস্ত্রীক ঢাকায় আসেন। ১৬ মে আমার মগবাজারস্থ বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে আসলে দেখা হবে বলে অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু অসুস্থতা বোধ করায় আসেননি। সাইয়েটিকা বেড়ে যাওয়ায় আমি মসজিদেও যেতে সক্ষম হইনি। তাই আমি গিয়ে দেখা করতে পারলাম না। এসিডিটি ও গ্যাসের কারণে শেষ রাতে অস্থিরতা বেড়ে গেলে তাঁর ডাক্তার জামাতা ইনজেকশন দিলে সুস্থবোধ করেন। আবার অস্থিরতাবোধ করলে হাসপাতাল থেকে এম্বুলেন্স ডাকা হলো। ফজরের নামায পড়ে নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হার্ট ফেল করে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিলেন। এক ওয়াক্তের নামাযও কাযা হয়নি। কী ভাগ্যবান।

দুঃখের বিষয় আমার ফোন খারাপ থাকায় খবর পেতে দু'ঘণ্টা দেরি হলো। অথচ হেঁটে গেলে জামাতার বাসা আমার বাড়ি থেকে মাত্র ৭/৮ মিনিটের পথ। কোনো রকমে এক হাতে ক্রাচ এবং অপর হাতে একজনের কাঁধে ধরে গাড়িতে বসে গেলাম। লিফটে ১২ তলায় উঠে যে কামরায় লাশ রাখা হয়েছে সেখানে কোনো রকমে পৌঁছলাম। তাঁর মেজো মেয়ে মুকাররামা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'খালুজি! এই দেখুন আপনার ছাত্র।' দেখে মনে হলো ঘুমিয়ে আছে। এত মায়া লাগল যে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কপালে চুমু দিলাম। কামরায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মহিলারা কান্নারত থাকায় বিলম্ব না করে বের হয়ে গেলাম। জামাতা আমাকে নিয়ে পুরুষ আত্মীয়দের মাঝে বসায়ে শেষ রাতের ঘটনাটি শোনাল। এ জামাতা আর্মি মেডিক্যাল কোর থেকে অবসর নিয়ে একটা নামকরা প্রাইভেট হাসপাতালে কর্মরত। আফসোস করে বলল, 'আমার হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সিটের ব্যবস্থা করে এম্বুলেন্স আনালাম।' আর বলতে পারল না। রুহুল ইসলাম অত্যন্ত ভাগ্যবান। তাঁর চার জামাতাই বিভিন্ন দিকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। কিন্তু শেষ

www.pathagar.com

সময়ে হাসপাতালে নিয়ে সেবাযত্ন করার সুযোগ পেল না। তিন জামাতাই ঢাকায়। কনিষ্ঠ জামাতা আমেরিকায়।

আমার সাথে সম্পর্ক

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলাম। ফরসা চেহারায় নতুন দাঁড়ি বেশ দেখাচ্ছিল। বুঝা গেল দাঁড়ি কখনো কামায়নি। আমার ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ল। আইএ দ্বিতীয় বর্ষে আমার মুখে দাঁড়ি গজাল। আব্বার ভয়ে দাঁড়ি কামাতে সাহস করলাম না। আমার সহপাঠী কয়েকজন বলল, আমাদের ধারণা ছিল, প্রথম দিকে দাঁড়ি না কামালে দাঁড়ি দেখতে সুন্দর লাগে না। তোমাকে দেখে ধারণা বদলে গেল। আমরাও দাঁড়ি কামাব না।

একদিন রুহুল ইসলামকে বাসায় ডাকলাম। জানলাম, তাঁর আব্বা মাওলানা আফযালুল হক দেওবন্দের আলেম এবং পাকুরিয়া শরীফের পীর। এখন হিসাব কষে দেখলাম, তখন আমার বয়স ২৭ এবং আমার ছাত্রের বয়স ২১ বছর। তাকে বললাম, ক্লাসের পড়া কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে বাসায় এসো। এভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠল। বছর খানিক পর তাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক মাহফিলে আমাকে নিয়ে গেল বক্তৃতা করার জন্য। আমি কলেজে যোহরের নামাযের বিরতির সময় নামায শেষে ইসলাম সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা রাখতাম। তাই ছাত্ররা যেসব হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছে সেসব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে আমাকে নিয়ে যেত।

পাকুরিয়ার পীর সাহেব রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দীনদার অধ্যাপক পেয়ে খুবই খুশি হলেন এবং আমার বক্তব্য শুনে আমার সাথে মহব্বতের সাথে আলিঙ্গন করলেন। এভাবে এ পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে আমার বিয়ে হয়। বছর খানিক পর একদিন রুহুল ইসলাম তার প্রাইমারি পড়ুয়া বোন সাদেকাকে আমার বাসায় নিয়ে এলো। খুব মিষ্টি চেহারা। আমার স্ত্রী খুব আদর করলেন।

ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও পরবর্তীতে জামায়াত নেতা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী আমার পরিচয় সূত্রে ঐ সাদেকাকে বিয়ে করেন। ১৯৯২ সালে আমি জেলে থাকাকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রহমতে এখনো বেঁচে আছেন এবং স্বামীর ঢাকাস্থ বাড়িতেই থাকেন।

www.pathagar.com

আমার ছাত্র ভায়রা হয়ে গেল

রুহুল ইসলাম বিএ পাস করার পর পিতার নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষায় এমএ ক্লাসে ভর্তি হন। তার পিতা পাকুড়িয়ায় একটি কলেজ করে রুহুলকে প্রিন্সিপাল নিয়োগ করেন। ঐ বছরই সে এমএ পাস করে।

আমি ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে গাইবান্ধায় অনুষ্ঠিত উত্তরবঙ্গ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে যোগদান করার দাওয়াত পাই। জনাব আবদুল খালেক থেকে এ দাওয়াত পেলাম। তিনি গাইবান্ধায় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁর নিকট থেকেই সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে জানার সুযোগ পাই। সম্মেলন শেষে আমি জামায়াতে যোগদান করি। ঐ বছরই শেষের দিকে রুহুল ইসলাম আমাকে আবার পাকুড়িয়ায় নিয়ে যায়। তার আব্বার প্রতিষ্ঠিত আলিয়া মাদ্‌রাসা ও কলেজ দেখলাম।

তার পিতাকে দেওয়ার জন্য জামায়াতে ইসলামীর কতক উর্দু বই সাথে নিয়েছিলাম। আমার জামায়াতে যোগদানের কথা জানার পর তিনি জানালেন যে তিনি রংপুর জেলা নিযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি। তাঁর কাছে শুনলাম দেওবন্দে এক সময় মাওলানা মওদূদী 'সুলতানুল কালাম' (কলম সম্রাট) হিসেবে খ্যাত ছিলেন। পরে মাওলানার বিরুদ্ধে ফতুয়ার কারণে পরিবেশ বদলে যায়। দেওবন্দ মাদ্‌রাসা পাস করা আলেমদের মধ্যে মাওলানা মওদূদীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণের যে ধারণা আমার ছিল, পীর সাহেবের মধ্যে তেমন কিছু অনুভব করলাম না।

রুহুল ইসলামকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করতে তিনি বাধা দেননি। রুহুল ইসলামের ছোট ভাই মাওলানা ভাসানীর ভক্ত ছিল এবং মাওলানার ন্যাপ পার্টিতে যোগ দিল। পীর সাহেব আমাকে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার দু' ছেলে দু' পার্টিতে, আমিও এক পার্টি করি। এ তিন দলের যে দলই ক্ষমতায় যাবে আমাদেরই ক্ষমতায় থাকা হবে। সব ব্যাংকেই একাউন্ড থাক।' তাঁর উদার মনের পরিচয় পেলাম।

আমি কোনো সময় ইশারা-ইঙ্গিতেও রুহুল ইসলামের সাথে কোনো রকম আত্মীয়তা করার ইচ্ছা প্রকাশ করিনি। জানতে পারলাম, সে আমার বড় শালী মুহসিনাকে বিয়ে করতে চায়। আমার নিকট থেকে শ্বশুর সাহেব ছেলের পরিচয় জেনে সম্মত হন। আমার ছাত্র ভায়রা ভাই-এর মর্যাদায় প্রমোশন পেল।

জামায়াত নেতা হিসেবে

ছাত্র জীবন শেষ করে কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে তিনি রংপুর ও নিলফামারী সাংগঠনিক জেলার

www.pathagar.com

আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালে রংপুর জেলার ৫টি মহকুমা জেলার মর্যাদা লাভ করার পর থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি রংপুর জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে মোট ১৪ বছর একটানা আমীর ছিলেন। রংপুর জেলার জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতিতে তার অবদান বিরাট।

পাকুড়িয়া শরীফের গদিনশীন পীর হিসেবে যে ধরনের জীবন যাপন করার কথা তিনি সে ধরনের গতানুগতিক পীর ছিলেন না। যদি গদিনশীন পীরের প্রচলিত ভূমিকা তিনি পালন করতেন তাহলে জামায়াতের এত বড় সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারতেন না।

রংপুর জেলা পাঁচটি জেলায় পরিণত হওয়ার পর তিনি বৃহত্তর রংপুরে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। জেলা আমীর থাকাকাল থেকেই তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। সাংগঠনিক সেক্রেটারি পদে থাকাকালে কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। রংপুরের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে জামায়াত নেতা হিসেবে তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মানুষ হিসেবে

তাঁর চালচলন ও আচার-ব্যবহারে পীর হিসেবে সামান্য স্বাতন্ত্র্যবোধও কোনো সময় লক্ষ্য করা যায়নি। অত্যন্ত বিনয়ী, ভদ্র ও নিরহংকারী হিসেবেই তিনি সকল মহলে পরিচিত ছিলেন। সহজ-সরল জীবনই তিনি যাপন করে গেছেন। সদা হাসিমুখ তাঁর বৈশিষ্ট্য। সদালাপি, মিশুক ও প্রিয়ভাষী বলে সবাই সহজেই তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে চাইত। তাঁর আচরণে কেউ অসন্তুষ্ট হয়েছে এমন উদাহরণ নেই। যেসব গুণাবলি থাকলে জনগণের নিকট ভালো মানুষ হিসেবে খ্যাতি লাভ করা যায় তা সবই তাঁর মধ্যে ছিল। আর্থিক লেনদেনেই মানুষের সততার পরিচয় পাওয়া যায়। সেদিক দিয়ে তিনি আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। স্বার্থের কারণেই আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। তিনি স্বার্থত্যাগ করে হলেও সম্পর্ক বহাল রাখার চেষ্টা করতেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রই সত্যিকারের মনুষ্যত্ব। তিনি তেমনি একজন মানুষ ছিলেন।

তাঁর জনপ্রিয়তা

আমি উপস্থিত না থাকলেও জানতে পেরেছি যে, তাঁর ইন্তিকালের খবর পেয়ে হাজার হাজার মানুষ পাকুড়িয়ায় সমবেত হয়। জানাজায় এত লোক হয় যে মাঠ ও রাস্তা পেরিয়ে কৃষিজমিতে মানুষকে স্থান নিতে হয়। মানুষ তাঁকে যে কত ভালোবাসত তা সবার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে বুঝা গেল। শ্রদ্ধেয় পীর ও প্রিয় নেতার শোক তাদের চোখের পানিতে প্রকাশ পেল। জনগণের এমন ভালোবাসা কমলোকের ভাগ্যেই জুটে।

www.pathagar.com

১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার ডি.সি তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করার পর রেডিওতে তা প্রচারিত হয়। কিন্তু স্বৈরশাসক এরশাদের নির্দেশে সকল ব্যালট বাক্স রংপুর সেনানিবাসে নিয়ে সুস্পষ্ট কারচুপি করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তখন রংপুর ক্যান্টনমেন্টের জি. ও. সি ছিলেন মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান।

তিনি আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ১৯৯৬ সালে তিনি তুরস্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। আমি তখনকার প্রধানমন্ত্রী ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের দাওয়াতে তুরস্ক সফরে গেলাম। রাষ্ট্রদূত আমাকে তাঁর বাসায় দাওয়াত দিলেন। একান্তে আমার নিকট কাতরভাবে বললেন, 'এরশাদের হুকুমে বিবেকের বিরুদ্ধে আমাকে ঐ অন্যায়টি করতে হয়। পীর সাহেবকে ক্ষমা করার জন্য বলতে আপনাকে অনুরোধ জানাই।' আমি তাঁকে এ কথা জানিয়েছি। তিনি ক্ষমা করেছেন কি না তা আমি জিজ্ঞেস করা সমীচীন মনে করিনি।

ঢাকায় জানাজা

সিদ্ধান্ত হয় যে, যোহরের নামাযের পর বায়তুল মুকাররমে জানাজার পর শবদেহ রংপুর নিয়ে যাওয়া হবে অসুস্থতার দরুন আমি সেখানে যেতে পারব না বলে বায়তুল মুকাররামে নেওয়ার সময় নিচ তলায় আত্মীয়-স্বজনদেরকে নিয়ে জানাজায় আমাকে ইমামতি করার ব্যবস্থা করা হয়। আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ঐ দিন জামিনের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টে থাকতে বাধ্য না হলে তিনিই বায়তুল মুকাররাম মসজিদে জানাজায় ইমামতি করতেন।

আমার প্রিয় ছাত্র, স্নেহের ছোট ভায়রা-ভাই, ইসলামী আন্দোলনের আজীবন সাথী ও অত্যন্ত মহব্বতের একান্ত আপনজনকে হারাবার বেদনা নিয়েই বেঁচে আছি। মহান মাবুদের নিকট কাতরভাবে আবেদন জানাই যেন তাঁকে 'সাবিকুনাল মুকাররাবূনের' মধ্যে শামিল করেন। সূরা আল ওয়াকি'আতে বলা হয়েছে যে, হাশরের দিন মানবজাতি তিনভাবে বিভক্ত হয়ে যাবে। যারা নেক তারা আসহাবুল ইয়ামীন– অর্থাৎ তারা ডানদিকে থাকবে। আর যারা বদ তারা 'আসহাবুল শিমাল'-এরা বামদিকে থাকবে। নেক লোকদের মধ্যে যারা অগ্রসর তারা 'আসসাবিকূন'। তারা সামনের দিকে থাকবে। তারাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে ধন্য হবে। তাদেরই পরিচয় 'আসসাবিকূনাল মুকাররাবূন'।

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর ও মরহুম পীর সাহেবের বড় ভায়রা ভাই।

www.pathagar.com

মরহুম অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলামকে যেমন দেখেছি

আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসূফ

অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সাহেবের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ষাটের দশকের একবারেই ১ম দিকে। তিনি বৃহত্তর রংপুর জেলা হতে জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক শূরার সদস্য ছিলেন। প্রাদেশিক শূরার বৈঠকেই যথাসম্ভব তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। পরিচয় নিতে গিয়ে জানতে পারলাম তিনি আমাদের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ভায়রা ভাই। তার পিতা ছিলেন রংপুর জেলার খ্যাতনামা আধ্যাতিক ব্যক্তিত্ব শাহ্ মুহাম্মদ আফজালুল হক। আর তার শ্বশুর ছিলেন নওগাঁ জেলার অধিবাসী উত্তর বংগের খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন ও বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা আবদুস ছালাম সাহেব। তিনি গোলাম আযম সাহেবেরও শ্বশুর ছিলেন। গোলাম আযম সাহেবের বাড়ীতেই আমার এই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কুরআন-হাদিসে গভীর জ্ঞানের আধার, বহু আলেমের শিক্ষক হযরত মাওলানা আবদুস ছালাম সাহেবের সাথে প্রথম সাক্ষাত হয়। এর পরে এই মহান মুরব্বীর সাথে আমার বেশ কয়েকবারই দেখা-সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এসব দেখা-সাক্ষাত ও আলোচনায় আমি তাঁর গভীর ইলম, প্রজ্ঞা ও তাকওয়া ভিত্তিক জিন্দিগির প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। মরহুম শাহ্ রুহুল ইসলাম সাহেবের জীবন সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে তার পিতা ও শ্বশুরের পরিচয় এ জন্য তুলে ধরলাম, যাতে পাঠকরা অনুভব করতে পারেন যে, শিক্ষা জীবনের বাইরেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনে তাঁর মহান পিতা ও শ্বশুরের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট।

রুহুল ইসলাম সাহেবের আকর্ষণীয় নূরানী চেহারা, সাদা-সিদে চাল-চলন, বিনম্র ও মধুর ব্যবহার যে কোন লোককেই তার প্রতি আকৃষ্ট না করে পারে না। তিনি ছিলেন আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন নিরহংকার ও নীরব দা'য়ী। তিনি ১ম দিকে রংপুর জেলার দায়িত্বে থাকলেও পরবর্তী পর্যায় কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত রংপুর অঞ্চলের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে এই অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনের কাজের প্রচার ও প্রসারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

রুহুল ইসলাম সাহেব মেট্রিক পাশ করেছিলেন রাজশাহী শহরের নিউস্কীম হাই মাদরাসা হতে। তখন আমাদের এ অঞ্চলে সরকার অনুমোদিত মাদরাসা শিক্ষার ২টি ধারা চালু ছিল, একটা ওল্ডস্কীম যা এখনও চালু আছে। আর একটা ছিল

www.pathagar.com

নিউস্কীম সেটা এখন আর চালু নাই। ওল্ডস্কীমে তখন ইসলামী বিষয় অধিক পরিমাণে ছিল, আর আধুনিক বিষয় ছিল কম। আর নিউস্কীমে আধুনিক বিষয়সমূহের প্রাচুর্য থাকলেও কুরআন-হাদিসসহ ইসলামী বিষয়সমূহ মোটামুটি ছিল। ঐ সময় ঐতিহ্যবাহী শিক্ষানুরাগী মুসলিম পরিবারের সন্তানদেরকে নিউস্কীম মাদরাসায়ই পড়ানো হত। হাই মাদরাসা পাশ করার পরে তাঁরা যথারীতি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে চলে যেতে পারত। আমাদের মরহুম আব্বাস আলী খান, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবানরা হাই মাদরাসা থেকে ডিগ্রি নিয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। হাই মাদরাসা হতেই ওনারা ইসলাম ও আরবী ভাষার শিক্ষা মোটামুটি লাভ করে ছিলেন। ফলে এনারা কুরআন হাদিসের দরস্ যেমন আকর্ষণীয়ভাবে দিতেন, তেমনি ইসলামের উপরে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও করতে পারতেন।

মরহুম শাহ্ রুহুল ইসলাম হাই মাদরাসা হতে শিক্ষা লাভের কারণে আরবী ভাষাসহ ইসলামী বিষয়ের উপরেও মোটামুটি জ্ঞান রাখতেন। আন্দোলনে শরীক হওয়ার পরে তার এই জ্ঞান আরও পরিপক্কতা লাভ করে। কেননা তিনি এমন একটি দলে শরীক হয়েছিলেন যেখানে নেতাসহ সকল পর্যায়ের সদস্যদের জন্য কুরআন-হাদিস সহ অন্যান্য জ্ঞানের বই-পত্র পাঠ করা বাধ্যতামূলক। জামায়াতে ইসলামী নামক এই সংগঠনে প্রবেশ করার পরে কোন লোক অশিক্ষিত থাকতে পারেনা। এখানে প্রবেশ করার পরে অল্প শিক্ষিতরা উচ্চ-শিক্ষিত হয়ে যায়, আর অশিক্ষিতরা শিক্ষিত হয়ে যায়। দলীয় ও সাংগঠনিকভাবে জ্ঞানের চর্চা এ দেশে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর কোন দলে নাই।

পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে রুহুল ইসলাম সাহেবের লেবাস-পোশাক ও চাল-চলন ছিল আলেমানা। আমার সাথে তার প্রথম দিনের সাক্ষাতে আমি তাকে দ্বীনি মাদরাসায় তালিম প্রাপ্ত একজন উচ্চমানের আলেম মনে করেছিলাম। তবে খালেছ দ্বীনি মাদরাসায় না পড়েও পারিবারিক পরিবেশ ও ঐতিহ্য এবং ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বে থাকার কারণে তাঁকে একজন অভিজ্ঞ আলেম বলেই অনেকে মনে করতেন।

রুহুল ইসলাম সাহেব বয়সে আমার ছোট হলেও বিগত ২০০৮ সনের ১৮ মে তারিখে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আখেরাতের পথের যাত্রী সেজে আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া, তিনি যেন তার নেক আমলসমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতের অধিবাসী করেন। আমীন।

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েমের বিপ্লবী চেতনার এক সংগ্রামী 'পীর সুজা মিয়া'

মকবুল আহমাদ

আমাদের সমাজে 'পীর সাহেব' নাম শুনলেই মানুষ সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, বুজুর্গ লোক, নেক লোক মনে করে, কিন্তু সাথে সাথে এও মনে করে এরা দুনিয়ার কোন ঝক্কি ঝামেলায় নেই, সমাজ সংস্কারের কঠিন পথেও নেই খালেস নেক লোক। অবশ্য কারো কারো ভুল-ত্রুটি, সেক্যুলার পত্রপত্রিকার অপপ্রচারে এ সুনামেও ধ্বস নেমেছে। আমাদের মরহুম পীর সাহেব 'সুজা মিয়া' শুধু প্রচলিত ধারণার পীরই নহেন তিনি উত্তর বঙ্গের সংগ্রামী পীর, ইকামতে দ্বীনের কঠিন সংগ্রামের একজন জনপ্রিয় নেতাও ছিলেন।

তিনি একাধারে অসংখ্য মুরিদের ওস্তাদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, কলেজের অধ্যক্ষ, সমাজসেবক হিসাবে ব্যাপক পরিচিত লাভ করেছিলেন। মরহুম পীর সাহেব অধ্যক্ষ শাহ্ রুহুল ইসলাম ১৯৩৩ সালে রংপুরের পাকুড়িয়া শরীফের প্রখ্যাত পীর মরহুম আল্লামা কছিমুদ্দিনের বংশের মরহুম মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আফজালুল হকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকেই বেছে নেন। ১৯৬৫ সালে রংপুর ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৭ সালে নিজ এলাকায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন, ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এ কলেজেরই অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর জনাব অধ্যাপক গোলাম আযম এর মাধ্যমেই তিনি ইসলামী আন্দোলনে শামিল হন এবং ১৯৫৮ সালে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য পদের (রুকনিয়াতের) শপথ গ্রহণ করেন।

তিনি দীর্ঘদিন জামায়াতের বৃহত্তর রংপুর জিলার আমীর ও বিভাগীয় পর্যায়েও জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। জিলার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় থানা ও ইউনিয়নে, গ্রামে-গঞ্জে রাস্তা-ঘাটের দূরবস্থার মধ্যেও প্রত্যন্ত এলাকায় সফর করতেন। বার্ধক্যের কারণেও পিছপা হতে দেখা যায়নি। ১৯৬২-৭০ সাল পর্যন্ত ২ বার পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি প্রায় ২ বছর জেলও খাটেন।

www.pathagar.com

১৯৮৬-২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি বেশ কয়েকবার জামায়াতের প্রার্থী হিসাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

এলাকায় তিনি একজন নেক, জ্ঞানী, জনপ্রিয় সমাজসেবক হিসাবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সাধারণ মানুষের অতিপ্রিয়, কাছের মানুষ ছিলেন। স্বৈরাচারী এরশাদের আমলে তিনি জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পরেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারসাজীতে পরাজিত হন। আমাদের দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে এ ধরনের হীন, অনৈতিক আচরণ অনেকবারই জাতি প্রত্যক্ষ করেছে।

এবারের 'উদ্দীন' সাহেবের (ফখরুদ্দিন) 'ডিজিটাল' নির্বাচনেও এ ধরনের নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। ভোটে জিতে একজন, ঘোষণা হয় আরেকজনের নাম। এ অবস্থায় মানুষের 'ঘৃণাই' ক্ষমতাধরদের কপালে জুটে। আদালতে আখেরাতে বিচারের আশায় জাতি অপেক্ষায় থাকে।

তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব নাজমুদ্দীন আরবাকানের আমন্ত্রণে সম্ভবত ১৯৯৫ সালে সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম তুরস্ক সফর করেন। সেখানে তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন সাবেক এক সামরিক কর্মকর্তা। তিনি অধ্যাপক সাহেবকে একটা ঘটনার বর্ণনা দিলেন, যাতে আমাদের রাষ্ট্রকাঠামোর উপরের অবস্থা কিছুটা আঁচ করা যায়। তিনি (রাষ্ট্রদূত) বললেন "প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলের সেই জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে জনাব অধ্যক্ষ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) বিজয়ী হয়েছিলেন। আমি তখন ঐ এলাকায় বিশেষ দায়িত্বেও ছিলাম। 'উপরের' নির্দেশে আমাকে পীর সাহেব সুজা মিয়াকে বাদ দিয়ে অন্যকে বিজয়ী ঘোষণা করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। আমি বিবেকের নিকট অপরাধী।" তিনি (রাষ্ট্রদূত) বিনয়ের সাথে প্রফেসর সাহেবকে বললেন, "পীর সাহেবকে বিষয়টি বলবেন তিনি যেন মেহেরবানী করে আমাকে উক্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা করে দেন। আপনার মাধ্যমে আমি এ আবেদন করলাম। আমি তাকে খুবই সম্মান করি, তিনি একজন নেক ও ভাল লোক।" 'উপরের' নির্দেশে কত জঘন্য ধরনের ও অনৈতিক কাজ ক্ষমতাধর স্বৈরাচারী শাসকেরা করিয়ে নেয় তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ জাতীয় ন্যাক্কারজনক ঘটনা।

আজ যারা ক্ষমতার দাপটে যা ইচ্ছা তা করছে তাদের এ বিষয়টি একটু চিন্তা করা দরকার। সবাইকে একদিন মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। মরহুম পীর সাহেবের স্মৃতি মন্থনের সময় এ বিষয়টি আমার সামনে ফুটে উঠল।

www.pathagar.com

পীর সাহেব হলেও তিনি প্রচলিত মাদরাসায় পড়ুয়া 'আলেম' ছিলেন না। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের বদৌলতে, তাফহীমুল কুরআনের বদৌলতে তিনি খুবই সুন্দরভাবে কুরআনের শিক্ষাকে তুলে ধরতে পারতেন। তার দরসের মাহফিলে শরীক হওয়ার সুযোগ হয়েছিল, তাতে খুবই ফলপ্রসূ দারস তিনি পেশ করতেন এবং শ্রোতাদের উপরে তার বেশ প্রভাব পড়েছে মনে হয়েছে।

মূলত: তিনি একজন পীর পরিবারের সন্তান। তার মরহুম আব্বাজানও একজন প্রখ্যাত পীর ছিলেন। এই সুবাদে বৃহত্তর রংপুরসহ উত্তর বঙ্গের জনগণ তাকে পীর 'সুজা মিয়া' হিসাবে খুবই সম্মান করতেন। তার সংগ্রামী চেতনার, অন্তর দৃষ্টির গভীরতা উপলব্ধি করা যায়, গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে তার মুরিদ মোতাকাল্লিমদেরকে নিজের দুনিয়াবী আরাম আয়েশের; সহায়, সম্পদ গড়ার দিকে না টেনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের কঠিন পথে নিজকেও সপে দিলেন, মুরিদদেরকেও সেভাবে দ্বীনের সহীহ সমঝ (বুঝ) দিয়ে নবীর পথের সঠিক অনুসারী করে দ্বীন কায়েমের মুজাহিদ বানাতে আজীবন কঠিন চেষ্টা চালিয়েছেন।

দীর্ঘ ১৫০ বছর ধরে এ পীরের পরিবারের দাদা মরহুম আল্লামা কছিম উদ্দীনের হালকায়ে জিকিরের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ সকল সমাবেশে তিনি সহজ সরল ভাষায় আল কুরআন ও হাদিসের শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরে দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদিস পেশ করতেন। এভাবে সাধারণ মুসল্লি ও মুরিদ মোতাকাল্লেমদের মাঝে কালেমার বিপ্লবী দাওয়াত পেশ করার মাধ্যমে নবীর প্রতিষ্ঠিত মদীনার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার গণআকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রেখেছেন আমাদের প্রিয় ভাই পীর সুজা মিয়া।

আমাদের দেশে সেক্যুলার শিক্ষার প্রভাবে 'ধর্ম' 'রাজনীতি' আলাদা এ গলদ চিন্তা সত্যিকারভাবে মানুষের সামনে কুরআনের শিক্ষা তুলে ধরার পথে বিরাট বাধা। ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে সকল সমস্যার সমাধান ইসলামী আদর্শেই সম্ভব জনগণকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ায় অসংখ্য লোক বুঝতে পেরেছে আমাদের দূর্ভোগের মূল কারণ মহান কুরআনের শিক্ষা ত্যাগ করা, 'ধর্মকে' 'রাজনীতি' থেকে আলাদা করা, দুনিয়ায় ফ্রী স্টাইলে নিজ ইচ্ছায় চলা! শুধু নামাজ রোজা করে আখেরাতের পার পাওয়া যাবে এ ধারণারও বর্তমানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের 'পীর সুজা মিয়া'র মত মুজাহিদদেরই নিরবিচ্ছিন্ন মেহনতের ফলে আজ দিকে দিকে ধর্মহীন শিক্ষার বিরুদ্ধে মানুষ গর্জে উঠেছে। সরকার প্রচন্ড শক্তি দিয়েও ইসলাম বিদ্বেষী শিক্ষার, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি বন্ধের অপচেষ্টা চালিয়ে সফল হতে পারছে না। জনবিচ্ছিন্ন, নাস্তিক,

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের ধারক-বাহক যারা নির্বাচনে ১% ভোটও পায় না তাদের প্রেসক্রিপশন দিয়ে ৯০% মুসলমানের দেশে নাস্তিকদের ষড়যন্ত্র চলবে, তাদের খোদাহীন সমাজতন্ত্র চলবে, আর বৃহত্তর জনগোষ্ঠির চিন্তা-চেতনার রাজনীতি চলবে না, জাতি এ ধরনের অপচেষ্টা কোন নির্যাতন জুলুমের কারণেও মেনে নেবে না। আল কুরআনে জিহাদের কথা আছে, তারা জিহাদী বই বন্ধ করবে, আল কুরআনের জিহাদের আয়াত কী করবে তারা? ক্ষমতায় গেলে তারা 'ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু করবে না" এ সকল ওয়াদা কি হাওয়া হয়ে গেল?

আজ পীর সাহেব সুজা মিয়ার স্মৃতি গ্রন্থ প্রকাশের সময় তার মত ত্যাগী, একনিষ্ঠ দেশেপ্রেমিকের বিরাট অভাব অনুভূত হচ্ছে। আল্লাহ তার সারাজীবনের খেদমতকে কবুল করুন, মানবিক ভুলত্রুটি মাফ করেদিন, আপনজন, পরিবার-পরিজনকে সবরের তৌফিক দিন। তার অসমাপ্ত কাজকে সকল বাধা বিপত্তি, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে আমরা যেন আরো তীব্র গতিতে এগিয়ে নিতে পারি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে তৌফিক দিন। আমীন।

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর।

www.pathagar.com

প্রিন্সিপাল শাহ্ রুহুল ইসলামকে যেমন দেখেছি

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান সাবেক এমপি

প্রিন্সিপাল শাহ্ রুহুল ইসলাম সাহেব এতদঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের একজন পুরাতন নেতা। রংপুর পাকুড়িয়া শরীফের পীরের সন্তান। অধ্যাপক গোলাম আযমের ছাত্র হিসেবে কারমাইকেল কলেজে পড়ার সময়ই তিনি এই আন্দোলনে শরীক হন। অধ্যাপক গোলাম আযম তবলীগ জামাত থেকে ১৯৫৪ সনেই জামায়াতে শরীক হন। আর তাঁর অনুগত ছাত্র হিসেবেই তাঁর সান্নিধ্যে এসে জনাব রুহুল ইসলাম সাহেবও ইসলামি আন্দোলনে শরীক হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। পাকিস্তানের সময় আইয়ুব খানের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রুহুল ইসলাম সাহেব পূর্বাপর জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান পিরিয়ডে উত্তরবঙ্গে আমরা কাজ করেছি। শাহ্ রুহুল ইসলাম সাহেব বৃহত্তর রংপুর জেলারও আমীর ছিলেন। সদা হাসিমুখ মানুষটির সাথে আমি এতই নিকটবর্তী ছিলাম যে পারিবারিক কাজ কর্মেও তিনি আমার সাথে পরামর্শ করতেন। তাঁর বিবাহ অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের স্ত্রীর ভগ্নির সাথে হয়েছিল। যেখানে অধ্যাপক সাহেবের মুখ্য ভূমিকা ছিল। ইসলামী আন্দোলনের এক ক্ষণজন্মা স্পষ্টভাষী ব্যক্তি ছিলেন তাঁর শ্বশুর প্রভাষক মাওলানা আব্দুস সালাম। তিনি নওগাঁ কলেজের প্রভাষক ছিলেন। বাড়ি ছিল বগুড়ায়। শাহ্ রুহুল ইসলাম সাহেবের বোনের বিবাহ হয় আমার সহপাঠী ও নেতা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী মরহুমের সাথে। এ ব্যাপারেও আমার সাথে তিনি পরামর্শ করেন। তার কন্যাদের বিবাহ, বিশেষ করে, খুলনার অবিসংবাদিত স্পষ্টভাষী নেতা মরহুম শামসুর রহমানের পুত্র যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ডা: লাভলুর সাথে দেওয়ার সময়ও তিনি আমার সাথে পরামর্শ করেন। আমরণ তিনি ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কাতারের নেতা ছিলেন। একবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জিতেও সরকারের চক্রান্তে বিজয়ী ঘোষিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। পীরের ছাহেবজাদা হিসেবে গদীনসীন ছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও তিনি কোন পেশাদার পীরের আচরণ করেন নাই। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাকুড়িয়া শরীফে মাদরাসা কলেজ ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আমাকে বার বার যাওয়ার জন্য তিনি বলেছিলেন। কিন্তু সময় করে সেখানে যেতে পারি নাই বলে মনে বড়ই আফসোস হয়। আল্লাহ তা'য়ালা এই মর্দে মুজাহিদকে আল ইল্লিইনে জায়গা করে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী করুন। কায়মনে আমার দ্বীনি ভাই হযরত শাহ্ রুহুল ইসলামের জন্য এই মোনাজাতই করি।

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর।

www.pathagar.com

অনুপ্রেরণার উৎস : মরহুম শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম

এ. টি. এম. আজহারুল ইসলাম

"কুল্লু নাফসীন জায়েকাতুল মাউত।" জীব মাত্রই মরণশীল। জন্মিলেই মরিতে হয় এ অমোঘ বাণী আমরা সকলেই জানি। দুনিয়াতে প্রতিদিনই সহস্র সহস্র মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। কিন্তু সব মানুষের মৃত্যুই কি তাঁর আপনজনের বাইরে অনাত্মীয় হাজার হাজার মানুষ স্মরণ করে? সমবেদনা জ্ঞাপন করে? করেনা। সমাজে অনেক মানুষ থাকেন যারা মৃত্যুবরণ করলে শুধু তার ঘনিষ্ঠজনেরাই নয় বরং আরো অনেক মানুষই বেদনা অনুভব করে তাঁর অনুপস্থিতির অভাব অনুভব করে।

অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম (পীর সাহেব পাকুড়িয়া শরীফ) তেমনি একজন মানুষ। যিনি ছিলেন রংপুর জিলা জামায়াতে ইসলামীর দীর্ঘ সময়ের জিলা আমীর, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য। যে কয়জন ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মী তিলে তিলে কঠোর পরিশ্রম করে এ অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন তাঁর মধ্যে অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম হচ্ছেন সবার অগ্রপথিক। তাঁর মৃত্যু বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরই শুধু নয় ব্যাপক জনগোষ্ঠির মধ্যে নাড়া দিয়েছে। আমরা কায়মনো বাক্যে তাঁর জন্য দোয়া করবো আল্লাহ যেন তাঁর সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতের উচ্চতম আসন জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করার পরেও তাঁর মধ্যে ছিল না কোন গর্ব বা অহংকার। তিনি ছিলেন সদালাপি, অমায়িক অত্যন্ত মিশুক অথচ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। পীর সাহেব ছিলেন সকল মানুষের কাছে প্রিয়। তিনি নিজ পরিবার আত্মীয় ও দলীয় গণ্ডির বাইরেও দলমত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর কোন শত্রু ছিল বলে আমার জানা নেই। তিনি সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন।

বয়সের ব্যবধান পিতৃতুল্যের মত হলেও সন্তানতুল্য দায়িত্বশীলের আনুগত্য করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করতেন না। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের দায়িত্বশীল

www.pathagar.com

হিসাবে আমার মত সন্তানতুল্যের সাথে কাজ করতে যেমন কোন অসুবিধা হয় নি, তেমনি তাঁর আনুগত্যে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করিনি। আনুগত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন যা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষা আন্দোলনও করে গেছেন। তিনি তাঁর নিজ গ্রামে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রংপুর শহরে ১টি হাইস্কুল, ১টি এতিমখানা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন এবং আমৃত্যু তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতি।

আমাদের একজন সার্বক্ষণিক মুরুব্বী, অভিভাবক আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন। তিনি মানুষ ছিলেন ফলে ভুল-ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক।

আমরা মহান প্রভু আল্লাহর দরবারে কায়মনে দোয়া করবো আল্লাহ যেন তাঁর সব নেক আমনগুলো কবুল করেন এবং তাঁর মানবীয়, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে তাঁকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ স্থান দান করেন। আমীন ॥

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তদারককারী।

www.pathagar.com

আল্লাহর এক মর্দে মুজাহিদ ছিলেন পীর সাহেব

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাবেক এমপি

১৮ মে রবিবার, ফজরের নামাজ পড়ে প্রতিদিনের মত রমনা পার্কে এক ঘন্টা হেঁটে বাসায় ফিরলাম। ঘর্মাক্ত কাপড় পরিবর্তন করে কুরআন অধ্যয়নের জন্য বসতে যাচ্ছি এমন সময় ফোন বেজে উঠল। অফিস থেকে জানানো হল আজ বাদ ফজর পীর সাহেব (রংপুর জেলার সাবেক আমীর, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সাবেক সদস্য) ইন্তিকাল করেছেন। বাদযোহর বায়তুল মোকাররমে জানাজা হবে। রংপুরের পীর সাহেবের ইন্তিকালের খবর শুনেই ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন পড়লাম এবং তাঁর জানাজায় শরীক হবার এরাদা করে নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমাদ ভাই ফোন করে খবরটি জানিয়ে বললেন, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ব্যস্ত বিশেষ করে সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আজহার ভাই রংপুর এলাকার লোক, লাশের সাথে তারই যাওয়া দরকার ছিল কিন্তু মামলা সংক্রান্ত কাজে তাকে দায়িত্ব দেয়ায় তিনি যেতে পারছেন না। তাই আপনাকে পীর সাহেবের লাশের সাথে গিয়ে দাফন কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। ইচ্ছা ছিল আমীরে জামায়াতের জামিনের মামলায় আদালতে উপস্থিত হবার। মনটাও চাচ্ছিল আমীরে জামায়াতের গ্রেপ্তাতারী পরোয়ানা ইস্যু হবার পর পাশে থাকার, প্রায় রাতেই ১২টা পর্যন্ত অফিস ও তাঁর বাসার খোঁজ-খবর নিয়েই ঘুমাতে যাই। তাই মনের ইচ্ছা বাতিল করে সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানাজার পর পরই রংপুর যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলাম।

আমীরে জামায়াতের সাথে সর্বশেষ কথা বলেছিলাম পীর সাহেবের জানাজা পড়ানোর প্রসঙ্গে। তিনি শুধু বললেন, ইচ্ছাতো ছিল জানাজায় উপস্থিত থাকার, কিন্তু কোর্ট থেকে কি খবর আসে তার জন্য অপেক্ষায় আছি। আমি বললাম আমি খোঁজ নিচ্ছি আপনি রেডী থাকেন যাতে খবর আসলে যে কোনটাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। তিনি বললেন আমি রেডি আছি। কিন্তু এই রেডি যে জানাজায় অংশ গ্রহণের ছিলনা, না জামিন পাবার, বরং তা ছিল জেলখানায় যাবার– সেটা পরে বুঝলাম। যাই হোক সংগঠনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মরহুম অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া (পীর সাহেব) এর লাশ নিয়ে বাদযোহর রওয়ানা দিলাম। মনে মনে দোয়া পড়লাম–

www.pathagar.com

"আল্লাহুম্মাগফেরলাহু, অরহামহু, অফিহি অআফি আনহু, অকরিম নুজুলাহু অ-আসসি মুদখালাহু, অগসিলহু বিলমায়ি অসসালজি অলবারদি, অনাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামাইউনাক্কাস, সাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাসি, অবদিলহু দারান খায়রান মিন দারিহি, আহলান খায়রাম মিন আহলিহি, অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহি, অদখিলহুল জান্নাতা অয়িজহু মিন আজাবিল কাবরি অ-আজাবিননার।"

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি তাঁকে (মরহুম পীর সাহেবকে) মাফ করে দাও, তাকে রহম করো, তাকে নিরাপত্তা দাও, তাকে সম্মানিত মেহমান হিসাবে কবুল করো, তার কবরকে প্রশস্থ করে দাও, তার গোনাহসমূহকে পানি ও শিলারাশি দ্বারা ধৌত করে দাও, তার গোনাহগুলোকে ঐভাবে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়, তাকে তার বাড়ীর চেয়ে উত্তম বাড়ী দান কর, তাকে তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার পরিজন দান করো, তাকে তার সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী-সাথী দান করো, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। আমীন।

এ সময় মনের কোণে ভেসে উঠলো মরহুম পীর সাহেবের অতীত ইতিহাস। কবে কখন কিভাবে তাঁর সাথে সর্বপ্রথম পরিচয় হয়েছিল তা মনে নেই। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মীম ওবায়দুল্লাহর সাথে তাকে দেখেছিলাম সর্বপ্রথম। তাঁকে তাঁর নামের চেয়ে পীর সাহেব নামেই সকলে চিনে ও জানে। তাই আমরাও পীর সাহেব বলেই ডাকতাম। ঐ সময় তাঁর সাথে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ মাওলানা আব্দুল গফুর, মাওলানা অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল কাফী, এ্যাডভোকেট আবুল কাশেমের মত প্রসিদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের উত্তর বঙ্গের সিপাহসালার নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচিত হই। এদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল গফুর, অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল কাফী এমপি, শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া পীর সাহেব) ও মাওলানা আব্দুর রহমান ফকীর এ চারজন দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আল্লাহ তাদের সবাইকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন ॥

১৮ মে রবিবার রাত ৮টার দিকে পীর সাহেবের লাশকে রংপুর মেডিকেল কলেজে রাখা হয়, রাস্তায় লাশের গাড়ীর চাকা বগুড়া শহরে প্রবেশ করার কিছু আগে পাংকচার হয়ে যায়। এতে আধা ঘন্টা সময় ব্যয় হয়।

প্রথমেই বলে রাখি প্রচলিত অর্থে যে পীর আমাদের সমাজে দেখা যায়, তিনি তা ছিলেন না। তিনি এক ব্যতিক্রমধর্মী পীর, যিনি একজন মর্দে মুজাহিদ ছিলেন। সারা জীবন দ্বীন কায়েমের জন্য তাঁর সকল সময় ও শক্তি কাজে লাগিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই লড়াকু সৈনিককে হারিয়ে উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ নেতা কর্মী আজ শোকাহত। আল্লাহ তা'য়ালা এই শোককে শক্তিতে পরিণত করে দ্বীনের কাজ আরো মজবুত গতিতে এগিয়ে নেয়ার তৌফিক দিন।

১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করে ২০০৮ সালে ইন্তিকাল প্রায় ৭৬ বছর বয়স বেঁচে ছিলেন। রংপুরের পাকুড়িয়ায় (গঙ্গাচড়া থানা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন ছিল–

১৯৪৭ - রাজশাহী সরকারী মাদরাসা - ম্যাট্রিকুলেসান
১৯৫০ - রংপুর কারমাইকেল কলেজ - আই.এ
১৯৫৩ - রংপুর কারমাইকেল কলেজ - বি.এ
১৯৫৬ - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - এম. এ (আরবী)

তাঁর পুরো নাম ছিল- শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) ছাত্র জীবন শেষ করেই তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৫৬ সালে রংপুর ডিগ্রী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে নিজ এলাকায় একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম একদিকে তাঁর শিক্ষক ও ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর ভায়রা ভাই ছিলেন। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের শ্যালিকাকে তিনি বিয়ে করেন। তিনি ২ পুত্র ও চার কন্যা রেখে গেছেন। জামাইগুলো সবাই ডাক্তার ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে এমনকি রাজশাহী বিভাগের প্রায় সকল জিলায় তাঁর পদচারণা ছিল দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য। সাংগঠনিক মান ও দায়িত্ব নিম্নরূপ–

১৯৫৮ - সালে রুকনিয়াত লাভ করেন।
১৯৫৮-৭০ বৃহত্তর রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।
১৯৭০- সালে জাতীয় পরিষদে প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।
বাংলাদেশ হবার পর ১ বছর ৭ মাস ১৫ দিন কারাবরণ করেন।
১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালে রংপুর গঙ্গাচড়া থেকে জাতীয় সংসদের নির্বাচন করেন। এর মধ্যে ১৯৮৬ সালে টেলিভিশন ও পত্র পত্রিকায় তাঁকে এম.পি হিসাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এরশাদ সরকার ক্যান্টমেন্টে ভোট বাক্স চুরি করে তাঁকে পরাজিত করে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য। ২০০৮ সাল মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

পীর সাহেব বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িত ছিলেন, তিনি যে সমস্ত সংস্থার কাজ করে গেছেন–

১. তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে বর্তমানে ফাজিল স্তরে উন্নতি করা হয়েছে।
২. ১৯৪৯ সালে পল্লী মঙ্গল সমিতি গঠন করেন।
৩. দু'টি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করেন (একটি বালক ও একটি বালিকা)।
৪. একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
৫. একটি হেফজখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
৬. একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
৭. একটি দরসে নিজামী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
৮. একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

মৃত্যুর আগে তিনি এসব প্রতিষ্ঠান যাতে ভালোভাবে চলতে পারে তার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য রংপুর ডিসির (জেলা প্রশাসকের) সাথে দেখা করতে যান। মৃত্যুর রাত্রিতেও তিনি এসব চিন্তা করে গেছেন। সেই রাত্রেই তিনি পাঁচ পৃষ্ঠা লেখা সম্পন্ন করেন। তাঁর জামাই মেজর ডাক্তার সাহেব এ তথ্য জানান। তাঁর হালকায়ে জিকির অনুষ্ঠানে তিনি সব সময় দরসে কুরআন ও দরসে হাদীস পেশ করতেন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত সকলকে দিতেন। পীর সাহেব যে পীরগীরি বাদ দিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রুকন হয়ে ভোগের পরিবর্তে ত্যাগের রাস্তা ধরেছিলেন– এটা এ সমাজে এক ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। সমাজে পীরের গদি নিয়ে ভোগের জন্য যে কাড়াকাড়ি মরহুম পীর সাহেব এটার উর্ধ্বে ছিলেন।

তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলী ছিল প্রশংসা পাওয়ার মত

১. তিনি খুব সহজ সরল লোক ছিলেন। তিনি এত সোজা সরল ছিলেন যে, তাঁর দাদা তাঁকে সুজা (সোজা) বলে ডাকতেন। আর তা থেকেই নাকি তিনি সুজা মিয়া পীর সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন।
২. কথা বলতে গিয়ে তিনি সর্বদা একটা হাসি দিতেন। হাসিমুখে কথা বলাও একটা সাদকা।
৩. একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ ছিলেন।
৪. রাজনীতিবিদ ও গঠনমূলক রাজনীতি পরিচালনা করে গেছেন। প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া সত্বেও নির্বাচনী ফলাফল উল্টানো হয়। এমন অবস্থায়ও তিনি ধৈর্য ধারণ ও আইন মেনে চলে ছিলেন– কোন বিশৃঙ্খল রাজনীতিতে তিনি যান নি।

www.pathagar.com

৫. ব্যক্তিগত জীবনে বিনয়ী ও নির্লোভ ছিলেন। সাধারণ খানা খেতেই বেশী পছন্দ করতেন।

জানাজার নামাজ রংপুর জেলা হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় বিশাল জানাজায় উপস্থিত হয়ে জেলা প্রশাসক, পৌরসভা চেয়ারম্যান, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবীদ, দলমত নির্বিশেষে তাঁকে ভালো মানুষ হিসাবে সাক্ষী দেন। অনেকে নীরবে চোখের পানিতে বুক ভাসান। সবচেয়ে অভিভূত হয়েছি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে জানাজায় পিঁপড়ার মত সারিবদ্ধ হয়ে মানুষ অংশগ্রহণ করে। কলেজ মাঠের সকল স্থান পুরণ হয়ে ধান ক্ষেতে ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে জানাজা আদায় করেছে মানুষ।

সহজ সরল জীবন যাপনকারী আল্লাহর এক প্রিয় বান্দাহ মরহুম শাহ্ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর সাহেব সকলকে ছেড়ে তাঁর মহান রবের দরবারে চলে গেছেন। যিনি আর আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন না। দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের গোনাহ মাফ করে দিয়ে রহমত যোগ করে জান্নাতে আমাদের সকলকে একই জায়গায় মিলিত করেন। আমীন।

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম
কালেমার দাওয়াত দানকারী একজন পীর

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

"হাসিমুখ, অমায়িক ব্যবহার, নূরানী চেহারা, মুখে কালেমার দাওয়াত" বৈশিষ্ট মন্ডিত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনে প্রথম কাতারের এক বিশিষ্ট নেতা ছিলেন অধ্যক্ষ শাহ্ রুহুল ইসলাম। প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকে আমি তাঁকে চিনতাম। প্রথমে তাঁর নাম জেনেছি। পরবর্তীতে তিনি রংপুর জেলা আমীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য এবং কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে কাজ করার সময় আরো তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এবং শ্রদ্ধেয় মুরব্বী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও রংপুর থেকে ঢাকায় আসলে আমার সাথে যেভাবে কথা বলতেন তাঁর ব্যবহারে যে আন্তরিকতা ও অমায়িকতা থাকতো তা আমাকে মুগ্ধ করতো। অফিস থেকে কখনো ব্যক্তিগত কাজে গাড়ী চাইলে বা কোন কাজের কথা বললে এমনভাবে আবদারের সুরে বলতেন যে, আমি লজ্জা পেয়ে যেতাম। শুধু তাই নয় ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারের বিল তিনি নিজে অফিসে এসে শোধ করে যেতেন। তিনি ছিলেন অনেক গুণে গুণান্বীত।

অধ্যক্ষ শাহ্ রুহুল ইসলাম একজন উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং কালেমার সঠিক দাওয়াত দানকারী একজন পীর। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাওলানা শাহ্ মোঃ আফজালুল হক, মাতার নাম সৈয়দা ফাতেমা খাতুন। তিনি ১৯৩৩ সালে রংপুরের পাকুড়িয়া শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে পাকুড়িয়া শরীফ জুনিয়র মাদরাসা থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাস করে রাজশাহী সরকারী হাই মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫০ সালে কারমাইকেল কলেজ থেকে আই.এ এবং ১৯৫৩ সালে বি. এ পাস করেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে কৃতিত্বের সাথে এম. এ পাশ করেন। তাঁর পুরা নাম রুহুল ইসলাম শাহ্ মুহাম্মদ সুজাউল হক কেরমানী, ডাকনাম ছিল সুজা মিয়া।

অধ্যক্ষ শাহ্ রুহুল ইসলাম ছাত্র জীবন থেকেই শিক্ষকতার কাজে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন এবং উত্তরাঞ্চলের একজন আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি নিজ বাড়ীতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। অর্থ-লিপ্সা তাঁর কোন দিন ছিল না। সেবামূলক

www.pathagar.com

মনোভাব নিয়েই তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন এবং তাঁর ছেলেকে (শাহ্ রুহুল ইসলাম) এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবেই তিনি (শাহ্ রুহুল ইসলাম) নিজ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে কাজ শুরু করেন। অতঃপর বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার লক্ষ্যে তিনি ১৯৬৫ সালে রংপুর ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালে নিজ এলাকায় একটি ইন্টারমেডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হলে এলাকার লোকদের আহ্বানে তিনি উক্ত কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন এবং সুনামের সাথে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, অধ্যক্ষ শাহ্ রুহুল ইসলাম ইসলামী আন্দোলনের বিশ্বনন্দিত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং শুরুতেই নিজ থানার জামায়াতের নাযেম হিসাবে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন জামায়াতের আমীর মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয় এবং এর পরই তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়াত লাভ করেন। সাংগঠনিক জীবনে রংপুর জেলা আমীর, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যসহ তিনি বৃহত্তর রংপুর জেলায় ও রাজশাহী বিভাগে বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬২ সালে এবং ১৯৭০ সালে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তদানিন্তন জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তিনি ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ সালেও জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। জানা যায় যে, তিনি ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরেও তাঁকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, তিনি ২০০৩ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যক্ষ শাহ্ রুহুল ইসলাম ছাত্র জীবন থেকেই বুজুর্গ পিতার তত্ত্বাবধানে সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি নিজ এলাকায় পল্লী মঙ্গল সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। অপরদিকে তাঁর পিতার উৎসাহ উদ্দীপনাকে কেন্দ্র করে তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে আলীয়া মাদরাসায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেন। এখানে ২টি প্রাইমারী স্কুল, (বালিকা ও বালক শাখা) একটি হাইস্কুল, একটি হেফজ খানা ও একটি ইয়াতিমখানা, ১টি দারসে নিজামী মাদরাসা, ১টি ফাজিল মাদরাসা এবং ১টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারের কাজে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম মূলত একজন পীর পরিবারের সন্তান। তাঁর মরহুম পিতাও ছিলেন উত্তরাঞ্চলের একজন প্রখ্যাত পীর। এই সুবাদে উত্তরাঞ্চলের জনগণ তাঁকেও পীর বলে ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। তিনি পীর পরিবারের সন্তান হয়েও গতানুগতিকতার উর্দ্ধে উঠে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়ে সারাজীবন আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে নিজকে নিয়োজিত রেখে অব্যাহতভাবে কাজ করে গেছেন। সুদীর্ঘ ১৫০ বছর যাবৎ তাঁদের বাড়ীতে তাঁর দাদা মরহুম আল্লামা কছিমউদ্দিন (রহ.)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হালকায়ে জাকেরীনদের সমাবেশ প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাঁর জীবদ্দশায় ঐ সব সমাবেশে তিনি দরসে কুরআন ও দরসে হাদীস পেশ করতেন। এভাবেই সকলের মধ্যে তিনি কালেমার সঠিক দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ করে গেছেন।

অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম ১৯৫৬ সালে নওগাঁর বিখ্যাত মীর পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁর শ্বশুর ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন এবং 'কুরআন মজীদ' অনুবাদক মাওলানা মীর আব্দুস সালাম (রহ.)। তিনি ছিলেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতার মহানব্রতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। শিক্ষকতা থেকে অবসর নেয়ার পর তদানিন্তন ইসলামিক একাডেমীতে আল-কুরআনুল করীম তরজমা ও সম্পাদনা প্রকল্পে অতিরিক্ত প্রজেক্ট অফিসার হিসাবে কাজ করেন। পরবর্তীতে নিজ গৃহে অবস্থানকালে তিনি কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর রচনা এবং গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর রচিত 'কুরআন মাজীদ' (তরজমা ও টিকা) নামে আল কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর লেখা কয়েকটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, অধ্যক্ষ শাহ্ রুহুল ইসলাম ও বেগম রুহুল ইসলামের ৪ মেয়ে ও ২ ছেলে। সকলেই ইসলামের দাওয়াতি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাঁর বড় জামাতা, ডা. আবদুস সালাম একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও দা'য়ী ইলাল্লাহ। তাঁর অন্যান্য জামাতাগণ উচ্চ শিক্ষিত এবং নাতী নাতনীগণও উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সাথে সাথে ইসলামের দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর বড় ভায়রা ভাই।

অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম ২০০৮ সালের ১৮ মে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। রংপুর নিজ বাড়ীতে পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সব নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌস নসীব করুন। আমীন।

লেখক : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিস সেক্রেটারী।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কলম থেকে

www.pathagar.com

সোজা পথের পথিক, সুজা মিয়া পীর সাহেব

মাহবুবুর রহমান বেলাল

সোজা পথের পথিক

'সিরাতুল মুস্তাকিম' বা সোজা ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত হওয়া মুমিন জীবনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন। কারণ এ পথে চলার মাধ্যমেই কেবল জান্নাতের ঠিকানায় পৌঁছা সম্ভব, অন্য কোন পথে নয়। তাই ঈমানদার বান্দার হৃদয়ের কৃত্রিম আকুতি সব সময় প্রার্থনা হয়ে ঝরে পড়ে 'খোদা আমাদিগকে সঠিক, সোজা ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর।' (সূরা আল ফাতিহা)। কিন্তু এ সোজা পথে চলা সবার পক্ষে সম্ভব হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। তা নির্ভর করে আল্লাহ পাকের অনুমোদনের উপর। সূরা নিসা ৬৮ আয়াতে আল্লাহ বলেন ... এবং আমরাই তাদিগকে সরল-সোজা পথে পৌঁছিয়ে দিতাম। আল্লাহ পাকের নাজিলকৃত বিধান ইসলামকে নিজ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে কাজে, কর্মে, চিন্তা ও সাধনার প্রতিটি বাঁকে পূর্ণভাবে স্মরণ, অনুশীলনের নামই 'সিরাতুল মুস্তাকিমে চলা। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বী, অভিভাবক বৃহত্তর রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের পথিকৃৎ নেতা, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মরহুম শাহ রুহুল ইসলাম (র:) সুজা মিয়া পীর চাচা ছিলেন সেই সোজা পথের নিবেদিত একজন পথিক। আলহামদুলিল্লাহ। উনার সামগ্রিক কর্মময় জীবনের উপর দৃষ্টিপাত করলে যে কেউ এ সহজ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

হঠাৎ চলে যাওয়া : মৃত্যু আল্লাহ নির্ধারিত অবধারিত ও অনিবার্য আর সব মৃত্যুই হৃদয়ে দুঃখের ঢেউ তোলে। কিছু মৃত্যু হৃদয়কে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়, ক্ষতবিক্ষত করে রক্ত ঝরায় মন কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। প্রিয়জনের এভাবে চলে যাওয়া। একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে কিছুদিন থাকলে নিকটজনেরা খবর পায়, সেবা করে এরপর মৃত্যু হলে মনকে যেভাবে প্রবোধ দেয়া যায়, আকস্মিকভাবে মৃত্যু হলে তা খুবই কষ্টদায়ক হয়। শ্রদ্ধেয় পীর চাচা মোটামুটি সুস্থই ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে সব কাজ করা অবস্থায় মৃত্যুর ৩দিন পূর্বে আলহেরা ইনস্টিটিউটে কমিটির এক বৈঠকে সর্বশেষ আমি একত্রিত হয়েছিলাম। তখন একবারও মনে হয়নি মাত্র ৩দিন পর আমাদের ছেড়ে তিনি একবারে চলে যাবেন। সবার প্রিয়, আত্মার আত্মীয়, ইসলামী আন্দোলনের মূল্যবান সম্পদ শ্রদ্ধেয় পীর চাচার

www.pathagar.com

আকস্মিক ইন্তেকাল আমাদের অন্তরে চরম বিষাদের কালো মেঘে ঢেকে দিয়েছে। তার মৃত্যু আন্দোলনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

অসাধারণ আদর্শ মুমিন : মরহুম শাহ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া (র:) ছিলেন একজন আদর্শ মুমিন, একজন অসাধারণ ভালো মানুষ। এ ধরনের আদর্শ নেতা খুব সহজলভ্য নয়। ১৯৭৬ সনে এস. এস. সি পরীক্ষা দেয়ার পর পরই আমি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে শরিক হওয়ার সুযোগ পাই। এটা ছিল আমার জন্য আল্লাহ পাকের খাস রহমত। কারণ আমি বাম পন্থীদের টার্গেটে ছোট হতেই কচি কাঁচার আসর, পরে খেলা ঘর করতাম। নবম শ্রেণীতে উঠার পর তাদের সাংস্কৃতিক সংগঠনে সক্রিয় হয়ে নাটক করা, কবিতা লেখা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদিতে মগ্ন হয়ে যাই। ইতোমধ্যে বামপন্থীদের অনেক বই-পুস্তক আমাকে পড়ানো হয়। কিন্তু পরীক্ষার পর অবসর সময়ে আমার হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ থেকে ইসলামী বই-পুস্তক অধ্যায়ন করে আন্দোলনে শামিল হলাম। কিছুদিনের মধ্যে এক টি-এস-এ দারসে কুরআন পেশ করেন মুহতারাম পীর চাচা, ঘোষণায় শুধু উনার নাম ও সাংগঠনিক পরিচয় দেয়া হয়। সহজ ভাষা, সাবলীল উপস্থাপনায় উনার দারস শুনার পর আমার খুব ভালো লাগলো। পরে শুনলাম উনি পাকুড়িয়া শরীফের পীরও বটে। আমি কিছুটা অবাক হলাম-এ কেমন পীর! আব্বা-আম্মার নিকট শুনে ও ২/১ টা মাহফিলে দেখে পীর সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল– 'নাদুস-নুদুস মোটা পেটওয়ালা, রাজকীয় পোশাক, খাদেমে ঘেরা, সাধারণের সহজলভ্য নয় চুপচাপ মুড নিয়ে বসে থাকা পীর এরকম হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের -এ পীরতো সে রকম মোটেই না।

প্রোগ্রামের বিরতীতে দেখলাম উনি নীচে এসে সবার সাথে হেসে হেসে কথা বলছেন, পরিচিত হচ্ছেন। আমার নিকট এলে আমি কুণ্ঠিত হয়ে সালাম দিলাম, কিছুটা জড়সড়ো ভাব, উনি আমার হাত ধরে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন, মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করলেন আমার সমস্ত শরীরে পবিত্র শিহরণ বয়ে গেল। সেই শুরু তারপর এ মহান আল্লাহর বান্দার সাথে কিছুদিনের মাঝে আমার সন্তানতুল্য সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। একামতে দ্বীনের কঠিন সংগ্রামে সুখে দুঃখে তিনি ছিলেন আমার ফিলোসফার, গাইডার, অনুপ্রেরণাদানকারী আদর্শ নেতা।

মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল মুহাম্মদ (সা:) প্রদর্শিত বিধান মোতাবেক জীবন যাপন ও ইকামতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনে আমরা অনেকে যেখানে গড়পড়তা বা এভারেজ মান অর্জন করতে পারিনা সেখানে মরহুম পীর চাচা ছিলেন আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য– মানের অধিকারী। পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের যেসব

www.pathagar.com

গুণবৈশিষ্টের কথা আল্লাহ পাক বলেছেন তার সবগুলোই শ্রদ্ধেয় পীর চাচার মাঝে দেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ। এরকম আদর্শ মুমিন হবার সৌভাগ্য কয়জনের হয়? তিনি প্রতিটি কথা ও কাজ রাসূল (সা:)-এর সুন্নত অনুসারে পালন করার আন্তরিক চেষ্টা করতেন। ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র ও যুব কর্মীদের তিনি আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন। তার স্নেহ ভালবাসায় সিক্ত হয়ে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজ করার প্রেরণা পেতাম। তিনি প্রায়ই ছাত্র যুবকদের বলতেন বাবা- তোমরাই আমাদের ভবিষ্যত, আমরাতো এখন যাবার পথে।

সহজ-সরল জীবন যাপন, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব : মরহুমের সহজ সাধারণ জীবন যাপন ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সবাইকে প্রভাবিত করতো। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য, মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ ডিগ্রীধারী, ইসলামী আন্দোলনের একজন অন্যতম শীর্ষ নেতা ও সর্বোপরি একজন গদ্দিনশীন পীর হওয়া সত্ত্বেও তার নিরহংকার, সহজ-সরল, রিয়ামুক্ত জীবন-যাপন একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।

সবাই এমনকি আদর্শিক কারণে বিরোধী ব্যক্তিরাও তার এ সারল্যে ভরা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে সম্মান করতো ভালবাসতো। রংপুর জেলা স্কুল মাঠের বিশাল জানাজায় দলমত নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ এবং রংপুর জেলার সবদলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে তার প্রমাণ মিলে। যে কোন পরিস্থিতিতে তিনি বিস্ময়করভাবে মেজাজের ভারসাম্য ও ধৈর্য্য বজায় রাখতেন। ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-১ আসনে উনার বিজয়কে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য তৎকালীন সরকার কয়েকটি ভোট কেন্দ্রের ব্যালট বাক্সো ডি. সি, অফিসে নিয়ে এসে গণনা করে ইতিপূর্বে ঘোষিত বিজয়ী প্রার্থী পীর চাচাকে ষড়যন্ত্র করে মাত্র ১২৩ ভোটে পরাজিত ঘোষণা করে। তিনি ডি. সি. অফিস ঘেরাও দিয়ে থাকা হাজারো বিক্ষুব্ধ জনতাকে সেদিন ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানিয়ে শান্ত না করলে ভয়াবহ অঘটন ঘটে যেত। উচ্চস্বরে কথা বলা, রাগ, বিরক্তি, তাড়াহুড়া করা এসব তার পবিত্র স্বভাবে ছিলনা।

মহান শিক্ষা গুরু : ছাত্রজীবন শেষে মরহুম পীর চাচা শিক্ষকতা শুরু করেন। রংপুর কলেজ সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছুদিন সুনামের সাথেই শিক্ষকতা করেছেন। পরে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাকুরী ছেড়ে আন্দোলনের শিক্ষক ও নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শুধু রংপুর নয়, এর ফলে বৃহত্তর রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলের আন্দোলন উপকৃত হয়েছে। উনার দারসে কুরআন, দারসে হাদীস ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ছিল সহজবোধ্য ও তথ্যনির্ভর। যা এ অঞ্চলের হাজারো মানুষকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে, আলোকিত করেছে। পাশাপাশি উনি কারোর

www.pathagar.com

কোন বিষয়ে ত্রুটি নজরে এলে ভদ্রভাবে তা শুধরে দিতেন। এতে তাৎক্ষণিক শুধরে নেয়ার সুযোগ পাওয়া যেত। এছাড়া উনার সবকিছুই ছিল শিক্ষণীয়। সফরে যতক্ষণ তার সাথে পথ চলতাম বা প্রোগ্রামে উনার সাথে থাকতাম তার কথা শুনে ও ব্যবহারে মন প্রশান্তিতে ভরে যেত। তার আমল, আখলাক, কথা সবকিছু আল্লাহর মহব্বত ও দ্বীনি চেতনাকে আরো বেগবান করতো। তিনি যে শিক্ষা দিতেন বাস্তব জীবনে অনুসরণও করতেন।

সালামের ব্যাপক চর্চা : রাসূল (সা:) মুসলমানদের সালামের ব্যাপক চর্চা করতে বলেছেন। শ্রদ্ধেয় পীর চাচা এ হাদীসকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। পরিচিতজনরা জানেন উনি সবাইকে প্রথমে সালাম দিতেন। এ নিয়ে আমার ঘটনা একটু বলতে চাই। আমাকে উনি প্রথমে সালাম দেন, আমি চান্স পাচ্ছিলাম না। আমি এজন্য কিছুটা লজ্জিত হতাম। একদিন চাচা সাঈদী সাহেবের মাহফিল উপলক্ষে খোঁজ নেয়ার জন্য মাঠে পিছন ফিরে দাঁড়ানো অবস্থায় আমি চুপি চুপি কাছে গিয়ে পিছন থেকেই সালাম দিলাম। উনি সালামের জবাব দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, এভাবে সুযোগ পাওয়া যায় না, তাই এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি বেয়াদবী হলে মাফ চাই। যেহেতু এ পদ্ধতি ঠিক নয় তাই আগে সালাম দেয়ার 'দূরদর্শন' পদ্ধতি চালু করলাম। অর্থাৎ যখনই দূরে পীর চাচাকে দেখা যেত আমি কালবিলম্ব না করে জোরে সালাম দিতাম। চাচা নিকটবর্তী হয়ে মিষ্টি হাসি সহ বলতেন– খুব চালাক হয়েছো না! তবে প্রায় ক্ষেত্রে উনি এ 'চালাকি' করার সুযোগ আমাকে দিতেন না। উনি সালাম দাতা আর আমি বা আমরা জবাবদাতা হয়েই থাকলাম।

নিজের দিকে তাকাও : সাধারণ Tendency হলো মানুষ নিজের ত্রুটি, দূর্বলতা দেখেনা, দূর করতে চায় না, তবে অন্যের ত্রুটি, দোষ ধরার জন্য সবাই খুব সিরিয়াস। ইসলাম শিক্ষা দেয় আত্মসমালোচনার মাধ্যমে প্রত্যেকে নিজেকে দুর্বলতামুক্ত করতে সচেষ্ট থাকবে– অন্যের দোষ তালাশ নয়। মরহুম পীর চাচা এ নীতিকে বেশ গুরুত্ব দিতেন। বিশেষ করে দায়িত্বশীলদের নিজের দূর্বলতামুক্ত হওয়ার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তিনি প্রায়ই উর্দুতে একটি বাণী বলতেন, 'এ্যায় শেখ, আপনা তরফ দেখ'। অর্থ হে নেতা তোমার নিজের দিকে তাকাও। বাস্তবে তিনি অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা, কথা বলা পছন্দ করতেন না।

আরো কিছু কথা : মরহুম চাচার আদর্শ জীবনের সবদিক আমার পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব নয়, ঠিকও নয়। আশা করছি অন্য কারো দ্বারা উনার জীবনের শিক্ষনীয় অন্য দিকগুলো আলোচিত হবে। উনি হক্কুল্লার পাশাপাশি 'হক্কুল ইবাদ' সম্পর্কে

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালনে সচেতন ছিলেন। সমাজ কল্যাণ ও শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে উনি অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। রংপুর তথা পার্শ্ববর্তী জেলার ইয়াতিম খানা, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ সহ অনেক প্রতিষ্ঠান সরাসরি তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কষ্ট করে হলেও মূল্যবান ভূমিকা রেখে গেছেন। তিনি একজন আদর্শ পিতা ও পরিবার প্রধান হিসাবে তার পরিবারকে আদর্শ ইসলামী পরিবার হিসাবে গড়ে তুলেছেন। তার সন্তানদের প্রায় সবাই আন্দোলনে সক্রিয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় চাচি মরহুমের স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে জেলা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন বয়সও অসুস্থতা হেতু সে দায়িত্ব না থাকলেও সাধ্যমত দ্বীনি কাজে ভূমিকা রাখছেন। মহান আল্লাহ পাক উনাকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। উনাদের চার জামাতা সবাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং আন্দোলনের সামনের কাতারের সৈনিক। এ ধরনের পরিবার সবার কাম্য।

মরহুম পীর চাচা ছিলেন আমাদের জন্য বটবৃক্ষ তুল্য। সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কোন সমস্যা হলে বা বিশেষ প্রয়োজনে আমরা দ্বারস্থ হতাম তার, উনি কখনও আমাদের হতাশ করতেন না। পরামর্শ দিয়ে বা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে আমাদের পাশে দাঁড়াতেন। সেই বটবৃক্ষ, সেই দরদি অভিভবাক আজ নেই, ভাবতেই হৃদয়টা শূন্যতায় ভরে যায়। এখানে আমি দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে চাই রংপুর অঞ্চলে 'ইকামতে দ্বীনের' অগ্রপথিক, যাদের ত্যাগ, কুরবানি আর প্রচেষ্টা আন্দোলন আজ একটা মজবুত ভিত্তির উপর আল্লাহর রহমতে দাঁড়িয়েছে– সেই উজ্জ্বল মানুষ, আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরব্বীরা, একে একে প্রায় সবাই বিদায় নিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখ্য সাবেক বৃহত্তর রংপুর জেলা আমীর মাওলানা আব্দুল গফুর, সাবেক জেলা নায়েবে আমীর নজরুল চাচা, জবান উদ্দিন এম,পি, খায়রুল হক সোনা চাচা, সর্বশেষ মরহুম শাহ্ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া (র:)। আমি সবার পরিবারের প্রতি শোক-সমবেদনা প্রকাশ করছি। আর মহান আল্লাহ পাকের দরবারে একান্তভাবে ফরিয়াদ করছি তিনি মরহুম পীর চাচাসহ উক্ত দায়িত্বশীলদের সব নেক আমল কবুল করে, তাদের সব ত্রুটি, গোনাহ মাফ করে জান্নাতুল ফেরদৌসে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে দ্বীন কায়েমের পথে আমাদের সবাইকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার তৌফিক দিন।

লেখক : জেলা আমীর, রংপুর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

www.pathagar.com

প্রিন্সিপাল রুহুল ইসলাম (পীর সাহেব) আমাদের প্রেরণা

অধ্যাপক রুহুল কুদ্দুস

বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কুরবানীর বিনিময়ে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আল্লাহর বহু সৈনিক এ জন্যে ঢেলে দিয়েছেন বুকের বহু তাজা রক্ত। তিলে তিলে উৎসর্গ করেছেন নিজেদের জীবন। ধন-সম্পদের মোহ, দুনিয়ার সুখ-সাচ্ছন্দ পরিহার করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শামিল হয়েছেন। এমনি একজন নিবেদিত প্রাণ মর্দে মুজাহিদ হলেন প্রিন্সিপাল শাহ রুহুল ইসলাম পীর সাহেব। তাঁর পুরোনাম রুহুল ইসলাম শাহ মুহাম্মদ সুজাউল হক কিরমানী।

পারিবারিক পরিচিতি : প্রিন্সিপাল শাহ রুহুল ইসলাম পীর সাহেবের জন্ম রংপুর জেলা গংগাচড়া উপজেলার পাকুড়িয়া শরীফ গ্রামে। দেড়শত বছর পূর্বে তাঁর পূর্ব পুরুষ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সূদুর ইরানের খোরাসান থেকে এখানে এসে বসবাস করেন। পীর সাহেবের পিতার নাম মাওলানা সৈয়দ আফজালুল হক। দাদা মাওলানা সৈয়দ কছিমউদ্দিন। তিনিও একজন পীর ও বড় আলেমে দ্বীন ছিলেন। দাদার বাবা মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদও একজন আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই খোরাসান থেকে ইসলামের আলো জ্বালাতে রংপুরে এসেছিলেন। তাঁর নানার নাম মাওলানা রিয়াজ উদ্দিন এবং মামারা সবাই প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন।

জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা : পীর রুহুল ইসলাম ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয় বাড়িতেই। তাঁর জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা সবই ইসলামী পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। বাবা শুধু আলেমে দ্বীনই ছিলেন না, তিনি অত্র অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। মাওলানা আফজালুল হক নোয়াখালীর উস্তাদের কাছে কুরআন-হাদিসের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং ছেলেদের শিক্ষার জন্য বাড়িতে আলেমদের থাকার ব্যবস্থা করেন। তাই মরহুম পীর সাহেব রুহুল ইসলামও কুরআন-হাদিসের প্রাথমিক শিক্ষা নোয়াখালীর আলেমদের কাছই থেকে হাসিল করেন।

www.pathagar.com

শিক্ষা জীবন : রুহুল ইসলাম পীর সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর পিতার প্রতিষ্ঠিত পাকুড়িয়া শরীফ জুনিয়র মাদ্‌রাসায় ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি ভর্তি হন রংপুর কেরামতিয়া হাই মাদ্‌রাসায়। অল্প সময় পর তিনি চলে যান রাজশাহী হাই মাদ্‌রাসায়। সেখান থেকে তিনি ১৯৪৭ সালে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। মেট্রিক পাশের পর ভর্তি হন হুগলী ইসলামিয়া ইন্টারমেডিয়েট কলেজে। কিন্তু শাহ রুহুল ইসলাম চেয়েছিলেন রাজশাহী সরকারী কলেজে ভর্তি হতে। তাঁর পিতা রাজি না হওয়ায় অবশেষে তিনি ভর্তি হলেন রংপুর কারমাইকেল কলেজে। কারমাইকেল কলেজ থেকে আই, এ এবং বি, এ পাশ করেন। এ সময় তিনি পরিচিত হন বিশ্বনন্দিত ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার, ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযমের সঙ্গে। অধ্যাপক গোলাম আযমই তাঁকে পরিচিত করান ইসলামের বিপ্লবী ভাবধারা তথা মাওলানা মওদূদীর (রহঃ) সাহিত্যের সাথে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আরবী সাহিত্যে এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। ইংরেজীতে তিনি এম,এ পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবা তাঁকে অনুমতি দেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ফজলুল হক হলে থাকতেন। এ সময় মাওলানা মওদূদীর (রহঃ) সাহিত্য ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন।

জামায়াতে যোগদান : ১৯৫৪ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রাদেশিক আমীর চৌধুরী আলী আহমদ খাঁনের মাধ্যমে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হওয়ার পর তিনি সামনে এগিয়েছেন শুধু। তাঁর জীবনে কোন পিছুটান ছিল না।

কর্মজীবন : ছাত্র জীবনের সফল সমাপ্তির পর তিনি যোগদান করেন পাকুড়িয়া শরীফ হাই মাদ্‌রাসার সুপার হিসেবে। একই সাথে রংপুর নাইট কলেজে আরবী ও ইসলামিয়াতের খন্ডকালিন শিক্ষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে তিনি রংপুর নাইট কলেজে ফুল টাইম শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। উল্লেখ্য ঐ সময়ের রংপুর নাইট কলেজ বর্তমানে রংপুর সরকারী কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১৯৬৭ সালে তিনি পাকুড়িয়া শরীফ কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ঐ কলেজে প্রিন্সিপালের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুজিব সরকারের আমলে তিনি জেলে যান। জেল থেকে মুক্তির পর পুনরায় তিনি পাকুড়িয়া শরীফ কলেজে যোগদান করেন। কলেজটি কয়েক বছর বন্ধ থাকে। তাঁর প্রচেষ্টায় পাকুড়িয়া কলেজ পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

কারাগারে তিনি : আইয়ুব খাঁনের শাসনামলে তিনি একবার জেলে গিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী মুজিব সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। দীর্ঘ সাড়ে উনিশ মাস জেলে থাকার পর মুক্তি লাভ করেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ : মরহুম পীর সাহেব জামায়াতের পক্ষ থেকে আইয়ুব আমলে, পরে ১৯৭০ সালে প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এসময় গংগাচড়া, পীরগাছা ও কাউনিয়া নিয়ে ছিল তাঁর নির্বাচনী এলাকা। এরপর ১৯৮৬, '৯১ ও '৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। এসময় গংগাচড়া ও সদর-আংশিক নিয়ে ছিল তাঁর নির্বাচনী এলাকা। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তার এ বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

সাংগঠনিক জীবন : পীর সাহেব বৃহত্তর রংপুর জামায়াতে ইসলামীর কাজের অগ্রসৈনিক। বৃহত্তর রংপুর জেলা জামায়াতের কার্যক্রম জোরদার ও সমপ্রসারিত করার ব্যাপারে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক উন্নতি-অগ্রগতির তিনি ছিলেন অন্যতম রূপকার।

তিনি সাংগঠনিক জীবনে রংপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী, নায়েবে আমীর ও জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম অঞ্চলের তদারককারী, বৃহত্তর রংপুর ও দিনজাপুর অঞ্চলের সহকারী পরিচালক, কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন।

আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানাদি : ব্যক্তি জীবনে তিনি অধ্যাপক গোলাম আযমের ভায়রা ভাই ও ছাত্র, জামায়াতের অন্যতম নায়েবে আমীর মরহুম শামসুর রহমান সাহেবের বেয়াই। শাহ সাহেবের বিয়ে হয়েছে ইসলামী পরিবারে। তাঁর স্ত্রীর নাম সৈয়দা মুহছিনা খাতুন। তিনিও একজন আলেম। তিনি রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম অঞ্চলের মহিলা জামায়াতের সহকারী আঞ্চলিক দায়িত্বশীলা ছিলেন। সৈয়দা মুহছিনা অত্র অঞ্চলে পীরচাচী হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে পীরচাচী রংপুর জেলা মহিলা জামায়াতের রুকন ও জেলা কর্মপরিষদ সদস্যা। তাঁর ৪ মেয়ে ও ২ ছেলে। জামাই ৪ জনই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। তাঁর বড় তিন মেয়ে ও দুই জামাই জামায়াতের রুকন। ছোট মেয়ে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সদস্যা ছিলেন। তিন জামাই শিবিরের সদস্য ছিলেন। ছেলেরাও ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত।

ব্যক্তিগত বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্য : মরহুম পীর সাহেব অসংখ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, ব্যক্তিগত জীবনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইসলামের বিধি-বিধান অনুশীলন

www.pathagar.com

করার অনুপম নজির তিনি স্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণাঢ্য দীর্ঘ জীবনে ইসলামের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও পারিবারিক ইত্যাদি দিকগুলো সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তিনি একজন সফল আধ্যাত্মিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, সফল রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আদর্শ পীর ও বিশিষ্ট সমাজসেবক।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী, সরল-সহজ জীবন-যাপনে তিনি অভ্যস্ত। নিষ্কুলষ চরিত্রের অধিকারী। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক উদার ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সহজ সরল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও অমায়িক মধুর ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করত। তিনি ছোট বড় সবাইকে সবার আগে সালাম দিতেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। সর্বদাই অজু অবস্থায় থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অতিথিপরায়ণতা ও পরোপকারিতা তার চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে তিনি ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে বহুবার ছুটে গেছেন।

জামায়াতের অফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন এমনকি অফিসের লেট্রিন ও ড্রেন অনেক সময় নিজে পরিষ্কার করেছেন। তিনি অত্যন্ত নিরহংকারী ও ও বিনয়ী ছিলেন।

পীর সাহেব কখনো হতাশ হতেন না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ছিল তাঁর প্রবল। বিপদে আপদেও কখনো তিনি মুষড়ে পড়েননি। তিনি কঠোর পরিশ্রম প্রিয়। ইকামতে দ্বীনের তথা জামায়াতে ইসলামীর ফান্ড সংগ্রহে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখেছেন।

উত্তরবঙ্গের ষাটোর্ধ সকলের তিনি পীর ভাই ও বাকীদের পীরচাচা। তিনি রংপুর অঞ্চলের জামায়াতে ইসলামীর কাজের অগ্রসেনানী ও অভিভাবক। জাহিলাতের পথ পেরিয়ে আল্লাহর নিকট ছুটে চলার জন্য তিনি সর্বদা নেতা কর্মীদের প্রেরণা জুগিয়েছেন।

তিনি মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে দ্বীনের দাওয়াতী কাজ করেছেন। তিস্তার চরে ও পল্লীর ঘরে ঘরে গিয়েও তিনি ইকামতে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। রংপুর শহরে বিভিন্ন পাড়ায়, মহুল্লায় অসংখ্য দাওয়াতী গ্রুপে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মরহুম পীর সাহেব বাংলার সবুজ শ্যামল শহীদি রক্তস্নাত জমিনে আল্লাহর রাজ কায়েমের স্বপ্ন দেখতেন। এ লক্ষ্যে তিনি ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী ছাত্রশিবির, ছাত্রী অঙ্গনে ইসলামী ছাত্রীসংস্থা, মহিলা অঙ্গনে মহিলা জামায়াত, শ্রমিক অঙ্গনে শ্রমিক

www.pathagar.com

কল্যাণ ফেডারেশন তথা প্রতিটি অঙ্গনে ইকামতে দ্বীনের কাজ মজবুতভাবে করার জন্য সর্বদা উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন।

রংপুর অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াহ ও ইকামতে দ্বীনের কাজের উন্নতি-অগ্রগতি, শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে তিনি যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন, সে জন্য সকলের নিকট তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পীর সাহেবের অবদান বা কৃতিত্ব : পীর সাহেব একজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও শিক্ষানুরাগী মানুষ ছিলেন। নিজের বাড়িতে তিনি গড়ে তুলেছেন এক বিরাট শিক্ষা কমপ্লেক্স। তার বাড়িতে আছে ফাজিল মাদ্‌রাসা, হাইস্কুল, হেফজখানা, ইয়াতীমখানা, গার্লস প্রাইমারী স্কুল, বয়েস প্রাইমারী স্কুল ও কওমী মাদ্‌রাসা। তিনি রংপুর আল-আমীন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। গংগাচড়া আল-ইসলাম ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। আল-আমীন ইয়াতীমখানা, রংপুর ও আল-হেরা ইনস্টিটিউট, রংপুরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তাঁর বাড়ির অদূরে পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ তিনি পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বহু মসজিদ, মাদ্‌রাসা নির্মাণে উদ্যোগী ভূমিকা রেখেছেন, তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক।

পিতা-মাতা, শ্বশুরের খান্দান, নানা, মামা সবার কাছ থেকেই তিনি দ্বীনের পথে চলার উৎসাহ পেয়েছেন। তাঁর নানা মাওলানা রিয়াজ উদ্দিন মরহুম আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ:)-কে 'সুলতানুল কলম" বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তথা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজে তিনি অসংখ্য দুঃখ, কষ্ট, জেল, জুলুম ও অভাব-অনটন নিরবে সহ্য করেছেন। জামায়াতে ইসলামী না করে পীর হিসেবে গদীতে বসে থাকলে বিপুল সম্পদের মালিক হতে পারতেন। কিন্তু জামায়াতে এসে যে অবস্থায় ছিলেন, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট। পীরানী নরম তুলতুলে গদির চেয়ে ইসলামী আন্দোলনের বন্ধুর পথকেই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। তিনি ভোগে নয়, ত্যাগে বিশ্বাসী ছিলেন।

তিনি মনে করতেন জামায়াতের দাওয়াতী কাজ খুব কম হচ্ছে। জামায়াত বৈঠক সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। তিনি বলতেন দাওয়াতী কাজ ব্যাপক করতে হবে এবং সমাজসেবামূলক কাজের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন জামায়াতের গণভিত্তি থাকলে কারো লেজুড়বৃত্তি করতে হবেনা। তিনি হাদিস শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, রাসূল (সা:) বলেন, "খাইরুন্ নাসে মান ইয়ান ফায়ুন্ নাস" অর্থ– মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যিনি মানুষের উপকার

www.pathagar.com

করেন। তিনি আগামী দিনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় দাওয়াতী তৎপরতা এবং খেদমতে খাল্‌কের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের পরামর্শ দান করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, জামায়াতের বিভিন্ন স্থানের দায়িত্বশীলগণ যদি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রসর হন, তাহলে জামায়াতে ইসলামী খুবই লাভবান হবে।

তিনি বিভিন্ন শিক্ষাশিবির ও শিক্ষাবৈঠকে প্রায়ই নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলতেন, "শেখ আপনা তরফ দ্যাখ" অর্থ: নেতা নিজের দিকে তাকাও। অন্যের দোষত্রুটির সমালোচনা না করে নিজের দিকে নজর দাও। আত্মপর্যালোচনা কর। আত্মসংশোধন কর। অন্যের গীবত করতে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্যে তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং নিজেও আজীবন সাধনা করে গেছেন।

ইন্তিকাল : পীর সাহেব ৭৯ বৎসর বয়সে ২০০৮ সালের ১৮ মে, শনিবার ভোর ৪.৪০ মিনিটে ঢাকায় মেয়ের বাসায় ফজর নামায পড়ার পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

জানাজা : মরহুম পীর সাহেবের নামাযে জানাজা মোট ৪ বার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জানাজার নামায পীর সাহেবের অসিয়ত অনুযায়ী সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম পড়ান। দ্বিতীয় জানাজার নামায ১৮ মে বাদজোহর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় জানাজার নামায ১৯ মে সোমবার সকাল ৯টায় রংপুর জেলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এ জানাজায় ইমামতি করেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। ৪র্থ ও শেষ জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ মাঠে। পীর সাহেবের বড় ছেলে মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ফজলে রাব্বী জানাজায় ইমামতি করেন।

দাফন: রংপুরের পাকুড়িয়া শরীফ পীরবাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে ১৯ মে সোমবার বাদজোহর দাফন সুসম্পন্ন হয়।

সকল জানাজায় বিশেষ করে পাকুড়িয়া শরীফের জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাজার হাজার ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী, ভক্ত, মুরিদসহ সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হতে থাকলে স্থানীয় কলেজ মাঠ উপচিয়ে পার্শ্ববর্তী ফসলী জমিও সড়ক জনসমুদ্রে পরিণত হয়। তিল ধরনের ঠাঁই ছিল না কোথাও।

লেখক : প্রচার সেক্রেটারী, রংপুর জেলা শাখা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, কাউনিয়া ডিগ্রী কলেজ, রংপুর।

www.pathagar.com

তাঁর সাথে জীবনের কিছু সোনালী সময়

মুহাম্মদ আবদুল গণী

ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনের সূচনাকারী এবং আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য নিজের জীবনকে যিনি অকাতরে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করে সর্বস্তরের জনগণের কাছে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন সেই মহান পুরুষ মরহুম অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর সাহেবের সঙ্গে আমার জীবনের কিছু সোনালী সময় ব্যয় করার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁরই কিছু স্মৃতি আমার এ লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর পবিত্র জীবন থেকে আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো এবং আমাদের জীবনকেও ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত করতে প্রয়াস পাবো।

তিনি ছিলেন শিরক ও বিদায়াতমুক্ত খ্যাতনামা পীর বংশের সন্তান। তাঁর পূর্ব পুরুষ ইরানের খোরাশান থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন এবং অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করতে করতে বর্তমান গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তিস্তা নদীর তীরে বেলকা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। পরে ইসলাম প্রচারের মহান উদ্দেশ্যেই রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার মন্থনায় এবং সর্বশেষে একই উপজেলার পাকুড়িয়া শরীফে মানাস নদী তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে বসতি স্থাপন করেন।

তিনি নিজেই বলেছেন শৈশবেই তাঁর স্নেহময়ী মাকে হারান এবং তাঁর আপন খালাকে নতুন মা হিসেবে পান। কিন্তু পীর সাহেব হুজুর এবং একমাত্র সহোদর ভাই মরহুম শাহ জোনায়েদ নতুন মাকে নিজের মায়ের মতই সম্মান করতেন এবং আদর যত্নও পেতেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো আমরা যারা তাঁকে খুব কাছে থেকে জানতাম তারাও জানতাম না যে নতুন মা তাঁর আপন মা নন। অনেকে কাছে থেকে জানার সুযোগ হয়েছে যে, তিনি বাকী তিন ভাই এবং এক বোনের সঙ্গে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক সারা জীবন বজায় রেখে গেছেন। মরহুম পীর সাহেবের একমাত্র সহোদর ভাই শাহ জোনায়েদ সাহেবের ইন্তেকালের সময় আমার রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর শয্যাপাশে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে বলেছিলেন, "বাবা আবদুল গণী, তোমার পীর সাহেব

www.pathagar.com

চাচা সারা জীবন যেভাবে আমাকে স্নেহে যত্নে মানুষ করেছেন তাঁর বিনিময়ে তাঁকে শুধু কষ্টই দিয়েছি কিন্তু কখনই তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হই নাই। আজ অন্তিম সময়ে মনে হচ্ছে আমার দেহ হতে চামড়া দিয়ে তাঁর জুতো তৈরী করে দিলেও সে ঋণ পরিশোধ হবার মতো নয়।"

পীর সাহেব হুজুর তাঁর খান্দানের অন্যান্য সদস্যদেরকে ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য হিক্‌মতের সাথে আহ্বান জানাতেন এবং হুশিয়ারীর সঙ্গে বলতেন আমাদের পূর্ব পুরুষ ইসলাম প্রচারের মহান উদ্দেশ্যেই এ দেশে এসেছেন সে কাজ না করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী অথচ অত্যন্ত সহজ সরল বুদ্ধিমান আত্ম মর্যাদাশীল মানুষ। তাঁর জীবনাচরণে তার সম্পর্কে বহি:প্রকাশ ঘটেছে এবং তিনি প্রায়ই বলতেন সহজ সরল মুসলমানরাই সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর এই সহজ সরল জীবন যাপনের কারণে মানুষকে খুব আপন করে নিতে পারতেন খুব সহজেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ পাশ করার পর তিনি রংপুর কলেজে আরবী বিভাগের প্রধান হিসেবে অধ্যাপনা করেছেন এবং তাঁর পিতার নির্দেশে পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ স্থাপন করে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন তবে স্বাধীনতার পর কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে তিনি আর কোনো পেশা অবলম্বন না করলেও সারা জীবন শিক্ষক হিসেবে ইসলামী আন্দোলনে এবং গদীনশীন পীর হিসেবে তাঁর সুতীক্ষ্ম মেধা ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের কাজে অকাতরে ব্যয় করেছেন। ফলে তাঁকে দেখতাম যে, তিনি বাকী জীবন অর্থ কষ্টে কাটালেও বিশাল মনের অধিকারী মনের ঐশ্বর্য্যেই ঐশ্চর্য্যবান ছিলেন। তাঁর কাছে টাকা পয়সা থাকলে যতক্ষণ না দান করতে পারতেন ততক্ষণ তৃপ্তি পেতেন না। জামায়াতের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি প্রকৃত অর্থে সমাজ সেবকের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আল-আমীন ট্রাস্টের তিনি আমরণ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। আল-হেরা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আমরণ সভাপতি ছিলেন এবং আমি ছিলাম প্রিন্সিপ্যাল। আল-আমীন ইয়াতিম খানার তিনি সভাপতি ছিলেন। গংগাচড়ায় আল-ইসলাম ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমরণ সভাপতি ছিলেন এবং আমাকে সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করতে হতো। এমনিভাবে তাঁর মরহুম দাদার নামে কছিমিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত ফাজিল মাদ্‌রাসা, হাইস্কুল, প্রাইমারী স্কুল, ইয়াতিমখানা সহ বাড়ির সব প্রতিষ্ঠানেরও ছিলেন আমরণ সভাপতি।

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের কাছে বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের কাছে আপন হ'বার জন্য তিনি অত্যন্ত কম এবং সাধারণ আহার গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের কাজে দরিদ্র সমাজে গেলে কেউ তাঁকে নাস্তা খেতে বললে তিনি বলতেন, "আমাকে চাল ভেজে দাও, আর তার সাথে খাঁটি সরিষার তেল, পিঁয়াজ, মরিচ ও আদা মেখে দাও– আমি এটা খুব পছন্দ করি।" আর কোথাও খেতে হলে তিনি সবার চেয়ে কম খাওয়ার চেষ্টা করতেন। সব্জি খেতে পছন্দ করতেন। মাছ-গোশ্ত হলে শুধু এক পদের ২/১ টুকরার বেশী খেতেন না। নিজে কম খেয়ে অন্যেরা যাতে ভালভাবে খেতে পায় সে ব্যাপারে আগ্রহের সাথে খোঁজ নিতেন।

তাঁকে দেখেছি তিনি একবার আহার করলে আর দ্বিতীয়বার খেতেন না। সকালে খেলে একদম রাতে খেতেন। ইন্তিকালের কয়েকদিন আগে তাঁর সাথে আল-হেরার একটি বৈঠকে সকাল ১১টায় মিলিত হই এবং বিকেল ৩ টায় গংগাচড়ায় আল-ইসলাম ট্রাস্টের একটি বৈঠকে দু'জনেরই উপস্থিত হবার কথা। এ জন্যে দুপুরে দু'জনেই আমার বাসায় আসি। আমি মনে মনে আশা করছিলাম যে, দু'জনে এক সঙ্গেই দুপুরের খাবার আমার বাসায় খাব। কিন্তু উনি এসেই আমাকে বললেন, "বাবা আবদুল গণী, তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও আমি এই সুযোগে একটু আরাম করি।" আমি খাওয়ার জন্য অনুরোধ করায় তিনি বললেন, "আমি বাসায় খেয়েই বেরিয়েছি।" আমি জানি উনি একবার না বললে আর খান না। তাই আমি আর জোর না করে খেয়ে নিলাম। আর উনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলেন। প্রোগ্রামে যাবার সময় হলে উনাকে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে উঠলেন এবং স্নেহের সুরে বললেন, "তুমি ভাত খেলে আর আমাকে কিছুই খাওয়াবে না।" আমি বললাম চাচা গরম দুধ আছে বলে উনাকে একটা বড় মগে গরম দুধ আর উনার প্রিয় খৈ খেতে দেই। উনি শিশুর মত গরম দুধে খৈ চামুচ দিয়ে তৃপ্তির সাথে খেয়ে শোকরিয়া জানালেন। হায়! যদি জানতাম আমার বাসায় এটাই তার শেষ খাওয়া।

আমার মরহুম আব্বাও জামায়াতের লোক হওয়ায় এবং পীর সাহেব চাচাদের পরিবারের ভক্ত হ'বার কারণে মরহুম পীর সাহেব চাচা তাঁর আব্বার সাথে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন, ফলে আমার শিশুকাল থেকেই তাঁর স্নেহধন্য হ'বার বিরল সৌভাগ্য হয়েছিল।

ছাত্র জীবনেও ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সদস্য হ'বার কারণে পুত্রবত আমাকে স্নেহ করতেন। খুবই আফসোসের সাথে উল্লেখ করতে হয় আমার আব্বার

www.pathagar.com

ইন্তিকালের পর উনাকে একাধিকবার বলেছিলাম, 'আব্বাতো নেই এখন আপনিই আমার আব্বার মতো অভিভাবক।" বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই আমৃত্যু তিনি তাঁর অনুপম স্নেহ দ্বারা আমাকে সিক্ত করেছেন। ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে তিনি পিতৃতুল্য সংশোধনের হাত প্রসারিত করতেন। মনে পড়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করে কক্সবাজারে অধ্যাপনা শুরু করি। আমাদের বাড়ি একই উপজেলায় হ'বার কারণে ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে তিনি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে দাবী নিয়ে বলেছিলেন তুমি রংপুরে না এলে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। আমিও তাঁর কথার প্রতি পূর্ণ সম্মান দিয়ে রংপুরে চলে আসি এবং ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ কর্মী হয়ে ১৯৮৬-২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত রংপুর-১ আসনের নির্বাচন পরিচালক ও প্রধান নির্বাচনী এজেন্টের দায়িত্ব পালন করি। '৮৬-এর নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করলেও স্বৈরাচারী এরশাদ ফলাফল ডাকাতি করে তাঁকে পরাজিত করেন।

নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে জামায়াত আমাকে নমিনি ঘোষণা করলে আমি হতবাক হয়ে যাই- কারণ পীর সাহেব চাচা বেঁচে থাকতে এ আসনে অন্য কেউ নমিনি হবে এটা ছিল কল্পনারও বাইরে কিন্তু পীর সাহেব চাচার মধ্যে এতটুকু প্রতিক্রিয়া কেউ দেখতে পায় নাই। বরং তিনি জনসভাগুলোতে এবং ভোটারদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে বলতেন যাঁরা এতদিন ইসলামের জন্য আমাকে ভোট দিয়েছেন তাঁরা অধ্যক্ষ আবদুল গণীকে আরও বেশী করে ভোট দিবেন। না হলে আমি আল্লাহর কাছে দায়ী হবো। এরকমই তিনি ছিলেন সংগঠনের প্রতি লোভহীন পূর্ণ আনুগত্যকারী।

ইসলামী আন্দোলনের জন্য তাঁকে দেখেছি মহান ত্যাগী আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে। পীর খান্দানের মানুষ হয়েও তিনি বৃষ্টি কিংবা তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালন করেছেন। রংপুর জেলা আমীর হতে তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। সবাই মনে করতাম যে মনে হয় আমাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। কেউ কোনো অপরাধ করলে তিনি ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই মাফ করে দিতেন।

গদীনশীন পীর সাহেব হিসেবে মুরিদ বানাতে গিয়ে আমি নিজেই দেখেছি জামায়াতের শপথ বাক্যের মতো শপথ করায়ে তিনি মুরিদ বানাতেন এবং এ উপলক্ষে কোনো টাকা পয়সা পেলে সঙ্গে সঙ্গেই গরীব মুরিদদের মধ্যে দান করে পরম তৃপ্ত হতেন। শিরক বিদায়াতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিলনা। কখনও

www.pathagar.com

কোনো মুরিদকে কদমবুঁচি করতে দিতেন না। ইছালে ছওয়াবের অনুষ্ঠানকে তিনি ইসলামী জলসায় পরিণত করতেন।

আন্দোলনের দায়িত্ব পালনের সময় অনেক সময় একই কক্ষে রাত যাপনের সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখেছি কাউকে কষ্ট না দিয়ে তিনি গভীর রাতে ওঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন এবং তিনি নিয়মিতই এ নামায আদায় করতেন বলে মনে হতো। সব সময় অজুতে থাকতে পছন্দ করতেন এবং সুযোগ পেলেই নফল নামায আদায় করতেন।

আজ তিনি নেই। আমরা প্রায়ই তাঁর অভাব অনুভব করি। আমরা যেন তাঁর অনুপম আদর্শ অনুকরণ করে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি তাহলেই সার্থক হবে এ মহান উদ্যোগ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর নেক আমলসমূহ কবুল করে তাঁকে জান্নাতের উচ্চস্থান দান করুন। আমিন!

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর সাহেবকে যেমন দেখেছি

আ ন ম কবির উদ্দিন মিঠু

আধ্যাত্মিকতায় উজ্জীবিত প্রকৃত কামেল বলতে যা বুঝায় ঠিক তেমনি অসাধারণ মানুষ ছিলেন তিনি। কেন আমি তাঁকে প্রকৃত কামেল মানুষ বলছি।

এর আগে আমি কামেলিয়াত সম্পর্কে দু'টি কথা তুলে ধরতে চাই। প্রকৃতপক্ষে এ বস্তুজগতের প্রবঞ্চনামূলক বৈচিত্র্যের মধ্যে অবস্থান করে তাওহীদের নিগূঢ়তত্ত্ব অনুধাবনের চেয়ে বড় কাশফ আর কিছুই নেই। শয়তান এবং তার চেলা-চামুন্ডাদের ক্রমাগত প্রলোভন ও ভয়ভীতির মুকাবিলায় সরল-সত্য পথে মজবুতভাবে কায়েম থাকা অপেক্ষা বড় কারামত আর কিছুই হতে পারে না।

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে এ সহজ সরল পন্থা অনুসরণেরই নির্দেশ দান করেছে। নিষ্ঠার সাথে এর অনুশীলন করলে কঠোর সাধনা, তপস্যা কিংবা মোরাকাবা ছাড়াই আপনি নিজ গৃহে স্ত্রী পুত্রাদির সাথে অবস্থান করে এবং সমস্ত সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেই আল্লাহ তা'আলার সাথে সংযোগ সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন।

এটা অনুভব করার জন্য স্বপ্নযোগে 'সু-সমাচার প্রাপ্ত' অথবা কাশফ ও কারামত জাহির করার প্রয়োজন নেই, কিংবা অন্ধকার কুঠরির মধ্যে বসে আলোক প্রাপ্তির অপেক্ষা করার কোন আবশ্যক নেই। এ সম্পর্কে পরিমাপ করার ব্যবস্থা তো আল্লাহ আ'য়ালা প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে করেই রেখেছেন। আপনি জাগ্রত অবস্থায় এবং দিনের বেলায়ই তা পরিমাপ করে দেখতে পারেন।

(তথ্য সূত্রঃ হেদায়ত-সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী)

ভূমিকায় উপরের কথাগুলোর আলোকে একজন পীর বা কামেল বান্দার প্রকৃত চারিত্রিক পরিচয় ফুটে ওঠে। ঠিক এমন একজন মানুষ ছিলেন উত্তরাঞ্চলের অহংকার সুফি সাধক পীর-এ কামেল অধ্যক্ষ শাহ্ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর সাহেব। পীর হিসাবে গদিনশীন হয়ে অনায়াসে দুনিয়ার সকল আরাম আয়েশ সুখ ভোগ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি প্রচলিত ধারার পীরের থেকে ছিলেন ব্যতিক্রম। শিরক মুক্ত জীবন ধারা তাঁর ছিল অন্যতম ভূষণ। বেদায়াত থেকে অনেক দূরে তাঁর পীরত্বের অবস্থান।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত জীবনে অনেকটা সাদামাটা জীবন ধারণ করতেন তিনি। দুনিয়ার মোহ আর দুনিয়ার চাকচিক্য তাঁকে আকর্ষণ করতে পারতো না। তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁর সানিধ্যে থেকে দ্বীনের কিছু সহজ পাঠ আমার গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে যা এখনও আমাকে প্রেরণা যোগায় এ পথে চলতে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার আধ্যাত্মিক গুরুও বটে।

অনেক ছোট থেকেই তিনি আমার পরিচিত ব্যক্তিত্ব। '৮৬ নির্বাচনে আমি অনেক ছোট তখন তাঁকে আরও বেশি চেনার ও জানার সুযোগ হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের সময় আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সংগঠনের সিদ্ধান্তের কারণে নির্বাচনের এক মাস আগে নির্বাচনি এলাকায় যাই ক্যাম্পিং করার জন্য। আমার সাথে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রংপুরের প্রায় ২৫ জন ছাত্র ভাই। আমরা সিদ্ধান্তের আলোকে রংপুর-১ আসনে চলে যাই। ওই আসনে জামায়াত নমিনি ছিলেন অধ্যক্ষ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর সাহেব। (যিনি নিজেকে প্রার্থী বলা অনেক অপছন্দ করতেন)। সৌভাগ্যক্রমে আমার দায়িত্ব পড়লো পীর সাহেবের অর্থাৎ নমিনির নিজ বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে অবস্থান করে পার্শ্ববর্তী তিনটি ইউনিয়নে ভোট ক্যাম্পিং এর। বড় কঠিন দায়িত্ব। নমিনির বাড়িতে থাকার সুসংবাদে আনন্দে হৃদয় পুলকিত অন্যদিকে দায়িত্বের প্রেসার অনুভব করছিলাম। প্রথম দিকে তাঁর সামনে দাঁড়াতে খুবই ভয় পেতাম। সামনে যাওয়ার আগে মনে মনে দোয়া পড়ে নিতাম। একদিন দেখি উনি কেমন করে যেন তা টের পেয়ে গেলেন।

প্রতিদিন আমাদের কার্যক্রম শুরু হতো নমিনির মরহুম পিতা কছিম উদ্দিন পীর সাহেবের কবর জেয়ারত করার মধ্য দিয়ে। সকালের নাস্তা এক সঙ্গে খেয়ে বের হতাম। দাদা গাড়িতে করে ক্যাম্পিং এলাকায় নামিয়ে দিয়ে চলে যেতেন। সারা দিন চলতো ক্যাম্পিং। দুপুরের খাবার ক্যাম্পিং এলাকার মানুষ নিজেরা স্বপ্রনোদিত হয়ে ব্যবস্থা করতো। কোনদিন এমন প্রতিযোগিতা হতো যে, কে আমাদের খাওয়াবে এমন হলে আমরা ভাগ করে নিতাম কে কোন বাড়িতে খাবে। আহা কী অকৃত্রিমতা। মানুষের ভালোবাসা! বিশেষ করে মহিলাদের আবেগ অনুভূতি যা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। নমিনির পরিচিতি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ কালে পীর সাহেবের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি আর ভালোবাসার দৃশ্য দেখে দু'চোখ বেয়ে অশ্রু বয়ে যেত। আমরা যারা ক্যাম্পিং এ ছিলাম তাদের মধ্যে যেন আরও উৎসাহ উদ্দিপনা আবেগ কর্মস্পৃহা কাজ করতো।

www.pathagar.com

এমন কয়েকটি ঘটনা–

হিন্দু এলাকা (পাড়া), অনেকে বলছে গিয়ে লাভ নেই। হিন্দু ভোটার ভোট দিবে না। এমন ধারণা থেকেই পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আল্লাহর ওপর ভরসা করে কুশল বিনিময় করছি। পীর সাহেবের লোক ভোট চাইতে এসেছি। কেমন আছেন! ইত্যাদি। কাকে ভোট দিবেন। পীর সাহেব কে ভোট দেয়া যায় না, এই নেন পীর সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত। আহা কী আশ্চর্য দৃশ্য। যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করার মত নয়। লিফলেট-টা নিয়ে চুমু খাওয়ার অপূর্ব দৃশ্য। হিন্দুরাও তাঁকে কত ভক্তি করে। এক হিন্দু ভাইকে লিফলেট এগিয়ে দিলে সে হাতে না ধরে ঘরের বেড়ার মধ্যে রেখে দিতে বললেন। এমন ঘটনায় প্রথমে আমিসহ অনেকে বিরক্তি ফিল করলাম জিজ্ঞেস করলাম। কি ভাই লিফলেট-টা হাতে ধরলে কি অসুবিধা হয়, উনি বললেন মনে কিছু নিবেন না। হুজুর অনেক সম্মানিত ব্যক্তি। আল্লাহ ওয়ালা মানুষ। আমার শরীর অপবিত্র। এই অপবিত্র শরীরে ওনার মত মানুষের ছবি স্পর্শ করা পাপ। ভগবান ক্ষমা করুন। এখানে রেখে দিন, পবিত্র হয়ে পরে নিয়ে নেব। হায়রে পরক্ষণে আমাদের ভুল ভাংল। বুঝলাম অমুসলিমদের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আকাশ ছোঁয়া। ভোটের দিনও তাঁর প্রমাণ মিললো।

এক পাড়ায় ভোট নিতে গিয়ে পড়লাম আর এক বিড়ম্বনায়। আমরা বললাম আমরা পীর সাহেবের লোক। এক ভোটার জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মধ্যে পীর সাহেব হুজুরের কোন আত্মীয় আছেন কি না? এমনি এক পর্যায়ে আমার হলের রুমমেট গোলাম মোস্তফা ভাই রসিকতা করে আমাকে দেখিয়ে বললেন উনি পীর সাহেবের নাতি। সঙ্গে সঙ্গে পিতার সমতুল্য ব্যক্তিটি আমার কদমবুচি করার জন্য প্রস্তুত। আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই নিজেকে সরিয়ে নিলাম। তওবা করলাম। বুকে জড়িয়ে ধরে দ্রুত কিছু কথা বলে এলাকা ত্যাগ করলাম। অনেকে পীরের নাতি এসেছে শোনামাত্র পানি, তৈল এগিয়ে ধরতো। ছোট বাচ্চা নিয়ে এসে দোয়া করতে অনুরোধ জানাতো। কবর জেয়ারত সে তো অহরহ ঘটনা।

প্রতিদিন গভীর রাতে ক্যাম্পিং এর অগ্রগতি নদীর পাশে বসে দাদাকে রিপোর্ট করতাম। আর বিড়ম্বনার কথাগুলো তুলে ধরতাম অকপটে। উনি হাসতেন আর আমার জন্য দোয়া করতেন মাথায় হাত বুলিয়ে। আমি দাদাকে বলতাম দাদা ওরা যে, পানি পড়া, তেল পড়া চায় কী করবো কী করা উচিত, উনি কিছু দোয়া আর সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দিয়ে দেয়ার কৌশল শেখালেন। বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, মাঠ ঘাট প্রান্তর চষে বেড়াচ্ছে নির্বাচনী কর্মীরা প্রতিদিনের রিপোর্টে উনি খুশি।

www.pathagar.com

একদিন দাদাকে বললাম দাদা আপনি গায়েবী মদদ দিয়েই তো জানেন কি হবে? আমাকে একটু বলেন না! দাদা আমাকে বলল, *যদি তোমার বিজয় পরকালে আশা কর তবে দুনিয়ার বিজয়ের আশা না করাই ভাল। আর মুমিনের জয় পরাজয় কোন বিষয় নয় আল্লাহর সন্তোষ বড় বিষয়। নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত মানুষের মাঝে দেয়া যাচ্ছে এটাই বড় সুযোগ একে কাজে লাগাও। ...*কথাগুলো ছিল এমন। আমি প্রশ্ন করেই বোকা সেজে গেলাম।

গভীর রাতে দেখতাম দাদার ঘরে আলো জ্বলছে। একদিন কৌতহলী হয়ে দেখলাম দাদা কিয়ামুল লাইল করছে। নিজের অজান্তে লোম খাড়া হয়ে গেল। পরদিন সকলকে আমাদের গ্রুপের সদস্যদের কাছে এ ঘটনা খুলে বললে আমরাও সিদ্ধান্ত নিলাম রাতে উঠে আল্লাহর দরবারে ধরণা দিতে। শুরু হয়ে গেল প্রাকট্রিস। একদিন রাতে আমাদের উঠতে দেরি হয়ে গেলে উনি নিজে এসে আমাদের উঠিয়ে দিলেন আমরা লজ্জা পেলাম। সে দিন দাদা আমাদের কিয়ামুল লাইলের ইমাম হলেন আমরা তাঁর সাথে নামাজ আদায় করলাম। মুনাজাতে আল্লাহর দরবারে সাহায্য আর ধরনার ভাষা সকলকে আবেগ তাড়িত করলো। এক পর্যায়ে আমাদের সম্পর্ক দাদা-নাতীতে ভালই জমে উঠেছে। মাঝে মাঝে দুষ্টামি করতাম। উনি হাসতেন। সে এক মধুর হাসি। যা আজও চোখে ভাসে।

একদিনের ঘটনা খবর আসলো নৌকা আর লাঙ্গলের লোকেরা আমাদের পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলেছে। ওনার কাছে কি করা যায় জানতে চাইলে মছকি হেসে দোয়া করলেন তাদের জন্য। অবাক হলাম। আমরা রেগে লাল হয়ে গেলাম। এটা কী মেনে নেয়া যায়। এত বড় সাহস আমাদের ইউনিয়নে, আমাদের পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলা। ঐদিন ছিল ঐ ইউনিয়নের শেষ জনসভা। হাজার হাজার লোকের সমাগম। মিছিলে মিছিলে মূখরিত জন স্রোত। আমি জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় ঐ ঘটনার জন্য খুবই গরম বক্তব্য রাখলাম জনগণের আবেগও এ ধরনের বক্তব্যের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। জনসভার উপস্থিত লোকজন খুবই খুশি হলো। প্রতিদিনের মত গভীর রাতে আমাকে ডাকলেন। ক্যাম্পিং এর রিপোর্ট জানতে। তখন আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া পড়লেন। আর বললেন এত রাগলে চলবে। সমালোচনা করতে হবে গঠনমূলকভাবে। কাউকে হেয় বা নাম ধরে বক্তব্য রাখা যাবে না। এটাই আমাদের আদর্শ। দাদাকে এ আদর্শের মূর্ত প্রতীক হিসাবে দেখেছি। তিনি কখনই কারো নাম ধরে সমালোচনা করতেন না।

সকালে এক সঙ্গে নাস্তা করতাম। বসার জন্য ভাল কোন চেয়ার টেবিল ছিল না। নড়বড়ে চেয়ার টেবিল। খাবার খেতে বসলে উনি প্রতিদিন নিজ হাতে আমাদের খাবার তুলে দিতেন। আরও শিক্ষনীয় বিষয়, তিনি প্রতিদিনই আমাদের প্লেটের

www.pathagar.com

হাত ধোঁয়া পানি নিজ হাতে ফেলে দিতেন। এজন্য আমরা খুব বিব্রত হতাম। আমরা চাইতাম এ কাজটা নিজেই করতে উনি জোর করে তা না করার অনুমতি দিতেন। আমরাও সাহস পেতাম না। উনি বলতেন আমরা নাকি উনার মেহমান। মেহমানদের খেদমত করে উনি ছওয়াব অর্জন করতে চান। নিজ হাতে হাত মোছার জন্য এগিয়ে দিতেন গামছা এ এক অকৃতিম দৃশ্য যা কখনও ভোলার নয়। কত! নিরহংকার আর দায়িত্ব সচেতন হলে এমন অপ্রিয় কাজ করতে আনন্দ পায়।

সবার আগে সালাম দিতেন তিনি

আমার জানামতে কখনও কেউ তাঁকে আগে সালাম দিতে পারেন নাই। সবসময় তিনিই আগে সালাম দিতেন। এমনকি মোবাইল ফোনেও। দাদাকে আগে সালাম দেয়ার সুযোগ আমি অনেক চেষ্টা করেও দিতে পারিনি। দাদার বাসায় অনেক দিন গিয়েছি। কোন দিনই তিনি কোন মেহমানকে ন্যূনতম কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিতেন না। এটা তাঁর অভ্যাসের অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কমপক্ষে মুড়ি মুড়কি দিয়ে হলেও তা তিনি পালন করতেন।

দাদার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি তাঁর বোঝা/ ব্যাগ যতই ভারী অথবা বড় হউক না কেন তা তিনি নিজেই বহন করতেন। অন্য কাউকে তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে ব্যবহার করতেন না। একদিন আমি অনেক করেও তাঁকে ন্যূনতম সাহায্য করতে ব্যর্থ হই। আমি এগিয়ে একটা ব্যাগ নিতে চেষ্টা করলে বলে উঠলেন তোকে কেন দেব। তুই কেন আমার ব্যাগ বহন করবি। এ ছিল তাঁর স্বভাবের অন্যতম পরিচয়।

আমার চাকুরির আগের দিনের কথা। দাদাকে বললাম দাদা আগামী কাল আমার ভাইবা একটু দোয়া করেন। দাদা বললেন যা তোর চাকুরী তো হয়েই গেছে। কেউ তোর চাকুরী ঠেকাতে পারবেনা ইনশাআল্লাহ। মিষ্টি নিয়ে আসবি। পরদিন ভাইবা দিয়ে সত্যি সত্যিই চাকুরীর সুযোগটা হয়ে গেল। দাদাকে ফোনে জানালাম। দাদা খুব খুশি। যাক তোর আশা পুরোন হয়েছে তবে চাকুরী জীবনে সততা রক্ষা করবি। আশা করি তুমি তা পারবে। আমি দাদাকে দোয়া করতে বললাম। দাদা তার স্বভাব সুলভভাবেই বরাবরের ন্যায় আমাকেও তাঁর জন্য দোয়া করতে বললেন। ইন্তিকালের আগের অনেক কথা আজও মনে পড়ে, দাদা মূলত শেষ দিকে আমার একান্ত বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। চাকুরী হলে বললো এবার বিয়ের পালা দেরি নয়। ছাত্রী সংস্থার একজন সদস্যা দেখে বিয়ে করবি। আর মনে রাখবি হাদিসের ভাষায় পাত্রীর ৪টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দ্বীনদার চরিত্রবান

www.pathagar.com

গুণের কথা স্মরণ করে দিয়ে স্বভাব সুলভভাবে বলতো আমি মনে হয় তোর বিয়ে পড়াতে পারবো না রে। যা পরবর্তীতে সত্যে পরিণত হয়। আমার বিয়ে পড়ানোর খুব সখ ছিল দাদার। কিন্তু মহান প্রভু তাঁকে ডেকে পাঠালেন তাঁর প্রিয় বান্দাকে নিজের কাছে একান্ত কাছে। রাব্বি চাচা দাদার সাথে আমার এরকম সম্পর্কে ঈর্শান্বিত ছিল। আর তাই সে দাদার ইন্তিকালের পর আজও আমাকে বাবা বলেই সম্বোধন করে। দাদার ইন্তিকালে আমি একজন আমার একান্ত প্রিয় বন্ধুকে হারিয়েছি। হারিয়েছি একজন অভিভাবককে।

নির্বাচনের সময়ের আর একটি ঘটনা

পোষ্টার লাগানো হয়েছে সম্পর্কের দিক দিয়ে আমার নানার বাসার দালানে। নানা তার দালানে দাঁড়ি পাল্লার পোষ্টার দেখেতো রেগে লাল। সে ছিল অন্য দলের সমর্থক। রাগের এক পর্যায়ে দাদার ছবি সম্বলিত পোষ্টার ছিঁড়ে ফেলে পা দিয়ে লাথি মেরে ফেলে দেয়। ঘটনার দশ মিনিটের মাথায় ঐ নানা সাইকেলে সর্বোচ্চ ৩ কি. মি. যাওয়ার পর ট্রাকের সাথে একসিডেন্ট করে দুই পা সহ গুরুতর আহত হন এবং কয়েকদিন পর মৃত্যু বরণ করেন।

আজ আমার দাদা নেই। তাঁর জানাজায় হাজারো জনতার ঢল, সকলের চোখে পানি। হারানোর বেদনা। ঘটনাক্রমে আমিও সেদিন ঢাকা থেকে রংপুরে যাই। শেষ দেখা প্রাণহীন দেহ। সালাম তোমায় দাদা। আজও মনে পড়ে দাদার বিভিন্ন সময়ের নসিহতগুলো। দাদা তোমার দেয়া সে টুপিটি আমি স্বযত্নে রেখেছি মাঝে মাঝে মাথায় দেই। তোমার জন্য দোয়া করি। তুমিও আমার জন্য দোয়া কর!!!

লেখক : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র বর্তমানে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

www.pathagar.com

ইয়া রাউ যিকরুল্লাহ্ ইন্তিকালা আ'লা রাহমাতিল্লাহ্

ডাঃ মাওলানা মোঃ আফাজ উদ্দিন

পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কিছু মানুষের আগমন ঘটে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করে দেখার জন্য নিরন্তর, নিরলস পরিশ্রম ও বিরতিহীনভাবে কাজ করে যান এবং প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগান। নির্মোহ, নিরহংকার, সরল-সহজ ও সাদাসিদে জীবন যাপন করেন।

"মরহুম আলহাজ্ব অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর সাহেব" তাঁদেরই একজন।

প্রত্যেক নফস (ব্যক্তি)-কে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ তা'য়ালার এই চিরন্তন বিধান দুনিয়ার জন্ম থেকে কার্যকরি হয়ে আসছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা মরহুম পীর সাহেব হুজুরের ব্যাপারেও তাই হয়েছে। ২০০৮ ইং সালের ১৮ই মে মোতাবেক, ১৪২৯ হিজরীর ১১ই জমাদিউল আউয়াল, ৪ঠা জৈষ্ঠ্য ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে লাখোকোটি শোকর, তিনি পীর সাহেব হুজুরকে ময়দানে দ্বীনি দায়িত্ব পালন ও সফর রত অবস্থায় কবুল করেছেন আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ, আত্মপ্রচার বিমুখ, নিরহংকার, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ, মিষ্টভাষি, অমায়িক চরিত্রের অধিকারী এ বিরল ব্যক্তিত্ব আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, এটি যেন হৃদয় মেনে নিতে চাচ্ছেনা। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে কারীমে জীবনের আগে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, "আল্লাহ তা'য়ালা সে মহান সত্ত্বা, যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন মহান পরীক্ষার জন্য যে তোমাদের মধ্যে উত্তম কর্মসমূহের প্রতিযোগীতায় কে কতটা অগ্রগামী হতে পারো? *(সূরা-মুলক :২)*

মৃত্যুর এ কঠিন বাস্তবতাকে মেনে না নেয়ার কোন উপায় নেই। আজও যেন পীর সাহেব হুজুরকে সামনে বসা দেখতে পাচ্ছি। জীবন চলার পথে অনুকূল প্রতিকূল পরিবেশে সকল অবস্থায়ই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত, অবিশ্রান্ত, অবিরাম প্রচেষ্টায় নিবেদিত প্রাণ এ মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য আজও অনুভব করছি।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের এ শীর্ষ স্থানীয় নেতা, বিরল ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ পীর সাহেব হুজুরকে বিভিন্ন সভা সেমিনারে বহুবার দেখেছি। দেখেছি

www.pathagar.com

কোথাও বক্তা হিসেবে কোথাও বা ইসলামের মোবাল্লেগ হিসেবেও, আর সভাপতি হিসেবে তো অবশ্যই। কখনো তাঁকে দেখেছি আন্দোলনের ডাকে মর্দে মুজাহিদ হিসেবে, আবার কখনো সাংগঠনিক প্রোগ্রামে বাকপটু প্রশিক্ষক হিসেবেও দেখেছি। একত্রে বসেছি, খাওয়া-দাওয়া করেছি। কখনো আবার নিজেই পরিবেশন করে খাইয়েছেন। আবার কখনো বলেছেন, 'আসতো তোমাকে সাথে নিয়ে একটু খাই, এটা অনেক দিনের আশা।" তাঁর সেদিনের এ ভাষাগুলো যেন হৃদয়ে আজও কড়া নাড়ছে। এমন প্রাণঢালা, ভাবাবেগ মুক্ত, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা বর্জিত এবং উত্তেজনা মুক্ত ব্যক্তি সত্যিই বিরল।

আন্দোলনের দীর্ঘ জীবনে তাঁকে কারো সাথে কটু কথা ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে দেখিনি। নেতা সুলভ আচরণে তিনি কথা বলেননি। ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব সুলভ আচরণই সকল স্তরের কর্মীরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে। কাউকে কোন কাজের দায়িত্ব প্রদান করলে আদেশের ভাষায় তাঁকে কথা বলতে দেখিনি। বরং স্নেহশীল পিতার মত সংবদেনশীল বন্ধুর মত আবদার ও অনুরাধের ভাষায় কথা বলতেন। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই, এ কথা যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

তিনি চলে গেছেন কিন্তু স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভাসছে। যেন তিনি আজও বিকালে আসছেন। সফর শেষে বাড়ি ফেরার পথে কখনো বাহন বেতগাড়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে রেখে আমাকে দেখার জন্য আমার দোকানের সামনে এসে হঠাৎ সালাম দিতেন। অমনি আমি লজ্জিত হয়ে যেতাম। আমি কেন! তাঁর জীবনের কোন সময় তাঁকে কেউ আগে সালাম দিতে পারেনি বলে তাঁর জীবনের এটা একটা ইতিহাস। ইতিহাসের এই স্মৃতি তাঁকে অমর করে রেখেছে। সালাম মুছাফাহ্-র পর আমি তাঁকে বসতে বললে বলতেন, "আজ বসব না। শুধু তোমাকে একটু দেখার জন্য আসলাম। এখন যাই। তুমি বস, তোমার ব্যবসা কর।"

এক দিনের ঘটনা, তিনি বাড়ী অথবা সফর শেষে এসে আমার দোকানের সামনে এসে সালাম দিয়ে বারান্দার সিঁড়িতে উঠার সময় হাসছেন আর সিঁড়ি গুনে গুনে উঠছেন আর বলছেন "এক, দুই, তিন আর কত উঠতে হবে?" আমি কিছু না বলে বললাম যে, আপনি দোয়া করেন। আমার বড় ছেলে মহিউল ও মেঝো ছেলে মুয়ীনুলকে খুব আদর করে অনেক কথা বলতেন। আমার অনুপস্থিতিতে অনেক হাসাহাসিও করতেন তাদের নিয়ে তোর আব্বা কোথায় গেছে?" এভাবে আমার পারিবারিক অনেক খোঁজখবর নিতেন। আমার পারিবারিক কোন কথা তাঁকে কোন দিন বলিনি। অথচ তিনি হঠাৎ একদিন আমার বাবার সাথে সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

হওয়ায় বাবাকে বললেন, "কেন! ছেলেটা পৃথক বাড়ি করতে চায় করুক। আপনার কোন সমস্যা তো হওয়ার কথা নয়।" আসলে সে দিন আমার মনের ইচ্ছাটাই তিনি আমার বাবার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। যাহা আমি কোন দিন প্রকাশ করিনি।

১৯৯৭ ইং সালের ঘটনা। আমার মা ইন্তিকাল করেন। শোকাহত পরিবার। যে পরিবারে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে কোন লোক মারা যায়নি, সেই পরিবারের হঠাৎ একজন মানুষ মারা গেলে কি অবস্থা হয়, তাই হয়েছিল আমার পরিবারে সকল সদস্যের। পরদিন জানাজার নামাযে শরীক হওয়ার জন্য পীর সাহেব হুজুরের কাছে আমি নিজেই পাকুড়িয়া শরীফে তাঁর সাক্ষাতের জন্য গেলাম, তিনি কোন এলাকায় সফরে গেছেন কেউ বলতে পারেন না। অবশ্য সে সময় মোবাইলের ব্যবহার গ্রাম-গঞ্জে সে রকম ছিলনা। ফলে আর তাঁর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গংগাচড়া থানা শাখার মুহতারাম আমীর আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা মো: ইউনুছ আলী হুজুরকে দাওয়াত দিলাম আমার মায়ের জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য। তৎসঙ্গে দাওয়াত দিলাম আমার পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ পাকুড়িয়া শরীফ আলীয়া মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা নাজিরউল্লাহ হুজুরকে। কিছুদিন পর সাংগঠনিক প্রোগ্রামে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি নিজেই বলে ফেললেন, "ওহ! তোমার মা যেদিন মারা যায়, সেদিন আমি কচুয়ায় সফরে ছিলাম।" এ ধরনের অনেক ঘটনাই প্রমাণ করে যে, তিনি যে একজন উঁচুমানের অলী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লেখ্য যে, পীর সাহেব হুজুরের গ্রামের বাড়ি ও আমার বাড়ি ঘাঘট নদীর এপার ওপার হওয়ায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে আমার কোন প্রকার কষ্ট পেতে হতনা। তার চেয়ে আর সহজ ব্যাপার হচ্ছে যদি তিনি গ্রামের বাড়িতে আসতেন তাহলে সন্ধ্যা হলেই মনে হত তিনি আমার হোমিও ডিসপেনসারীতে (মুন্নি হোমিও হল) আসছেন। তাঁর সংরক্ষিত চেয়ার পিছন কক্ষ থেকে এনে সামনে বসানো হত। এই চেয়ার একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনি বসতেন আর হাসতেন। তাঁর এই উজ্জ্বল হাসি আজও যেন চোখের আড়াল হয়নি।

চেয়ারে বসেই তিনি বলতেন "বাজারে ছোট মাছ আছে কি না, লেবু আছে কি না, মিষ্টি আলু আছে কি না।" কারণ তিনি এগুলো পছন্দ করতেন। যদি কোন দিন তিনি কারণ বশত: আসতে পারতেন না, তখন লোক মারফত পত্র লিখে পাঠিয়ে দিতেন, লিখতেন যে, "একটু ছোট মাছ নেওয়ার জন্য পাঠাইলাম কিনে দিতে

www.pathagar.com

বলি"। চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাকে হয়তবা লিখতেন, অমুক লোককে পাঠালাম, দেখে-শুনে ঔষধ দিতে বলি।" সেই সংরক্ষিত চিঠিগুলোর মধ্য থেকে একটি চিঠি এখানে সংযোজন করা প্রয়োজন মনে করলাম এই জন্য যে তাঁর এ ধরনের মধুময় ভাষা আর কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ।

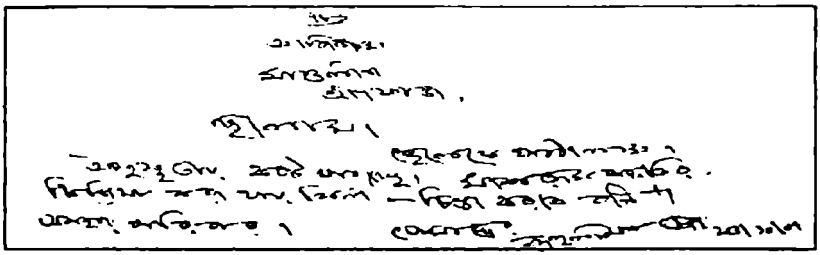

পীর সাহেব হুজুরের প্রদত্ত চিঠিগুলোর মধ্য থেকে একখানা চিঠি

বই বিলি করা ছিল তাঁর প্রিয় অভ্যাস। একদিন তিনি আমাকে একটা বই দিলেন বানিয়াটারীতে দোয়ার মাহফিলে। বইটির নাম "হাদিসের শিক্ষা" আর একদিন খাপড়িখালে বাদশাহ্ ভাইয়ের বাড়ির ভিত্তি দিতে গিয়ে একটা বই দিলেন অধ্যাপক জিয়াউল হক সাহেবের লেখা "মন যে আমার কাবার পথে"। আর একটি বই দিলেন "জামায়াতে ইসলামীর বিরোধীতা কেন?" এভাবে অনেক বই দিয়েছেন। একদিন সৌজন্য সাক্ষাতে উনার গ্রামের বাড়ি পাকুড়িয়া শরীফে গিয়ে উনার ব্যক্তিগত মেহমান খানায় গেলাম। উনার বিছানায় পড়ে আছে একটা বই। বইটি মাসুদা সুলতানা রুমীর লেখা "চরমোনায়ের পীর সাহেব আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এলেন।" আমি বইটা চাইলাম। তিনি স্নেহভরা মায়াবী ভাষায় বললেন, "আর তোর তো শুধু বই আর বই। তোক যে মুই বইগুলা দিনু বইগুলা মোক দিছিস? আবার বই চাস?" তখন আমি বললাম যে, আমি যদি আপনাকে দিয়েই দেই তাহলে আমার থাকবে কি? পরে হাসতে হাসতে বললেন, "এটা তোর আম্মার বই।" তখন আমি বললাম, ঠিকআছে আমি এটার টাকা দিচ্ছি, আম্মা আর একটা কিনে নিবেন। তিনি বললেন "তোর তো বুদ্ধিই এটা।"

একদিনের ঘটনা, আমাকে খুঁজতে গেছেন আমার গরীবালয়ে। দুঃখিত আমি বাড়ীতে নেই। আমার কনিষ্ঠ সন্তান মুজাহীদকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরে তোর আব্বা কই?" সে বলল, আব্বু বাইরে গেছেন, বসেন চা খান। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, বৌ মা রোজা (নফল) আছে, আর তার হাতে তৈরী চা খাব?" "তোর বড় ভাই কই?" বন্দরে গেছে। তিনি হাসছেন আর বলছেন, "ওর তো কাজ বন্দর

www.pathagar.com

যাওয়া আর পান খাওয়া। যাক তোর আব্বা আসলে আমার কথা বলিস, আর বৌমাকে আমার সালাম দিস।" তাঁর কাছ থেকে আমার পরিবার এই শিক্ষা পেল যে, একজন ব্যক্তির সন্তুষ্টির চেয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই বড়। তাই রোজাদারের হাতে তৈরী খাদ্য গ্রহণ করতে তিনি ভীত।

আমি তাঁর সাথে অনেক রাজনৈতিক সভা ও ধর্ম সভায় অংশ গ্রহণ করেছি। ফেরার সময় বলতেন, "আমি তোর মটর সাইকেলে যাব। তুই আগে যাসনা।" আমি বলতাম মেজবানরা কি আপনাকে ছেড়ে দিবে? তিনি বললেন "অত রাত থাকা আমার জন্যে কষ্ট হবে, তাই ওদেরকে বলেছি।" বাড়ির পথে তিনি বলতেন "গাড়িটা আস্তে চালাও।" তারপর তিনি পরামর্শের সুরে বলতেন, "তোর বক্তব্যের তো ঝাঁজ বেশি বয়স হালকা আছে তো তাই ...।"

আলহাজ্ব অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর হুজুর এ পৃথিবী থেকে পরপারে চলে গেছেন। এক উদার ও মুক্ত মনের অধিকারী, সুহৃদ ইসলামী আন্দোলনের এক নিবেদিত প্রাণ, বিরল ব্যক্তিত্ব চলে গেছেন। এক অমায়িক আচারণকারী বড় মাপের নেতা চলে গেছেন। এক শিক্ষানুরাগী নিরলস ব্যক্তিকে ইসলামী আন্দোলন হারিয়েছে। দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ, স্বল্পে তুষ্ট, ধৈর্য্য, উদারতা ও মহত্বের প্রতীক এক মহান ব্যক্তিকে আমরা হারিয়েছি। ইসলামী আন্দোলন এমন কিছু হারিয়েছে, যেন প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি প্রাসাদের এক পাশের দেয়াল ধ্বসে পড়ে গেছে। যা আর মিলানো সম্ভব হবে না।

সফর থেকে ফেরার পথে বেতগাড়ী বাসস্ট্যান্ডে নেমে যখন হাঁটা শুরু করতেন, তাঁকে মটর সাইকেলে করে বাড়িতে পৌছানোর জন্য মটর সাইকেল ওয়ালারা প্রতিযোগীতা করত, কে তাঁকে আগে নিতে পারবে। তাই তিনি বাসস্ট্যান্ডে নেমে রাস্তা না ধরে সুটসাট হয়ে আড়াআড়িভাবে নিচু জমিতে নেমে চিকন আল দিয়ে বেতগাড়ী বাজারের পূর্ব দিকের ব্রীজের কাছে গিয়ে রাস্তায় উঠতেন, যাতে প্রতিযোগীরা কেউ অসন্তুষ্ট না হয়। আদর্শের কি অনুপম দৃশ্য! যা কোন দিন ভুলা যাবে না।

২০০১ সালের নির্বাচন। বেতগাড়ীতে নির্বাচনী মিছিল। জাতীয় পার্টির প্রার্থী তখন মশিউর রহমান (রাঙ্গা) ভাই। উভয় দলের মিছিল তখন মুখোমুখি। হাজার মানুষের সেই মিছিলে তখন কোন রব ছিল না। কারণ পীর সাহেব হুজুরের সাথে আচমকা সাক্ষাৎ হওয়ায় কেমন যেন ইতস্তত লাগছিল সবাইকে। রাঙ্গা ভাই হুজুরের সাথে সালাম মুসাফাহ করলেন (অবশ্য হুজুরই আগে সালাম দিয়েছেন)। উভয় দলের সব মানুষ পিছনে অবাক। পীর সাহেব হুজুর রাঙ্গা ভাইকে বললেন,

www.pathagar.com

"নির্বাচনী কাজ কেমন চলছে? কাজ চালিয়ে যাও।" উদারতার এই অনুপম দৃশ্য দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়েছিল। ঐ দৃশ্য দেখে পরে আমার বড় ছেলে মহিউল আমাকে বলল, আব্বু! এ কেমন ব্যাপার? আমি বললাম বাবা বড় মানুষের বড় কাজ।

উক্ত নির্বাচনের আর একটি ঘটনা, বেতগাড়ীতে নির্বাচনী সভা। উপচে পড়া ভীড়। প্রায় অর্ধ লক্ষ মানুষের সমাগম। সভা সফল করার লক্ষ্যে সার্বিক দায়িত্ব আমার উপরেই ছিল ইউনিয়ন দায়িত্বশীল হিসেবে। সে দিনের নির্বাচনী বক্তব্যের পর তিনি যখন সভা মঞ্চ থেকে নীচে নামলেন, তাঁর সামনে লোকের সমাগম দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। পরে জানতে পারলাম, অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান জনগণ তাঁর সাথে মুসাফাহ্ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর সাথে মুসাফাহ্ করতে মানুষ যখন তাঁর হাতটা ধরতে ব্যাকুল কিন্তু তাঁর হাত কোথায়? ফিরে দেখে আর একজন মোসাফাহ করতেছে। ঐ সময়ের মধ্যে কি এত লোকের সাথে মোসাফাহ্ করা সহজ ব্যাপার? পরে মানুষ তাঁর ডান হাতটা ধরতে না পেরে বাম হাতটা দিয়েই মুসাফাহ-এর কাজ সেরে নিচ্ছে। আরও উল্লেখ্য যে, ডান হাত বাম হাত দু'হাতই বন্ধ। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ারও কোন ফুরসত নাই কারণ মানুষ তাঁর মুখের ফু নেওয়ার জন্য কেউ মাথা উঁচিয়ে দিচ্ছে, আবার কেউবা একটা পানির বোতল এগিয়ে দিচ্ছে আর পীর সাহেব হুজুর ফু দিয়েই যাচ্ছেন এবং এর ফাঁকে আবার কারো পারিবারিক খোজখবর নিচ্ছেন; শারীরিক অবস্থা কেমন জিজ্ঞাসা করছেন। সে দিনের এই মুহুর্মুহু পরিবেশ আমাকে আজও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাঁর মুখের বরকতপূর্ণ একটা ফু, আর তার হাতের একটু ছোঁয়া না পাওয়া পর্যন্ত যেন মানুষের আত্মা শান্তি পায়না। তাই সভাশেষে সভা মঞ্চের সামনে মনে হয় যেন পড়ে থাকা মানিক কুড়ানোর জন্য সবাই ব্যস্ত। এত কিছুর পরও তাঁর চেহারায় বিরক্তির কোন ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি। এ ছিল সহনশীলতার সমুদ্রসম এক দৃষ্টান্ত যাহা কোন দিন ভুলার মত নয়।

এমনিভাবে তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে সমাজের সকল স্তরের মানুষ। তিনি ছিলেন আমাদের জন্য নবী জীবনের আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর মত সহনশীল ব্যক্তিত্ব আজকের সমাজে আসলেই বিরল। তিনি চলে গেছেন, রেখে গেছেন কিছু স্মৃতি। তিনি যে অন্যদের সাথে কোন কাজের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতেন না, এমন নয়। মতবিরোধ মানুষের সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে, ব্যক্তি স্বাধীনতার উন্মেষ ঘটায়। তিনি তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও আবেগ ও উত্তেজনা মুক্ত হয়ে স্বল্প শব্দে

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্ত বাক্যে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। ধীরে সুস্থে শান্তভাবে মেপে মেপে কথা বলতেন। তাঁকে কখনো রাগত স্বরে ক্রোধ মিশ্রিত ভাষায় কথা বলতে দেখিনি। বিদায়ের কিছুদিন আগে ভ্যানের যাত্রী অবস্থায় ভ্যান চালক এর ভুল বশতঃ একসিডেন্ট করেন। ফলে তিনি পড়ে গিয়ে আহত হন। পরে আমি ভ্যান চালক আব্দুল মান্নানকে জিজ্ঞাসা করি যে, ঐ সময় হুজুর বুঝি তোমার উপর...? অবশ্য আব্দুল মান্নান আমার ছাত্র। সে বলল, না হুজুর তিনি বরং আমাকেই সান্ত্বনা দিয়েছেন।

কি আদর্শ! কি অনুপম স্মৃতি!! কি ধৈর্য্য!!!। তাই বার বার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সত্যিই তিনি ছিলেন উঁচু মানের এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কখনো উচ্চ স্বরে হাসতে দেখিনি, আবার বিমর্ষ ও মলিন ভাব নিয়ে কথা বলতে ও বসে থাকতেও দেখিনি। তিনি সুমিষ্টভাষি, অমায়িক স্বভাব ও উন্নত চরিত্রের এক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

পীর সাহেব হুজুরের জীবনের শেষ আশা ছিল গংগাচড়ায় একটা ট্রাস্ট ও এতিমখানা করার, আল্লাহ পাক তাঁর শেষ ইচ্ছাটুকুও পূরণ করে দিয়েছেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ। যার নাম দেয়া হয়েছে "আল ইসলাম ট্রাস্ট ও এতিমখানা"। ২০০৮ সালের ১২ই মে ঐ এতিমখানার প্রথম বৈঠকে তিনি মেহমান হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠানের অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের প্রবীণ, নবীন, কর্মী এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সুধীমন্ডলী ও শিক্ষানুরাগীদেরকে তিনিই আহ্বান করেছেন। তার আহ্বানে কি সাড়া না দিয়ে পারেন কেউ? আশানুরূপ কাজও হয়েছে। কিছু নগদ, কিছু বাকী। সেদিন তিনি কেমন যেন অসস্তিবোধ করছিলেন। বিল্ডিং-এর ভিতর তখনো মেঝে ঢালাই হয়নি। বালুর ওপর খড় পোয়াল বিছিয়ে তার উপর চট বিছানো ছিল। সেই চটের উপর বসে তিনি লিখছেন এ অবস্থায় কখনো শুইছেন, কখনো উঠছেন আবার কখনো কলম ধরছেন, লিখছেন। আমি তখন তাঁর চেহারার দিকে অপলক নয়নে তাকাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম যে, তাঁর চেহারায় কেমন যেন একটা পরিবর্তনের ছাপ মনে হচ্ছে। কথাটা যেন কাউকে বলতেও পারছিনা, ভয় হচ্ছে। এভাবেই সে দিনের প্রোগ্রাম সমাপ্ত হয়।

সত্যের সন্ধানী যে জীবনটি এত ইতিহাস সৃষ্টি করল, সেই জীবনের স্মৃতিগুলো ধরে রাখার জন্য কি করব ভাবছিলাম। ঠিক তখনই মনে পড়ল তিনি বার বার আমাকে বলেছিলেন, "তুমি একটা পাঠাগার কর।" প্রবাদ আছে, 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝেনা।" অবস্থাটা তাই অনেকটা সে রকমই। তাঁর জীবদ্দশায়

www.pathagar.com

কেন যেন কাজটি করলাম না। তাই তাঁর ইন্তিকালের পর দুঃখ বেদনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যদিও বা কাজটি করলাম কিন্তু আফসোস থেকে গেল যে, তিনি যে আশাটা করেছিলেন তা দেখে যেতে পারলেন না। কিন্তু তার পরেও যে করতেই হবে একমাত্র তাঁর স্মৃতি ধারণের জন্য, বিধায় ২০০৮ সালের পহেলা আগস্ট তাঁর কাঙ্ক্ষিত পাঠাগারটি কোন রকমে দাঁড় করালাম। যার নাম দেয়া হল "অধ্যক্ষ শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম ইসলামী পাঠাগার"। যা ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের ভাইদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে এবং সেই মহৎ জীবনের স্মৃতি বহন করবে।

সানিধ্যের শেষ অসিয়ত

মরহুমের জীবন থেকে অনেকে অনেক কিছু শিখেছেন, অর্জন করেছেন। আমিও তাদের পিছনের সারির একজন। যেহেতু আমার ভাগ্যে জুটেছে তাঁর সাহচর্যে কিছু দিন। তাই যা কিছু লিখলাম তা তার জীবনের সুচাগ্র পরিমাণও নয়। তার পরও কিছু থেকে যায় যা ছিল ২০০৮ সালের ১৪ই মে সকাল ১০ টার ঘটনা। হুজুরের ঢাকা সফরের পূর্ব মুহূর্তে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। সৌজন্য সাক্ষাত শেষে আমাকে উনার মেহমানখানা থেকে নিয়ে বাইরে মসজিদ ক্যাম্পাসের সামনে পায়চারী করছেন। আর বলছেন, "দেশটাতো ধর্ম নিরপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে। রক্ষা করা আর যাচ্ছে না। তাই বলে কাজ বন্ধ রাখিও না। কাজ চালিয়ে যাও।"

তিনি ব্যক্তি জীবনে যেমন ছিলেন আবেদ, পারিবারিক জীবনেও ছিলেন আবেগ, উত্তেজনা ও ক্রোধমুক্ত, উদার মনের অধিকারী। ধৈর্য্যের ব্যাপারেও ছিলেন স্বচ্ছ আদর্শের প্রতীক। অনুরূপভাবে সাংগঠনিক জীবনেও ছিলেন একজন জাহেদ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহৎ জীবনের ভাল কর্মকান্ডগুলো কবুল ও মঞ্জুর করুন। আখেরাতে রাসূল (সা:) এর পক্ষ থেকে যেন তিনি খায়রে উম্মত হিসেবে স্বীকৃতিটুকু লাভ করেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এই সুযোগ দান করুন। জান্নাতে বুলন্দ মর্যাদায় ভূষিত করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন!

লেখক : ইউনিয়ন সভাপতি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ১নং বেতগাড়ী ইউনিয়ন শাখা, গংগাচড়া, রংপুর।

www.pathagar.com

মরহুম পীর সাহেবের শেষ লেখা

মরহুম পীর সাহেব সারা জীবন কুরআন হাদীস চর্চা করে গেছেন, এমনকি যেদিন রাতে মরহুমের ইন্তেকাল হয়, সেদিন রাতেও (১৭-৫-০৮) তিনি হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষার কিছু অংশ লিখেছিলেন যা পাঠকদের অবগতির জন্য হুবহু তুলে ধরা হল।

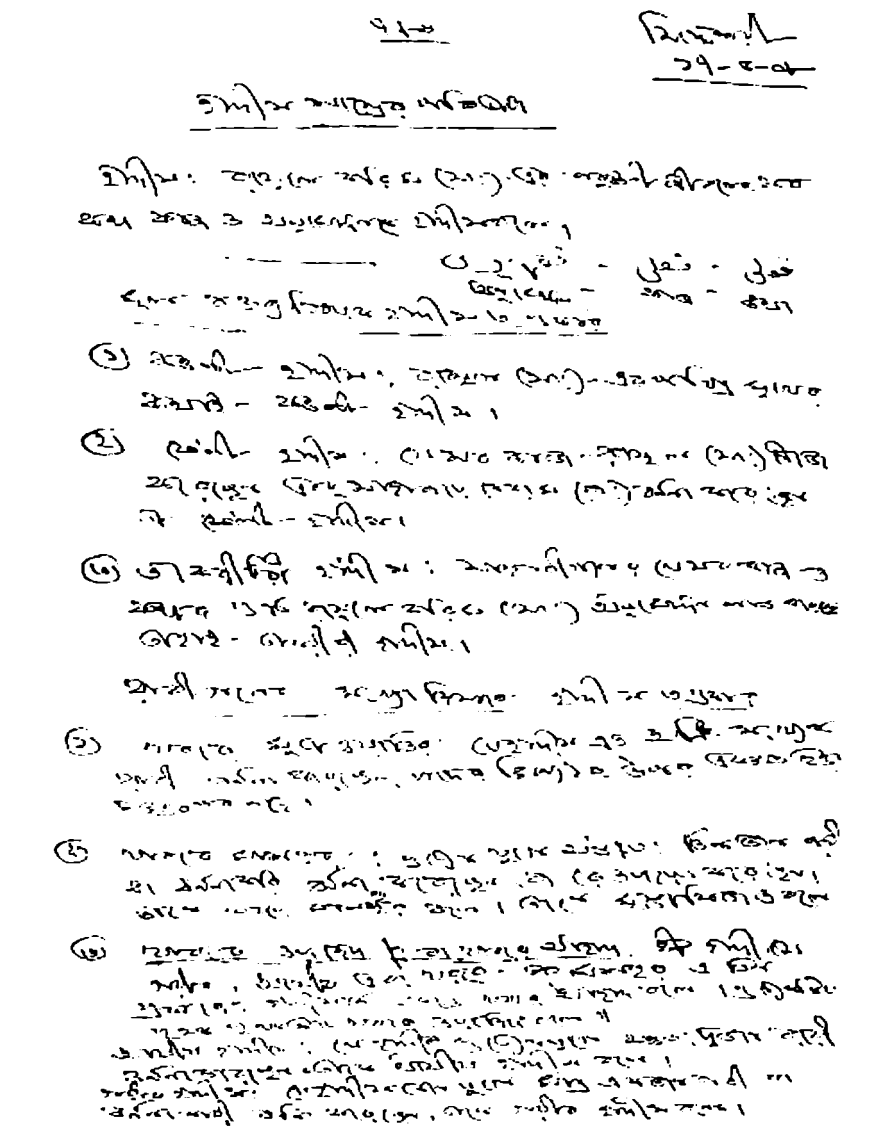

www.pathagar.com

(২)

[illegible]
[illegible]

(১) [illegible]
[illegible]

(২) [illegible]
[illegible]

(৩) [illegible]
[illegible]

[illegible]

(১) [illegible]
[illegible]
[illegible]

(২) [illegible]
[illegible]

[illegible]

(১) [illegible]
[illegible]
[illegible]

(২) [illegible]
[illegible]

(৩) [illegible]
[illegible]

[illegible]

(১) [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(২) [illegible]

(৩) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

www.pathagar.com

(২)

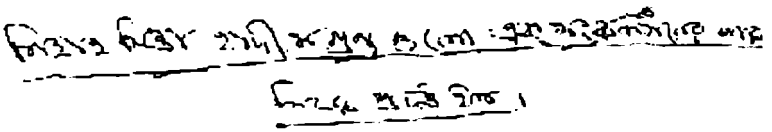

৭৮০

সিদ্ধেশ্বরী

১৭-৫-০৮

হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা

হাদীসঃ রাসূলে কারিম (সাঃ)-এর নবুওতী জীবনের সব কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস বলে :

قَوْلِي — فِعْلِي — تَقْرِيْرِي

কথা কাজ অনুমোদন

১. মূল কাওলী হাদীস : রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র মুখের কথাই কাওলী হাদীস।

২. ফেলী হাদীস : যেসব কাজ রাসূল (সাঃ) নিজে করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন তা ফেলী হাদীস।

৩. তাকরীরী হাদীস : সাহাবীগণের যেসব কাজ ও কথার প্রতি রাসূলে করিম (সাঃ) অনুমোদন দিয়েছেন তাহাই তাকরীরী হাদীস।

রাবীগণের সংখ্যা হিসাবে হাদীস ৩ প্রকার :

১. খবরে মুতাওয়াতির : যে হাদীস এত অধিক সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া সম্ভবপর নহে।

২. খবরে মাশহুর : প্রত্যেক যুগে অন্তত তিনজন রাবী বা বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন বা রেওয়ায়েত করেছেন। তাকে খবরে মাশহুর বলে। তাকে মুস্তাফিও বলে।

www.pathagar.com

৩. খবরে ওয়াহেদ বা খবরে আহাদ : হাদীসে গরীব, আযীয এবং খবরে মাশহুর এ তিন প্রকারের হাদীসকে একত্রে খবরে আহাদ বলে। এর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে খবরে ওয়াহিদ বলে।

আযীয হাদীস : যে হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত: দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয হাদীস বলে।

গরীব হাদীস : যে হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বা বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, তাকে গরীব হাদীস বলে।

রাবী বা বর্ণনাকীগণের সিলসিলা বা পরম্পরা হিসেবে হাদীস ৩ (তিন) প্রকার:

১. মারফু হাদীস: যে হাদীসের সনদ (সাক্ষ্য) রাসূল করীম (সা:) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু হাদীস বলে।

২. মাওকুফ হাদীস : যে হাদীসের সনদ সাহাবী (রা:) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাওকুফ হাদীস বলে।

৩. মাকতু হাদীস : যে হাদীসের সনদ তাবেয়ী বা অনুসরণকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতু হাদীস বলে।

রাবী বাদ পড়া হিসেবে হাদীস ২ প্রকার :

১. মুতামিল হাদীস : যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা সব স্তরে ঠিক রয়েছে কোথাও কোন রাবী বাদ পড়েনি তাকে মুতামিল হাদীস বলে।

২. মুনকাতে হাদীস : যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুনকাতে হাদীস বলে।

মুনকাতে হাদীস ৩ প্রকার :

১. মুরসাল হাদীস: যে হাদীসে রাবীর নাম বাদ পড়া শেষের দিকে অর্থাৎ সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে তাকে মুরসাল হাদীস বলে।

২. মুআল্লাক হাদীস : যে হাদীসের সনদের প্রথমদিকে রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে মুআল্লাক হাদীস বলে

৩. মু'দাল হাদীস : যে হাদীসে দুই বা ততোধিক রাবী ক্রমান্বয়ে সনদ থেকে বিলুপ্ত হয় তাকে মু'দাল হাদীস বলে।

www.pathagar.com

বিশ্বস্ততা হিসাবে হাদীস ৩ প্রকার :

১. সহীহ হাদীস : যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে, সনদের প্রতিটি স্তরে বর্ণনাকারীর নাম বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, আস্থাভাজন, স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর কোন স্তরে সনদের সংখ্যা একজন হয় তাকে সহীহ্ হাদীস বলে।

২. হাসান হাদীস : সহীহের সব গুণই রয়েছে তবে তাদের স্মরণ শক্তির যদি কিছুটা দূর্বলতা প্রমাণিত হয় তাকে হাসান হাদীস বলে।

৩. যায়ীফ হাদীস : হাসান, সহীহ হাদীসের গুণ মূলত যে হাদীসে পাওয়া যায় না তাকে যায়ীফ হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী : যে হাদীসের মূল বক্তব্য আল্লাহ সরাসরি রাসূল (সা:) কে ইল্হাম বা স্বপ্ন যোগে জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূল (সা:) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে কুদসী বলে।

মুদাল্লাছ হাদীস : যে হাদীসের সনদের দোষ-ত্রুটি গোপন করা হয় তাকে মুদাল্লাছ হাদীস বলে।

সুনান : হাদীসের ঐ কিতাবকে সুনান বলা হয় যা ফিকহ এর তারতীব বা নিয়মানুযায়ী সাজানো হয়েছে।

সুনানে আরবায়া : আবু দাউদ শরীফ, নাসায়ী শরীফ, তিরমিযী শরীফ এবং ইবনে মাজাহ শরীফ এ চারটি হাদীস গ্রন্থকে একসাথে সুনানে আরবায়া বলা হয়।

মুসনাদ : হাদীসের ঐ কিতাবকে বলা হয় মুসনাদ যা সাহাবায়ে কেরামের তারতীব অনুযায়ী লিখা হয়েছে।

সাহীহাইন : বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে একসাথে সাহীহাইন বলা হয়।

মুত্তাফিকুন আলাইহি : ইমাম বুখারী (র:) ও ইমাম মুসলিম (র:) উভয়ে একই সাহাবী হতে যে হাদীস স্ব-স্ব গ্রন্থে সংকলন করেছেন তাকে মুত্তাফিকুন আলাইহি বলে।

জামে : যে গ্রন্থে হাদীস সমূহকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং যার মধ্যে আকাইদ, ছিয়ার তাফসীর, আহকাম, আদব, ফিতান, রিকাক ও মানাকিব এ সাতটি অধ্যায় রয়েছে তাকে জামে বলা হয়। যেমন জামে তিরমিযী।

সনদ : হাদীস বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতাকে সনদ বলে।

www.pathagar.com

মতন : হাদীসের মূল শব্দসমূহকে মতন কলে।

রেওয়ায়েত : হাদীস বর্ণনা করাকে রেওয়ায়েত বলে

দেরায়েত : হাদীসের মতন বা মূল বিষয়ে আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তির কষ্টি পাথরে যে সমালোচনা করা হয় তাকে দেরায়েত বলে।

রিজাল : হাদীস বর্ণনাকারীর সমষ্টিকে রিজাল বলে।

শায়খাইন : মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়ে ইমাম বুখারী (রঃ) মুসলিম (রঃ)কে শায়খাইন বলে।

হাফিযঃ যে ব্যক্তি সনদ ও মতনের সকল বৃত্তান্তসহ একলক্ষ হাদীস মুখস্থ জানে তাকে হাফিয বলে।

হুজ্জাত : যে ব্যক্তি সনদ ও মতনের সকল বৃত্তান্তসহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছেন বা জানেন তাকে হুজ্জাত বলে।

হাকিম : যে ব্যক্তির সনদ ও মতনের সকল বৃত্তান্ত সহ সকল হাদীস মুখস্থ করেছেন তাকে হাকিম বলে।

বুখারী শরীফের পুরা নাম :

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول

الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

ইমাম বুখারীর (রঃ) পুরো নাম :

মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুগীরা ইবনে বারদিজ বা আল ফু'ফী আল-বুখারী।

সিহাসিত্তা অর্থ বিশুদ্ধ, সিত্তাহ অর্থ ছয়, সিহাহ সিত্তার আভিধানিক অর্থ হল ছয়টি বিশুদ্ধ। ইসলামী পরিভাষায় হাদীস শাস্ত্রের ছয়টি নির্ভুল ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থকে এক কথায় সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়।

সিহাহ সিত্তা হাদীস গ্রন্থগুলো এক সংকলকগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল :

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজনদের
স্মৃতির পাতা থেকে

www.pathagar.com

জীবন সাথীর হারানো ব্যথা

সৈয়দা মোহছিনা খাতুন

২০০৮ সালের ১৫ মে পীর সাহেবকে নিয়ে ডাক্তার দেখার উদ্দেশ্যে ঢাকায় রওয়ানা হই বাড়ী থেকে রংপুর বাসায়। রাতে বাসায় থেকে ১৬ মে ঢাকায় যাই।

অনেক দিন থেকে তাঁর শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছিল। প্রায় গ্যাসের কথা বলতেন। শরীর শুকায়ে যাচ্ছিলো খুব। কিন্তু ঢাকায় নেওয়ার জন্য রাজী করাতে পারছিলাম না। অনেক অনুরোধ করে রাজী করালাম ঠিকই লাভ হ'ল না। আমি বুঝি নাই যে এটাই তাঁর শেষ যাওয়া হবে ঢাকায়। ফিরলেন ঠিকই কিন্তু জ্যান্ত না 'লাশ" হয়ে।

১৭ মে আমার ছোট ভাই নতুন গাড়ী কিনেছে। সে গাড়ীতে ওর দুলাভাইকে উঠাবে। সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে দাওয়াত দিল ওর বাড়ীতে যাওয়ার। আমি রাজী হচ্ছিলাম না তাঁর শরীর অসুস্থ বলে। উনি রাজী হয়ে গেলেন এবং বাড়ীতে গেলেন। সঙ্গে আমি ও আমার মেঝ মেয়ে গেলাম। খাওয়া দাওয়া সেরে আসরের পর মেঝ মেয়ের বাসায় আসলাম।

ওখান থেকে আসার পর থেকে ভালই ছিল। মাগরেব ও এশার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করেছেন। এর পর খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েছেন। রাত সাড়ে এগারটার সময় থেকে তাঁর ব্যথা আরম্ভ হয়। বলছিলেন গ্যাসের ব্যথা। জামাই মেয়ে কেবলই ঘুমিয়েছে। তাই তাকে না ডেকে মেডিকেল শেষ বর্ষের ছাত্রী নাতনীকে ডেকে আনলাম। সে দেখে ঠাণ্ডা দুধ ও একটা ট্যাবলেট খাওয়ায়ে গেল। একটু কমল ব্যথা। কিছুক্ষণ পর ফের ব্যথা বাড়ল, বার বার বাথরুম যাওয়া আসা করছেন। রাত আড়াইটার সময় বাথরুম থেকে এসে বলছিল "আমার পায়খানার সাথে অনেক রক্ত পড়ল।" কথা শুনে আমার প্রাণ কেঁপে উঠল। জামাইকে ডাকলাম। জামাই এসে প্রেসার ও পাল্‌স সবই ভাল পেল। সে একটা ইঞ্জেকশন দিল। একটু ঘুমের মত হলেন। তারপর আবার ছট্ ফট্ করতে করতে বমি করলেন দু'বার। এর পর জামাইকে ডাকলাম। জামাই এসে দেখে অবস্থা খারাপ। সে এ্যাম্বুলেন্স ডাকে। আবার বাথ রুমে যান। আমি ধরে ধরে তাঁকে নিয়ে যাই। পায়খানা করে নিজেই পরিষ্কার করেন। অজু করে রুমে এসে দু'রাকাত নামায পড়েন ইশারার সাথে। কিছুক্ষণ পর ফের দু'রাকাত নামায পড়েন। তখন বসে বসে পড়েন। মনে হয় পরের নামায ফজর পড়েছেন। শুয়ে পড়েন বিছানায়। কিছুক্ষণ পর বালিশ নিজেই টেনে কেবলা মুখী হন।

www.pathagar.com

এরপর জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহি রাজিউন।

পীর সাহেব ছিলেন একনিষ্ঠ সমাজ সেবী। সমাজের কাজ করতেই বেশী আনন্দ পেতেন। আমি বিয়ের পরে এসে দেখি পাকুড়িয়া শরীফে একটা আপগ্রেট স্কুল ও একটা খারিজি মাদ্‌রাসা। আমার শ্বশুর সাহেবও খুব সমাজ সেবী ছিলেন। তাঁরই উৎসাহে পীর সাহেব সমাজের কাজ করা সম্ভব হয়েছে। একটি ফাজেল মাদ্‌রাসা, হাইস্কুল ও কলেজ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর পিতা ছিলেন 'বটবৃক্ষ'। তাঁর ছায়া তলে তাঁর এসব প্রতিষ্ঠান করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর হাফিজিয়া মাদরাসা ও দারসে নিজামী মাদ্‌রাসা করেন। সমাজের কাজ করাই তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বাড়ির প্রতিষ্ঠান ছাড়া রংপুর শহরে 'আল-আমিন" ট্রাস্ট করেছেন। ট্রাষ্টের অধীনে আল-আমিন এতিমখানা ও আল-হেরা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত সমাজের কাজ করে গেছেন। গংগাচড়া থানার উপর জামায়াতের প্রোগ্রাম করার কোন জায়গা ছিল না। তাই সেখানে জমি কিনে আল-ইসলাম ট্রাস্ট করে গেছেন। আল ইসলাম ট্রাস্ট যখন করেন তখন তাঁর শরীর খুবই খারাপ ছিল। প্রতিদিন মটর সাইকেলের পিছনে চড়ে চাঁদা আদায় করতে যেতো। এসে সারা রাত ঘুমাতে পারতেন না। যদি আমি বলতাম "মাইক্রোতে গেলে তো কষ্ট কম হত।" বলতেন সারা দিন যে চাঁদা আদাই করি তা তো মাইক্রো ভাড়া দিতেই যায়। 'কিছুই লাভ হয় না। তাই তো কষ্ট করি আল্লাহ যদি বদলা দেন।" এভাবেই সমাজের কাজ করে আনন্দ পেতেন।

সমাজের গরীব ধনী সবারই উপকারের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। কিভাবে মানুষের উপকার করা যায়। মেহমানদারী করতে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। কোন মেহমান এলে কিছু না খেয়ে যেতে দিতেন না। সকালে নাস্তা তৈয়ার হলে খেতে বললে আগে বাইরে যেয়ে দেখে আসতেন। কোন মেহমান আছে কিনা। যদি থাকত সঙ্গে নিয়ে খেতেন।

তিনি ছিলেন 'আদর্শ স্বামী' আদর্শ সমাজ সেবক, আদর্শ অভিভাবক, আদর্শ ভ্রাতা ও আদর্শ পিতা।"

সংসারের কোন কাজ করতে গেলে আমার সাথে পরামর্শ না করে কখনও কোন কাজ করতেন না। তাঁর সবগুলো গুণের কথা বর্ণনা করা অসম্ভব। তাই তো তাঁর অভাব প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি আর পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দরখাস্ত পেশ করছি তিনি যেন তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমিন ছুম্মা আমিন!

লেখিকা : মরহুমের প্রিয় সহধর্মিনী।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম
একজন মহান ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠান

অধ্যাপক মীর আব্দুল ওহাব (লাবীব)

অধ্যক্ষ শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম সম্পর্কে আমার ভগ্নিপতি। আমার বড় ভাইয়ের পর তিন বোন। তারপরই আমার অবস্থান। অর্থাৎ আমার তিন বছর আগেই আমার সেই বোনের জন্ম। রুহুল ইসলাম দুলাভাইয়ের সংগে আমার পরিচয় ১৯৫৫ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর। দুলাভাই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী বিভাগে এম. এ ফাইনাল শ্রেণীর ছাত্র। আর আমি প্রথম বর্ষ অনার্সের ছাত্র। আমার বোনের সংগে বিবাহের প্রস্তাব পাওয়ার পর আব্বা তাঁর হবু জামাইকে দেখার জন্য আমাকে নিয়ে ফজলুল হক মুসলিম হলে গেলেন। তাঁর নির্দিষ্ট রুমে যেয়ে তাঁর সংগে দেখা হল। তাঁর সুন্দর সশ্রুমন্ডিত চেহারা দেখে আব্বা বেশ মুগ্ধ হলেন। বিশেষ করে তাঁর অমায়িক ব্যবহার আব্বাকে বেশ আকর্ষণ করেছিল। তাঁর সহপাঠী জনাব আফতাব আহমদ রহমানী (যিনি পরবর্তীকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হয়েছিলেন) যখন রুহুল ইসলাম সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন তখনই আব্বা তাঁর মন ঠিক করে ফেলেছিলেন। এরপর তাঁর এম. এ পরীক্ষা আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর বিবাহের কাজ সম্পাদন হ'ল ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে। আমি তখন দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের ছাত্র।

বিবাহের পর থেকে আমরা তাঁর শালারা তাঁর সংগে যতই ঠাট্টা মস্কারা করি না কেন তিনি কখনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাননি। আমরা চার ভাই এবং এক বোন সম্পর্কে তাঁর শালাশালি তিনি সর্বদা হাস্যরসে আমাদের সংগে আলাপ আলোচনায় মত্ত থাকতেন। কিন্তু তার মধ্যেও একটি জিনিস প্রবল ছিল মেধা হল তাঁর ব্যক্তিত্ব তিনি একটি পীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর মধ্যে কোন শিরকী বা বেদআ'তী কোন মনোভাব ছিলনা। তিনি ছিলেন খাঁটি ইসলামী অনুশাসনের পাবন্ধ। আমল এবং আখলাক ছিল তাঁর নবী রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবাদের আদলে। তিনি যেমন বড়দের সম্মান করতেন তেমনি ছোটদের স্নেহ করতেন। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে তাঁর সংস্পর্শে আসা সব লোকই মোহিত হয়ে পড়ত।

www.pathagar.com

১৯৩৩ সালে জন্ম নিয়ে তিনি রাজশাহী মাদরাসা থেকে ১৯৪৭ সালে হাই মাদরাসা পাশ করেন এবং ১৯৫০ সালে কারমাইকেল কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট এবং ১৯৫২ সালে ডিগ্রী পাশ করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ পূর্বভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৫৬ সালে এম, এ পাশ করেন। তিনি কয়েক বছর তাঁর গ্রামের বাড়ীতে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার স্বার্থে তিনি রংপুর কলেজে আরবী প্রফেসরের চাকুরী শুরু করেন। কিন্তু তাঁর মরহুম পিতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি গ্রামে বাড়ীতে থেকে জনগণের বিভিন্নমুখী খেদমতে অংশগ্রহণ করেন। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁর পিতা তাঁর গ্রামে পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁকে সেই কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বলেন। পিতার একজন বাধ্য সন্তান হিসেবে তিনি রংপুর কলেজের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত কলেজে যোগদান করেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।

কিন্তু তিনি যেহেতু রাজনৈতিকভাবে জামায়াতে ইসলামীর সংগে সম্পৃক্ত ছিলেন সেজন্য তাঁকেও ১৯৭২ সালে জেলে যেতে হয়েছিল। প্রায় ২০ মাস জেল খাটার পর তিনি মুক্তি পান।

ইতিমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতিতে পাকুড়িয়া শরীফ কলেজের হাল ধরার মত কেউ ছিলনা। ফলে আস্তে আস্তে কলেজটা বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু তারপর থেকে তিনি সমাজের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি বলতে যা বুঝায় তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল। বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, কারও প্রতি কোন রকম হিংসা-বিদ্বেষহীন এই মানুষটির সমাজের সকল স্তরের মানুষ শুধু ভালবাসতনা, বরং সুজাভাই বলতে সবাই ছিল পাগল। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ১৯৮৬ সালে নির্বাচনে টি,এনও কর্তৃক তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা সত্ত্বেও সরকারী হস্তক্ষেপে যখন তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা না করে পরদিন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিপ্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হ'ল তারপরও তিনি তাঁর অনুসারীদের এ ব্যাপারে কোন গোলমাল করতে নিষেধ করলেন এবং নিজেও ধৈর্য ধারণ করে সবাইকে সবর করার পরামর্শ দিলেন। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে তাঁর অনুসারীরা নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটির নির্দেশ কোন বাক্য ব্যয় ছাড়াই মেনে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

গোটা রংপুর জেলায় সুজা হুজুর হিসেবে তিনি ব্যাপক পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পিতা শাহ আফজালুল হক (ছোট হুজুর) এর ইন্তিকালের পর তাঁকে যদিও

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পিতার পীর মুরিদী গ্রহণ করতে হ'ল, কিন্তু তিনি একজন সংস্কারবাদী লোক হিসেবে অনেক রকম রেওয়াজ বন্ধ করে দিয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে তাঁর বাড়ীর মসজিদের পার্শে যে মাজারটি অবস্থিত ছিল তার ছাদ ছিল। তিনি সেই কবরের উপরের পাকা ছাদ ভেঙ্গে দেন। মাজারে পানির বোতল রাখার মত শিরকী প্রথা বন্ধ করেন এবং বাৎসরিক ইছালে ছওয়াবকে একটি ওয়াজ মাহফিলে রূপান্তরিত করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। এ সব করতে যেয়ে তাঁকে অনেক মুরিদানের বিরাগ ভাজন হতে হলেও তিনি অনেক শিরকী প্রথা পরিহার করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সফল হয়েছিলেন। তাঁর চারজন মেয়েকেই তিনি চারজন ডাক্তারের সংগে বিয়ে দেন। সবাই ইসলামী আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস ও আমল এবং আখলাকে নাতনীরাও ছিল অটুট। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর নাতি-নাতনীরাও আল্লাহর ফজলে ইসলামী আদর্শের উপর গড়ে উঠতে পেরেছে এবং তিনি সৌভাগ্যবান যে তিনি তাঁর নাতী-নাতনীদের লেখাপড়ার উৎকর্ষতা দেখে যেতে পেরেছেন। তাঁর বড় মেয়ের দুই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, একজন ডাক্তার এবং বড় মেয়েটি এম. এস.সি পাশ করে লন্ডনে পি. এইচডি অধ্যয়নরত একজন গবেষকের সংগে বিয়ে হলেও তিনি দেখে যেতে পারেননি তাঁর দ্বিতীয় মেয়ের এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমেরিকায় কর্মরত। পরের দুই ছেলে মেয়ে ডেন্টাল সার্জারী পাশ করে কর্মরত। তৃতীয় মেয়ের ছেলেও গাজীপুরস্থ আই, এসটি থেকে ডিগ্রী লাভ করেন এবং মেয়েরও পড়াশুনা শেষ পর্যায়ে। এভাবে তিনি তাঁর নাতী-নাতনীদের সৌভাগ্য দেখে অত্যন্ত প্রীত হতেন। তাঁর চতুর্থ কন্যা বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। সেই জামাইও জামায়াতে ইসলামীর প্রাক্তন সিনিয়র নায়েবে আমীর মওলানা শামসুর রহমান সাহেবের ছেলে।

দুলাভাই এর অন্য সব পীর সাহেবদের মত গাড়ী, বাড়ী, বিলাস বৈভব ছিলনা ঠিকই কিন্তু জনগণের অকৃত্রিম ভালবাসা তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের কারণে। যার প্রমাণ মেলে যখন তাঁর লাশ ঢাকা থেকে রংপুর আনা হ'ল তখন। তিনি ১৮ মে, ২০০৮ সালে তাঁর তৃতীয় কন্যার সিদ্ধেশ্বরীস্থ বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। সেখান থেকে ঐ দিনই তাঁর লাশ রংপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। রংপুর মেডিক্যাল কলেজ মরচুয়ারীতে তাঁর মরদেহ রাখা হয়। পরদিন রংপুর শহরে এক বিশাল জানাজার পর তাঁর লাশ তাঁর গ্রামের বাড়ী পাকুড়িয়াতে আনা হয়। এক বিশাল জনসমুদ্র তাঁর জানাজায় অংশ গ্রহণ করে। রংপুরের আশেপাশের বহু জেলা থেকে বহু লোক বহু মাইক্রোবাসযোগে এসে

www.pathagar.com

তাঁর এই বিশাল জানাজায় অংশগ্রহণ করে। তাঁর বড় ছেলে ফজলে রাব্বীর ইমামতিতে তাঁর জানাজা সম্পন্ন হয়। আমিও ঢাকা থেকে যেয়ে তাঁর জানাজায় অংশ গ্রহণ করে তাঁর প্রতি জনসাধারণের অকৃত্রিম ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন দেখে অভিভূত হয়েছি।

তিনি সমাজসেবার যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন তা অত্যন্ত বিরল। তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত স্কুল, মাদরাসা ইয়াতিমখানাগুলো দেখাশুনা, বাড়ীর মসজিদটি পুনর্নির্মাণ, বিভিন্ন এলাকায় সফর করে দাওয়াতী ও সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সংসারের আয় উন্নতির প্রতি তাঁর খুব একটা আকর্ষণ ছিলনা। তাঁর মত লোক ইচ্ছে করলেই যেমন বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারতেন কিন্তু তিনি করেননি। একজন সাধারণ মানুষের মতই ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। তাঁর মত নিরঅহংকার, অতিথিপরায়ণ সমাজ দরদী ব্যক্তিত্ব যদি সমাজে আর একজন থাকত তাহলে সমাজের এত অবক্ষয় থাকতনা। আল্লাহ্ তাঁর অবদানের জন্য তাঁর নেক আমলের জন্য তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এটাই আজ আমাদের প্রত্যাশা। আমিন।

লেখক : মরহুম পীর সাহেবের শ্যালক।

www.pathagar.com

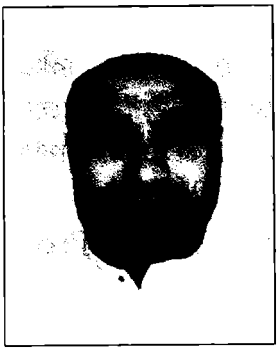

আমার আব্বা

মাওলানা শাহ মোঃ ফজলে রাব্বী (ডাবল) এম.এম

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

মরহুম অধ্যক্ষ শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) পীর সাহেব আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। আমরা ৪ বোন দুই ভাই। বড় তিন বোনের পর আমি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কান্নাকাটি করাতে আল্লাহ আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সে হিসাবে আমার নাম ফজলে রাব্বী রেখেছেন। আমার নামের অর্থ "আমার আল্লাহর অনুগ্রহ।" *(সূরা জুমআ, আয়াত: ৮)*

আব্বাজীর এত ধৈর্য্য ছিল যে, কেহ কোন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করলে চুপ থাকতেন। ১৯৮৬ ইং সালে সংসদ নির্বাচনে আব্বা বিপুল ভোটে বিজয়ী ঘোষণা হলেও স্বৈরাচার এরশাদ বিজয়কে ছিনিয়ে নিয়ে তার দলের লোককে বিজয়ী করেন। তখন রংপুর ক্যান্টনমেন্টের জি,ও,সি, ছিলেন মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান। সময়টি ছিল পবিত্র রমজান মাস। এলাকা থেকে বিপুল লোক ডিসি অফিস ঘেরাও করে ভাংচুর করে। আব্বা লোকদের শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। লোকজনকে শান্ত না করলে ডিসি অফিস পুড়িয়ে ফেলত। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ছিল। রংপুর বাসায় গিয়ে আমাকে বললেন তোমরা শান্ত হও এর জাজা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিবেন। আব্বাকে লোক এতো ভালোবাসতো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উনাকে মানুষ মন দিয়ে ভালবাসতেন। এখনও মানুষ আমাকে দেখলেই জড়িয়ে ধরে কাঁদে। আব্বা সর্বদা-صبر এর কথা আমাকে বলতেন। উনার কথাগুলো ছিল কুরআন ও হাদীসের। বৃহত্তর (Greater) রংপুর ও দিনাজপুরে আমাদের পরিবার পীর হিসাবে পরিচিত।

মরহুম সৈয়দ মাওলানা কছিমুদ্দিন (রহঃ) সুদূর ইরানের খোরাশান থেকে ইসলাম প্রচার করার জন্য এদেশে এসেছেন। এ এলাকাগুলো উনার মুরিদে ভরপুর। সিলসিলা হিসাবে দাদা হুজুর জনাব সৈয়দ ক্বারী মাওলানা শাহ সুফি আফজালুল

www.pathagar.com

হক (রহঃ) এর ইন্তিকালের পর আব্বা এ দায়িত্বে ছিলেন। সাংগঠনিকভাবে আব্বা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সদস্য, কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সেক্রেটারী ও বৃহত্তর (Greater) রংপুরের কেয়ারটেকার ছিলেন।

পীর হিসাবে দীর্ঘ ৪৫ বৎসর দাদা হুজুরের দায়িত্বগুলো পালন করেছেন। দাদাজীর জীবদ্দশায় আব্বাকে নিয়ে ১২টি প্রতিষ্ঠান করেছেন। এতবড় উচ্চ ডিগ্রীধারি মানুষটির কোন অহংকার ছিল না। দাদা যা বলতেন আব্বার তাতেই সম্মতি ছিল। কোন সময় উনার প্রতিবাদ করতেন না। এ যুগে এমন সম্পর্ক বাবা-ছেলের বিরল।

দাদাজী নেজামী ইসলামীর রংপুর অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন। দাদাজীকে সবাই ক্বারী সাহেব বলে ডাকতেন। আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন দাদাজী দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। আব্বার কাছে দাদাজীর গল্প অনেক শুনেছি। ১৯৭১ সালে আব্বাকে শেখ মুজিব সাহেবের সরকার গ্রেফতার করেন। আমাদের থানার ওসি সাহেব বলেছিলেন আপনি সরে থাকেন আমরা সরকারকে বলব উনাকে পাওয়া যাচ্ছে না। আব্বা তার উত্তরে বলেছিলেন আপনারা কেন মিথ্যা কথা বলবেন? উনি নিজের ইচ্ছায় ধরা দেন। গ্রেফতারের পর দাদাজী নিজেই শেখ মুজিব সাহেবের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে আমার ছেলের কী অপরাধ যদি আমার ছেলে কোন অপরাধ করে থাকে তবে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। তবে আপনার গোয়েন্দার লোক পাঠায়ে ইনকয়েরী করেন। ইনকয়েরীতে কোন দোষ পায় নাই। আব্বা যখন গ্রেফতার হন তখন আমরা ছোট। আম্মা আমাদেরকে নিয়ে খুব কষ্ট করেছেন। আমাদের কষ্ট দেখে আমার সেজ মামা জনাব মীর মোনায়েম কাম (আকারাম) উনি আমাদের উপজেলার বেতগাড়ীর হাটে কাপড়ের দোকান দেন। সরকারের পক্ষ থেকে তদন্তে কোন অপরাধ না পাওয়ায় ১৯ মাস পর আব্বাকে ছেড়ে দেয়।

পীরের বাড়ি হিসাবে আমাদের বাড়ীতে অনেক বড় বড় লিডার এসেছিলেন। বর্তমান কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহমদ, সাজেদা চৌধুরীসহ বিরোধী দলের অনেক বড় বড় লিডার।

বর্তমান সরকার যখন ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় ছিলেন তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ নাসিম সাহেব আমাদের উপজেলাতে মুক্তি যোদ্ধাদের সার্টিফিকেট দিতে আসলে রংপুরের আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতাদেরকে বলতে শুনেছি, এ সার্টিফিকেট সুজা মিয়াকে দেওয়া দরকার কারণ উনি কোন রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করেননি। বরং

www.pathagar.com

আব্বা তাদেরকে রক্ষা করেছেন। আব্বার গুণাগুণ যদি লিখা যায় ৪টি বই দিয়েও শেষ করা যাবে না।

বিলাসিতাকে আব্বাজী কখনও পছন্দ করতেন না। উনি যে এত বড় মাপের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর লিডার ছিলেন এবং পীর হিসাবে পরিচিত ছিলেন কখনও তা প্রকাশ করতেন না। চলা ফিরা বা চাল চলনে ছিল একদম সাদা-মাটা।

সব সময় আমাকে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফসহ অন্যান্য জ্ঞানের বই পড়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। এখনও তা চোখের সামনে ভাসে। কখনও ভুলতে পারিনা। ভাই বোনদের মধ্যে আমাকেই বেশী ভালবাসতেন–

উনার সাথে যখন চলাফেরা করতাম কখনও লোকজন সাইকেল থেকে নেমে বা মটর সাইকেল আরোহীগণ নেমে মোছাফা না করে যেতেন না। আব্বার কোথাও প্রোগ্রাম থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সেখানে পৌঁছতেন। এ কারণে যে, মানুষের সাথে কথা বলতে কয়েক ঘন্টা লেগে যেত।

ইন্তিকালের আগে কিছু স্মৃতি না লিখে পারছিনা ১১ মে '০৮ আব্বা আমাকে মোবাইল করলেন, "বাবু তোমাকে রংপুরে বাড়িতে আসতে হবে। আমি তখন বিমানের জিএম জনাব আব্দুল ওয়াদুদ ভায়ের অফিস রুমে ছিলাম। বগুড়া মোকাম তলার বাড়ি। আমার নানাজীর সাথে আর ওয়াদুদ ভাইয়ের নানার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। আব্বাকে উনার সাথে কথা বলায়ে দিলাম। উনি খুব আনন্দিত হলেন। উনার হুকুম মত বাড়িতে আসলাম। ১৩ তারিখে '০৮ আমাদেরকে নিয়ে রংপুর ডিসি অফিসে মিটিং করলেন। বারটি ছিল মঙ্গলবার। মিটিং শেষ করে সবাই বাড়িতে চলে আসলাম। অনেক কথা হলো। আমাকে চেয়ারে বসালেন এবং উনি খাটের ওপর বসলেন। তারিখটি ছিল ১৪ মে '০৮ বুধবার কিছু ওয়াসিয়ত করলেন (১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দেখার জন্য (২) পীর মহল দেখার জন্য এবং (৩) জানাজা পড়াবার। এ কয়েকটি কথা বলে উনি আমার কাছ থেকে পায়ের নোখ কেটে নিলেন। বইগুলো রেক থেকে অন্য রেকে রেখে পড়ার জন্য আদেশ দিলেন। বইগুলো ছিল ইসলামী আন্দোলনের এবং কুরআন ও হাদীসের। ১৫-০৫-০৮ বৃহস্পতিবার ফজরের আজান নিজে দিয়ে মাইকে ঘোষণা দিলেন ভাইসব ভূমিকম্প আসছে তওবা পড়ে মসজিদের দিকে চলে আসেন। ভূমিকম্প হবে। আব্বার ঘোষণা শুনে অনেকে আব্বাকে জিজ্ঞেস করলেন ভূমিকম্প কি? প্রচণ্ড রোধ আমি রংপুর গিয়ে আব্বা আম্মার জন্য গাড়ি পাঠালাম। আব্বা আম্মা রংপুর বাসাতে আসলেন। মাগরিব নামাযের পর আব্বা

www.pathagar.com

অসুস্থ বোধ করলে উনাকে নিয়ে রংপুর ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলাম। এই হাসপাতালের আব্বা প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। ডাক্তার দেখায়ে আব্বাসহ বাসাতে আসলাম। রিক্সাতে যেতে যেতে রাস্তায় অনেক আলাপ হল। আমরা বাপ বেটা যখন কথা বলতাম তখন মনে হত বন্ধু। রাতে অসুস্থ বেশী হলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে ঔষধ খাওয়ান হলো। রাতে আব্বা বমি করলেন। ফজরের নামায পড়ে অর্থাৎ ১৬ তারিখ শুক্রবার আম্মা সহ ঢাকার দিকে রওয়ানা হলেন। যাওয়ার মুহূর্তে আমাকে আল্লাহর ওপর সপর্দ করলেন। বলা বাহুল্য যে, নাতী-নাতনীদের মধ্যে আমার সেজ বোন সৈয়দা মোয়াজ্জামা আপার একমাত্র ছেলে ইঞ্জিনিয়ার সাইয়্যেদুস সালেহীনকে খুব ভালবাসতো। আব্বা ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য খুবই উৎসাহিত ছিলেন। আব্বাজি ইন্তিকালের পরে সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে। তার একমাত্র মেয়ে মুবিনাকেও কম নয়। সালেহীন বাসষ্ট্যান্ডে এসে গাড়ীতে করে (আব্বা আম্মাকে) ওদের বাসায় নিয়ে যায়। দিনটি শুক্রবার ঢাকায় প্রচণ্ড গরম। ঐদিন মোহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম খালুজীর বাসাতে দাওয়াত ছিল কিন্তু শারীরিক অসুস্থ থাকায় উনি যেতে পারেননি। আম্মা সে দাওয়াতে গিয়েছিলেন। অসুস্থ থাকায় আমার সেজ দুলাভাই ডাঃ (মেজর অবঃ) নূরুল আমীন সাহেবের চিকিৎসারত ছিলেন। ১৭ মে '০৮ রোজ শুক্রবার রাত ১২টা পর্যন্ত আমার ছোট বোন সৈয়দা মোশাররফা (ময়নার) সাথে ফোনে কথা বলেছেন। ও আমেরিকাতে থাকে, রাতে অসুস্থ বোধ বেশী হওয়ায় সেজ দুলাভাই উনার হাসপাতালে অর্থাৎ বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজে ধানমন্ডিতে নেওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু আব্বা বলেছিলেন আমাকে আর এ্যাম্বুলেন্সে নিতে হবেনা এ বলে ফজরের নামায পড়ে আমার স্নেহাস্পদ ভাগ্নী সাইয়্যেদা মুবিনা নূরের (সে এবারে সলিমুল্লাহ মেডিক্যালের শেষ বর্ষের ছাত্রী) কোলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।) অর্থাৎ ১৮ তারিখ '০৮ রোজ রবিবার আমার কাছে মনে হল আকাশ থেকে একটা নক্ষত্র খসে পড়ে গেল।

আব্বা যেহেতু ১৯৮৬ সালে আমাকে ওয়াসিয়ত করেছিলেন, যে অধ্যাপক গোলাম আযম খালুজী জানাজা পড়াবে। উনি না আসতে পারলে আমার প্রতি ছিল সেহেতু ১ম জানাজা আমার সেজ বোনের Appartment এ অধ্যাপক গোলাম আযম খালুজী পড়ান। ২য় জানাজা অনেক লোকের উপস্থিতিতে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে জোহরের পর অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা পড়ান মরহুম মাওলানা নূরুদ্দিন, জানাজা শেষে রংপুরের দিকে রওয়ানা হন। কফিন এক রাতের জন্য রংপুর মেডিক্যাল হাসাপাতালের হিমাগারে রাখা হয়। ৩য় জানাজা

www.pathagar.com

রোজ সোমবার রংপুর জেলা স্কুল মাঠে প্রায় ২০ হাজার মুসল্লির উপস্থিতে অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় জানাজা পড়ান সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বিশেষ করে জানাজা পূর্ব সমাবেশে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব রহিমুদ্দিন ভরসা, (সাবেক এম,পি) বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব মোতাহার হোসেন চৌধুরী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জনাব বাবু চৌধুরী, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব শরফুদ্দিন আহমদ ঝন্টু (সাবেক এম,পি) জনাব মাওলানা আঃ আজিজ (সাবেক এম,পি) জেলা প্রশাসক জনাব আনোয়ারুল করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উনাদের একটা কথাই ছিল যে, সুজা মিয়ার মত ভাল মানুষ আর হয়না। উনি রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে সকলের সাথে হাসিভাবে কথা বলতেন। কথা বলতে গিয়ে অনেক বক্তা কেঁদে ফেলেন। ৪র্থ জানাজা আমাদের গ্রামের বাড়ি পাকুড়িয়া শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা উনার নিজ হাতের তৈরী পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ মাঠে বাদ জোহর অনুষ্ঠিত হয়। সে জানাজায় প্রায় ২ লক্ষ লোক উপস্থিতি হয়। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন। আমি আগেই বলেছি যে, বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুরে আব্বার খুবই পরিচিতি ছিল। এসব এলাকাতে অনেক মসজিদ, মাদ্‌রাসা স্কুল নিজ হাতে করেছেন এবং সাহায্য করেছেন। যাইহোক শেষ জানাজা আমার মত নগন্য বান্দা পড়াই। মৃত্যুর তিনদিন আগে আমাকে জানাজার নামাজ পড়ার জন্য আদেশ করেছিলেন। উপরোক্ত সূরা জুম'আর এজন্য লেখেছি যে "যার যখন মৃত্যু হবে সে সেখানেই আসবে ঢাকাতে এসে মৃত্যু হয়েছে বলে অনেকে জানাজায় অংশগ্রহণ করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন উনাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন। আমিন! আর যদি ছোট-খাটো গুনা থেকে থাকে তা যেন আল্লাহ মাফ করে দেন। আমীন! শেষে আমাকে যে কাজগুলো করার জন্য আদেশ করে গেছেন সেই আদেশগুলো যেন যথাযথভাবে পালন করতে পারি এ জন্য সকল দেশবাসির কাছে দোয়া চাচ্ছি।

লেখক : মরহুম অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) পীর সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

www.pathagar.com

মরহুম প্রিন্সিপাল শাহ্ রুহুল ইসলাম রাহমাতুল্লার শেষ ৩৮ ঘন্টা

ডাঃ আবদুস সালাম

১৭ মে শনিবার দিনগত রাত আড়াইটা। বুকে জ্বালা অনুভব করছেন। পেটেও জ্বালা। বমিও হলো। জামাই ডাঃ মেজর আমিন একটি মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক। ঘুম থেকে ডাকা হলো- এসে পরীক্ষা করলেন। ব্লাড প্রেসার পালস নরমাল। গেসট্রিকের জ্বালাই মনে হলো। রেনেটিডিন ইনজেকশন দিলেন। ইনজেকশনের পর বাবা সুস্থবোধ করলেন। জ্বালা যন্ত্রণা বেশ কমলো। বাবা বললেন, ওষুধে ধরেছে। আলহামদুলিল্লাহ। টয়লেট সেরে অজু করলেন। চারদিক থেকে মধুর ধ্বনি আল্লাহু আকবার ভেসে আসছে। শেষ নামায শুরু করার পূর্বে বললেন, তোমাদেরকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম। আউয়াল ওয়াক্তেই একা নামায আদায় করলেন। অবশ্য এ রাতের এশার নামায মসজিদে জামায়াতে আদায় করেছেন।

আবারো জ্বালা বাড়লো। দ্রুত এম্বুলেন্স ডাকা হলো। শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। বাবা বললেন, এম্বুলেন্স আসা পর্যন্ত মনে হয় সময় নেই। পবিত্র কুরআনে সূরা কিয়ামাতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের বর্ণনা করা হয়েছে, এভাবে– ২৮, তখন সে বঝুতে পারবে, এটা বিদায়ের সময়। ২৯, এক পায়ের গোছা অপর পায়ের গোছার সাথে জড়িয়ে যাবে। ৩০, ঐ দিনটি হবে তোমার রবের দিকে রওয়ানা হওয়ার দিন। (সূরা কিয়ামাহ)। সূরা ওয়াকিয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে– ৮৩, যখন কারো জান গলায় পৌঁছে যায় কেন ঠেকাতে পার না? ৮৪, তখন তোমরা (কেবলই অসহায়ভাবে) দেখতে থাক। ৮৫, তখন আমি তোমাদের চেয়ে তার বেশী কাছে থাকি, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না। ৮৬, ৮৭, তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাক, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তা হলে তোমরা জানকে ফিরিয়ে আনতে পার না কেন? ৯৫, এ সবই চরম সত্য। *(সূরা ওয়াকিআহ)।*

বড় ও মেজ মেয়ের পরিবারকে ফোনে বলা হলো। মেয়েরা পরিবার পরিজনসহ ছুটে গেলেন। বড় মেয়ে বড় নাতি শেষ সময়টা পেলেন। অন্যরা পৌঁছে দেখলেন দুনিয়া শেষ আখেরাত শুরু হয়ে গেছে। শেষ সময়টা ছিল ৪টা ৩৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

www.pathagar.com

বড় জামাই ফজর বাদ প্রথম খবর দিলেন আমীরে জামায়াতকে, নায়েবে আমীর মকবুল আহমাদ সাহেবকে, জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আজহার ভাই ও মহানগরী আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান সাহেবকে। বাদযোহর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জানাজা ও পরদিন ১৯ মে সোমবার পাকুড়িয়া শরীফে যোহরবাদ জানাজা শেষে দাফনের সংবাদ সর্বত্র জানিয়ে দেয়া হলো।

আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেবের কোর্টে হাজিরাও এই দিনই তাই জানাজায় থাকা সম্ভব নাও হতে পারে। পীর সাহেবের ভায়রা ভাই ও শিক্ষক সাবেক আমীরে জামায়াত প্রফেসর গোলাম আযম অসুস্থ। বায়তুল মোকাররমে যাওয়া সম্ভব নয় তাই স্থির হলো যে ঘরে আছেন সে ঘরের প্রশস্ত বারান্দা বারো তলায় গোসল দেওয়া হবে। বাবাকে বারটায় নিচে নামানো হবে। বায়তুল মোকাররম রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বাবার অসিয়ত অনুযায়ী সাবেক আমীরে জামায়াত এখানে প্রথম জানাজার নামাযে ইমামতি করবেন। তাই হলো। পীর সাহেবের পুরো নাম রুহুল ইসলাম শাহ মুহাম্মদ সুজাউল হক কিরমানী। দেড়শত বছর পূর্বে তার পরিবার খোরাশান থেকে এখানে এসে ঘাঘট নদীর তীরে জঙ্গল কেটে ডেরা গড়েন ও বসবাস করতে শুরু করেন। বাবার বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। পীর সাহেব বেগম সাহেবা দুই শাহজাদা, চার শাহাজাদী সহ বহু আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী, ভক্ত, অনুরক্ত সহকর্মী, মুরিদান রেখে গেছেন। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শামসুর রহমান সাহেব তার বেয়াই। তার বড় ৩ মেয়েও দুই জামাই জামায়াতের রুকন। ছোট মেয়ে ছাত্রী সংস্থার সদস্যা ছিলেন। তিন জামাই শিবিরের সদস্য ছিলেন। জামাইরা সকলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। তিনি ছিলেন বৃহত্তর রংপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর কাজের অগ্রসেনানী অভিভাবক। উত্তরবঙ্গ জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গণসংগঠনে পরিণত করার ব্যাপারে মরহুম যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন সে জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার ইন্তিকালে বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর ও বগুড়াসহ পুরো উত্তরবঙ্গে শোকের ছায়া নেমে আসে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী সহজ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এক সর্বজন শ্রদ্ধেয় উদার ইসলামি ব্যক্তিত্ব। এই মর্দে মুজাহিদ আইয়ুব খানের আমলে প্রথম কারারুদ্ধ হন। ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি মুজিব সরকার আবার তাকে কারারুদ্ধ করে। সেবার দীর্ঘ সাড়ে ১৯ মাস কারাভোগ করেন তিনি। তার নিজ এলাকা পাকুড়িয়া শরীফ গঙ্গাচড়া রংপুর

www.pathagar.com

আসনে জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে সংসদ নির্বাচনে ১৯৬২, '৭০ সাল ছাড়াও '৮৬, '৯১, '৯৬ ও ২০০১ সালে নির্বাচন করেন। ১৯৮৬ সালে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করার পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদের অবৈধ হস্তক্ষেপে তার বিজয় ছিনিয়ে নেয়া হয়। স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং চারদলীয় জোট গঠনেও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চার দলীয় জোটকে বিজয়ী করার ব্যাপারে মরহুম বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে গেছেন। ১৮ মে বাদযোহর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ২য় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজার নামাযের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মোহতারাম মকবুল আহমাদ ও মরহুমের বড় জামাই ডাঃ আবদুল সালাম। বায়তুল মোকাররমে হাজার হাজার মুসল্লিসহ অসংখ্য ভক্ত অনুরক্ত উপস্থিত ছিলেন। জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, মাওলানা আবু তাহের, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য প্রিন্সিপাল ইজ্জত উল্লাহ, সাইফুল আলম খান মিলন, অধ্যাপক শরীফ হোসাইন, আহমদউল্লা ভূঞা, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য মাওলানা আব্দুল হালিম সহ জামায়াতের কেন্দ্রীয় ও মহানগরীর নেতৃবৃন্দ জানাজায় শরীক হন।

নামাযে জানাজা শেষে মরহুমের লাশ নিয়ে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ জামায়াতের নেতা কর্মীরা ও মরহুমের আত্মীয়-স্বজন রংপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বাবা জমিনের উপরে শেষ রাত অবস্থান করেন রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। বেদনা, বিধুর পরিবেশে ভক্ত অনুরক্ত ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী, মুরিদ হাজারো লাখো ভাই-ভাতিজার চোখের পানি ঝরিয়ে তাদের প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। উত্তরবঙ্গের ষাটোর্ধদের তিনি ছিলেন পীর ভাই, বাকিদের পীর চাচা। রংপুরের পাকুড়িয়া শরীফ পীরবাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে ১৯ মে সোমবার বাদযোহর মায়ের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়েছে। দাফন অনুষ্ঠানের পূর্বে স্থানীয় কলেজ মাঠে তার ৪র্থ ও শেষ জানাজা নামায অনুষ্ঠিত হয়। বড় শাহজাদা মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ফজলে রাব্বী জানাজার ইমামতি করেন। পাকুড়িয়া শরীফের জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হাজার হাজার ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী, ভক্ত, মুরিদ সমবেত হতে থাকলে স্থানীয় কলেজ মাঠ উপচিয়ে পার্শ্ববর্তী ফসলী জমি ও সড়ক জনসমুদ্রে পরিণত হয়। তিল ধারনের ঠাঁই ছিল না কোথাও।

এর আগে সকাল ৯টায় রংপুর জেলা স্কুল মাঠে তৃতীয় জানাজা নামায অনুষ্ঠিত হয়। এ জানাজার ইমামতি করেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল

www.pathagar.com

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। জেলা স্কুল মাঠের জানাজার পূর্বে জামায়াতে ইসলামীর রংপুর জেলা আমীর মাওলানা মমতাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, রংপুর জেলা প্রশাসক খোন্দকার আতিয়ার রহমান, জাপা পৌর সভাপতি ও রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মানিক, বিশিষ্ট শিল্পপতি ও দৈনিক যুগের আলোর সম্পাদকমণ্ডলির সভাপতি ও জেলা বিএনপি সভাপতি সাবেক এমপি রহিম উদ্দিন ভরসা, সাবেক এমপি, পৌরসভা ও উপজেলা চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শরফুদ্দিন আহমদ ঝন্টু, সুন্দরগঞ্জের সাবেক এমপি মাওলানা আব্দুল আজিজ, রংপুর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এডভোকেট আব্দুল লতিফ, কুড়িগ্রাম জেলা আমীর অধ্যাপক আজিজুর রহমান স্বপন, ছোট ভাই শাহজাদা শাহ মোহাম্মদ ওজায়ের, বড় শাহজাদা মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ফজলে রাব্বী বক্তব্য রাখেন। এছাড়া জেলা স্কুল ও পাকুড়িয়া শরীফের জানাজা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী ছাড়াও বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া জেলা আমীরসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী সাবেক এমপি, প্রিন্সিপাল আজিজুর রহমান চৌধুরী, বগুড়া জেলা আমীর অধ্যাপক সাহাব উদ্দিন, গণতান্ত্রিক পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা রংপুর পৌর সভার সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আফজাল, রংপুর আইনজীবী সমিতির সেক্রেটারী এডভোকেট বদরুল ইসলাম চুন্নু উপস্থিত ছিলেন। রংপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাহবুবুর রহমান বেলাল জেলা স্কুলে জানাজা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পাকুড়িয়া শরীফের জানাজা অনুষ্ঠানে পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ভাই শাহজাদা শাহ মুহাম্মদ শিবলী, ছোট ভাই শাহজাদা শাহ মুহাম্মদ ওজায়ের, বড় শাহজাদা মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ফজলে রাব্বী, বড় জামাই ডাঃ আব্দুস সালাম। পাকুড়িয়া শরীফের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জামায়াত নেতা প্রিন্সিপাল আব্দুল গনি।

১৯ মে শোকবাণীতে আমীরে জামায়াত বলেন, মরহুম অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম ছিলেন রংপুর অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামীর কাজের অগ্রসৈনিক। বৃহত্তর রংপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে মরহুম নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। রংপুর অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামীর কাজের অগ্রগতির পেছনে মরহুম বিরাট অবদান রেখে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক উন্নতি, অগ্রগতির তিনি ছিলেন অন্যতম রূপকার। আল্লাহ তার সকল খেদমত কবুল করে তাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। তিনি মরহুমের পরিবার পরিজন, সহকর্মী ও মুরিদগণের

www.pathagar.com

প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, আল্লাহ তাদের এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। ১৯ মে অপর শোকবাণীতে সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, মরহুম ছাত্রজীবনে জামায়াতে ইসলামীর কাজের ব্যাপারে আমাদেরকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। রংপুর অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামীর কাজের উন্নতি ও অগ্রগতির ব্যাপারে তিনি যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন, সে জন্য তিনি সকলের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার সহজ সরল আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও অমায়িক মধুর ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করতো। তার জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং মরহুমের শোকাহত পরিবার পরিজন, সহকর্মী ও মুরিদগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বলেন, আল্লাহ তাদের এ শোকে সান্ত্বনা দান করুন।

দাফন শেষে কবরের পাশে মরহুমের প্রতিষ্ঠিত নতুন মসজিদে আবারো দোয়া হলো, সকলে বুক ভাসিয়ে কাঁদলো। মনে হলো এ কান্না যেন শেষ হবে না। সে কি আবেগ। না দেখলে বুঝা যাবে না। দোয়া পরিচালনা করলেন মরহুমের ছোট ভাই ছোট হুজুর নামে খ্যাত ওজায়ের চাচা। ১৯ মে বাদ ফজর দোয়ার পূর্বে নসিহত হলো বিশেষত: পরিবার পরিজন ও বাড়ির মানুষের ঐতিহ্য ও দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। শেষ জানাজার পূর্বে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর মুজিবুর রহমান পরিবারের পুরুষ সদস্যদেরকে তাদের ঐতিহ্যের আলোকে বিশেষ দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিলেন। পরিবারের মহিলা সদস্যদেরকে এ মেসেজ পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করলেন।

সব মিলিয়ে আমার দৃঢ় আস্থা ও প্রত্যয় জন্মালো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে কবুল করেন তার খাতামা বিল খায়ের রাব্বুল আলামিনের সার্বিক জিম্মায় এমনই হয়, রাহমানুর রহিম তুমি তোমার বান্দাকে মাফ করো। মরহুমের উপর তোমার রহমতের ছায়া দাও, রহম করো, দয়া করো। আমার উপর ও আমাদের সকলের উপর তোমার রহমত বর্ষণ করো। সুবহানাল্লাহি অবেহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজিম। ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

লেখক : মরহুম পীর সাহেবের বড় জামাতা।

www.pathagar.com

ক্ষণ জন্মা মর্দে মমিন

ডাঃ খন্দকার নাজমুল হুদা

সূচনা : হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেছেন, রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা ঢাল স্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে আমি তার সাথে জুড়ে থাকি। আর যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (বুখারী শরীফ)। উনি ও হাদীসটা পুরাপুরি আমল করতেন। আব্বা হলেন রংপুরের গঙ্গাচড়া থানার পাকুড়িয়া শরীফের মহান পীর সাহেব অধ্যক্ষ মরহুম শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম সাহেব। উনি আমার শ্বশুর।

ব্যবহারিক জীবন : আব্বা ছোট বড় সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন। এমন কি কাজের মেয়েদের ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সব সময় ভাল আচরণ করতেন। সবার খোঁজ-খবর নিতেন। যার কারণে আমদেরও আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাজের মেয়ের অভাব সহজে হতোনা। ছোট বড় সবাইকে আগেই সালাম দিতে চেষ্টা করতেন। এটাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অভ্যাসগুলোর অন্যতম। সালাম অর্থ শান্তি। উনি বেশী বেশী শান্তি পাওয়ার ও দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এজন্য জীবনের শেষ অজু ও নামাজ পড়ে শান্তিতে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। আল্লাহ উনাকে বেহেশ্‌ত নসীব করুন।

রাজনৈতিক জীবন : উনার সাথে আমার শ্বশুর জামাই সম্পর্ক হওয়ার আগেই আমি উনাকে জানতাম। ছাত্রাবস্থায় থেকে উনি স্বচ্ছ রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এজন্য প্রতিপক্ষের মার খেয়েছেন জেলে গিয়েছেন কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শ হতে বিচ্যুত হননি। সারাজীবন নির্ভয়ে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে গেছেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত সুন্দর। সবাই তাঁকে সম্মান করতেন। দলমত নির্বিশেষে সবার তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। রংপুর জেলা মাঠে সব ধরনের রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা উনার জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারো কাছ থেকে কোনদিন তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যও শুনিনি।

সামাজিক জীবন : জীবনের এই অল্প সময়ে উনি বহু সামাজিক কাজ করেছেন। যার ফলে ১৯৮৬ সালে এম.পি নির্বাচিত হয়েছিলেন। রেডিও টেলিভিশনে রেজাল্ট দেওয়ার পর সারাবিশ্বে তা প্রচার হয়েছিল কিন্তু কুচক্রি শাসক এরশাদ তা ভন্ডুল করে তার প্রিয় ময়েন সরকারকে বিজয়ী ঘোষণা দেয়। খবর শুনে

www.pathagar.com

জনসাধারণ ডি. সি অফিস ঘেরাও করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলো। কিন্তু সহজ সরল মানুষ হওয়ার কারণে আব্বা আরো বেশী ফেতনা সৃষ্টির সম্ভাবনায় তা বাতিল করে দেন। উন্নত নৈতিক চরিত্রের লোক বলেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল রাস্তা-ঘাট, মসজিদ মাদরাসা, এতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের জন্য তিনি সারাজীবন নিরলস্ক পরিশ্রম করে গেছেন।

পারিবারিক জীবন : পারিবারিকভাবেও আব্বা বেশ শান্তিতে ছিলেন কারণ তিনি সহজে কাউকে বকাবকি করতেন না। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতা, বিনয়, দানশীলতা সবার হৃদয় স্পর্শ করতো। জামাইদের তিনি পুত্রতুল্য মনে করতেন। ১৯৮১ সালে দিনাজপুর জেলার সাটোয়ারী থানায় আমার পোষ্টিং হওয়ায় ২ বছর খুব ঘন ঘন রংপুর যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। যতই তাঁকে কাছে থেকে দেখেছি ততই তাঁর চারিত্রিক কোমলতায় মুগ্ধ হয়েছি। মেহমান ছাড়া কোন বেলা তাঁকে খেতে দেখিনি। পরম করুনাময় মেহেরবান উনার চার মেয়েকে চার ডাক্তারের কাছে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তারাও উন্নত পারিবারিক জীবনের মান ধরে রাখতে পেরেছেন। এসব কিছু আল্লাহর পরম দয়ায় সম্ভব হয়েছে। আমার ইরানে অবস্থানের কারণে আমার ছোট ছেলে-মেয়েরেরা উনার বাসায় বেশ কিছু দিন থেকেছে। সফর থেকে ক্লান্ত হয়ে এলেও নাতি-নাতনীদের খোঁজ-খবর না নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারতেন না। আব্বা তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করেছেন এবং নৈতিক ও অন্যান্য শিক্ষা দিয়েছেন।

বৈষয়িক জীবন : বৈষয়িক দিক দিয়েও উনি উন্নত জীবন যাপন করেছেন। ঢাকার নাখালপাড়ায় উনি কয়েক কাঠা জমি ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা উনার জমি জবর দখল করে লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি থেকে উনাকে বঞ্চিত করেছে। ইচ্ছা করলে বিশেষ উপায়ে উনি তা দখল করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা রাব্বুল আলামীনের কাছে শোপর্দ করে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। এত বড় রাজনৈতিক নেতা ও পীর সাহেব হয়েও তিনি সহজ, সরলভাবে জীবন কাটাতেন।

উনার এলাকায় তামাক চাষ হয় প্রচুর। ঐ চাষে লাভও বেশী। কিন্তু উনি তামাক চাষে কৃষকদের নিরুৎসাহিত করতেন। আমি যতবারই ঐ এলাকায় গিয়েছি। হাজার হাজার মানুষকে তামাক চাষ না করে ধান, গম ইত্যাদির চাষ করতে বলেছি। ডাঃ জাকির নায়েকের ভাষায় তামাক চাষ হারাম।

শিক্ষাগত জীবন : আব্বা আরবীতে এম, এ পাশ করে অধ্যক্ষ হিসাবে শিক্ষাবিস্তারে সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা করেছেন। উনার পিতাও ছিলেন শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তারের অন্যতম সংগঠক। আমি যখন প্রথম পাকুড়িয়া শরীফে যাই এই গ্রামে

www.pathagar.com

এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখে অবাক হয়ে যাই। এত প্রতিষ্ঠান চালানো কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলেজ অন্যত্র নিয়ে গিয়েছিল এবং কলেজ বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু উনার প্রচেষ্টায় আবার ঐ গ্রামে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতিম শিশুদের পড়ার বেশ যত্ন নিতেন।

দ্বীনদারী জীবন : দ্বীনের ব্যাপারে যেমন পড়াশুনা করতেন, বক্তব্য দিতেন এবং আমল করার চেষ্টা করতেন। মানুষের উপকার করার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। শীতের সময় ও মঙ্গার সময় অন্য মানুষের যাকাত, পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করে গরীব মানুষের উপকারে সদা ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। কাউকে খালি হাতে সহজে ফিরাতেন না। এত ব্যস্ততার মাঝে নাতি-নাতনীদের সাথে রসিকতাও করতেন। তাদেরকে ভালবাসতেন নাতি-নাতনীরাও তাঁকে অফুরন্ত ভালবাসতো।

উপসংহার : এই ক্ষণজন্মা মর্দে মুমিনের হাইপার টেনশন ও হার্টের অসুখ ছিলো। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছেন। তাই প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসেব-নিকেশ, ওলিয়ত ইত্যাদি প্রায় সব কাজই সমাপ্ত করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। রেখে গেছেন একরাশ শিক্ষা। আল্লাহ্ তাঁর কাজগুলো সাদকা জারিয়া হিসাবে কবুল করুন। আমিন।

"যে ব্যক্তি তিন কন্যা বা বোনের লালন-পালন করে, তাদেরকে ভাল আদব কায়দা শেখায় এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থাকে। তার জন্য আল্লাহ জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন।"

আল্লাহ তাঁর চার কন্যা সন্তানকে দ্বীনের শিক্ষা দিয়ে সে দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহ তাঁর অন্য নেক আমলের সাথে এ কাজকে কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন॥

লেখক: চক্ষু বিশেষজ্ঞ, ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, ঢাকা। মরহুমের দ্বিতীয় জামাতা।

www.pathagar.com

একটি মৃত্যু ও কিছু শিক্ষা

ডাঃ মুহাম্মদ নূরুল আমিন

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

"প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কোন প্রাণীর সাধ্য নেই এই মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়ার।" *(আল-কুরআন ৩ : ১৮৫ আয়াতাংশ)*

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ.

"তোমরা যেখানেই থাক এমনকি দূর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যে থাকলেও মৃত্যু তোমাকে পাকড়াও করবে।" *(আল-কুরআন ৪:৭৮ আয়াতাংশ)*

আমাদের চলমান জীবনে প্রায় সময়ই আমরা মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে থাকি। কিন্তু সব মৃত্যুই কি আমাদের অন্তর ছুঁয়ে যায়। মহা পরাক্রম সৃষ্টি কর্তার অমোঘ নিয়ম জানার পরও কোন কোন মৃত্যু এড়িয়ে যাওয়ার নিরর্থক বাসনা পোষণ করি। এটা আমাদের মানবীয় দূর্বলতা বই কিছু নয়। আমরা মানুষরা জানি আমাদের চাওয়াতে কিছু হয় না। মহান আল্লাহ তায়ালা যা চান তাই হয়।

আল্লাহ পাক বলেন :

وَمَا يَشَاؤُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَشَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ.

"তোমরা যা চাও তা হয় না বরং আল্লাহ যা চান তাই হয়। এই নশ্বর দুনিয়াটা সবাইকে ছেড়ে যেতে হয়। চরম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলেও কেউ নির্ধারিত সময়ের বেশী একটি মুহূর্তও থাকতে পারেনা।" *(আল-কুরআন ৮২: ২৯)*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً.

"কোন প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মৃত্যু বরণ করতে পারে না এবং তা নির্ধারিত কিতাবে লিখিত আছে।" *(আল-কুরআন ৩:১৪৫ আয়াতাংশ)*

আজকের এ লেখা আরম্ভ করতে গিয়ে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর প্রিন্সিপাল শাহ মুহাম্মাদ রুহুল ইসলাম (রাহিমাতুল্লাহ) এর ঘটনা বহুল জীবনের অসংখ্য

www.pathagar.com

ঘটনা মনে পড়ছে, তার কিঞ্চিতই আমার এ লেখার মধ্যে আসবে। আদর্শ মানুষ হিসেবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্যেই উনি প্রিয় বিশেষ করে উনার এলাকায়। সাধাসিধে হাসিমুখ অন্যকে সালাম দিতে সদা তৎপর সবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র তিনি। হঠাৎ করেই তিনি সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। আমি মরহুমের তৃতীয় মেয়ের জামাই। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আল্লাহর এই নেক বান্দার মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকার। তিনি তাঁর ওফাতের সময় আমার সিদ্ধেশ্বরীর বাসায় ছিলেন। আল্লাহ্র লাখ কোটি শোকরিয়া যে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অথর্ব কিংবা পঙ্গু জীবন যাপন থেকে নিরাপদ ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বের কিছু কষ্ট যেটা আল্লাহ পাক হয়তো অতীতের গোনাহ মাফ করার জন্যেই তাঁর প্রিয় বান্দাহকে দিয়ে থাকবেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ভীষণ কষ্টের মধ্যেও ফজরের সালাতের সময় হওয়া মাত্র অযু করে তিনি সালাত আদায় করেছেন। রোজ হাশরের দিনে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে আর সে জন্যেই হয়তো তিনি সালাতের প্রতি বেশী মনোযোগী ছিলেন। আল্লাহ পাক উনার নেক আমলগুলো কবুল করুন– আমীন।

১৮-০৫-০৮ ইং তারিখে সুবহে সাদেকের কিছু পরে সালাত আদায়ের পর পরই তিনি ইন্তিকাল ফরমান। মৃত্যুর ক'ঘন্টা আগেও রাত দশটার দিকে তিনি 'হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষা" সম্পর্কে একটা নোট লিখছিলেন। নোটটা এই স্মারক গ্রন্থেই কোন এক জায়গায় সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বীন ও ইল্মের প্রচার প্রসারে ও প্রতিষ্ঠার জন্যে এই মনীষী সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজে নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন। দা'য়ী হিসেবে উদাহরণ বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে। উনার শারীরিক, মানসিক, শ্রম ও আর্থিক সহযোগীতা দ্বীনের খেদমতে যা কিছু করেছেন তা আল্লাহ পাক আশা করি কবুল করবেন।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ.

"যা কিছু কল্যাণমূলক কাজ তারা করবে সেগুলো অস্বীকার করা হবে না। আল্লাহ পরহেজগার লোকদের খুব ভালো করেই জানেন।" *(আল কুরআন ৩ : ১১৫)।*

মরহুমের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দ্বীনি প্রতিষ্ঠান এতিমখানা, মসজিদ, মুসাফির খানা, সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান যে গুলো সাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে চালু থাকবে। ইল্মের জগতে বিচরণ মানুষের কল্যাণে যেটা মৃত্যুর পরও চালু থাকবে ইনশাআল্লাহ্। উনার আমলদার আহালও আল্লাহ চাহে তাঁর জন্যে কল্যাণের দোয়া করতে

www.pathagar.com

থাকবে। এসব দিক বিবেচনা করে আমরা আল্লাহর রাসূল (সা:)-এর সেই হাদীসটি স্মরণ করব যেখানে তিনি মৃত্যুর পরের আমলের কথা বলেছেন :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ ثَلاَثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ

যখন কোন লোক মারা যায় তার আমলসমূহ বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ব্যতীত (১) সদাকায়ে জারিয়া (২) কল্যাণমূলক জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় ও (৩) নেককার সন্তান-সন্ততি যারা তার জন্যে দোয়া করে।

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আশা করি মরহুমের মৃত্যুর পরও তিনটি কাজ চালু থাকবে এবং নেক আমল-হিসাবে আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে। উনার মেয়ে জামাই হওয়ার সুবাদে উনাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। উনার চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, আচার ব্যবহার ইত্যাদি মুয়ামেলাত সম্পর্কিত দিক ছিল খুব সাধারণ কিন্তু আকর্ষণীয়। আমার শ্বশুর বাড়ী, নিজের বাড়ী, সফরে এবং বিভিন্ন সময়ে উনার সাথে আমার সময় কেটেছে। বিশেষ করে আমার দ্বিতীয়বার হজ্বের সময় উনার সাথী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। হজ্বের সময় মক্কায় ও মদীনায় অবস্থানকালে সব সময়ে সবার কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখতেন। বিশেষ করে আমি যখন এক পর্যায়ে মদীনায় অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন উনি সফরের কাঠিন্য ও বিভিন্ন ঝামেলায় বিরক্ত না হয়ে আমার সেবা করেছেন। আল্লাহ পাক উনাকে সে জন্যে জাযায়ে খায়ের দান করুন- আমীন। তিনি ছিলেন একজন উত্তম সাথী। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও নেক বান্দাদের সাথে শামিল করুন। পরিশেষে তাঁর জন্যে আল্লাহর প্রদত্ত ঐ অবস্থার সৃষ্টি হোক– এই দোয়া করি।

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ، فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ ، وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

"হে প্রশান্ত আত্মা, তোমার প্রতিপালকের দিকে চলো এ অবস্থায় যে তুমি সন্তুষ্ট এবং প্রিয় পাত্র। আমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হও এবং প্রবেশ কর জান্নাতে।" *(আল-কুরআন ৮৯ : ২৭-৩০)*

লেখক: অধ্যাপক, এনস্থেসিয়া বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ। মরহুমের তৃতীয় জামাতা।

www.pathagar.com

আব্বুজী মোদের নূরের জ্যোতি

মুৎমাইন্নাহ্ খাতুন

সন তারিখ মনে নেই। লোকে লোকারন্য ভিড় ঢেলে আব্বুজীকে জড়িয়ে ধরে না! না!! না!!! আব্বুজীকে জেলে থাকতে দিবনা। আমার আব্বুজী কী অন্যায় অবিচার করছেন, কেন জেলে যাবেন? ছোট্ট অবুঝ মন বুঝ মানে না কাঁদছে তো কাঁদছেই। কার সান্ত্বনা কে শুনে? আব্বুজী তাঁর কত প্রিয় কত শ্রদ্ধার যার নূরানী চেহারা দেখে কলিজা-দেল ঠাণ্ডা হয়, যিনি কখনও রাগ করে কিছু বলেননি যার আদর সোহাগ মা! বাবা কত আস্তে ডেকেছেন। কচি মন কত প্রশ্ন? কী দেব তার জবাব। ছোট ছোট ভাই-বোন তো কত ছোট!

পিছন থেকে আমার দাদাজী যিনি রেখে যেতে পেরেছিলেন তাঁর উত্তরসূরী। যাঁর নেক কাজের তুলনা হয় না। যার পরশে মৃদু মৃদু আয় বোন আয় আল কুরআনের বাণী 'যারা ঈমানদার তাদের মহব্বত আল্লাহর জন্যই বেশী।' *সূরা বাকারা : ১৬৫*

ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কাফেলায় শরীক হয়ে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম সংগ্রামে লিপ্ত। পশ্চাত্যের পুঁজিবাদী শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী চক্র এবং সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর নির্মম নির্যাতন, শোষণ এবং ষড়যন্ত্র থেকে কোটি কোটি বঞ্চিত নিপীড়িত আদম সংন্তানকে মুক্তি-শান্তি ও সমৃদ্ধির সোনালী মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য বলিষ্ঠ শপথ নিয়ে আজ বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী বাহিনী আপোষহীন সংগ্রামে তৎপর। তাওহীদি সুরের জাগরনী ঝংকার তুলে আল্লাহর ভয়ে ঈমানকে মজবুত করে তাঁরই দলভুক্ত হয়ে তাঁরই নির্দেশ মোতাবেক কাজ করতে গিয়েই জেলে থাকতে হয়েছে? তখন কী আর এ বুঝ ছিল আব্বুজীর মত হাজার হাজার ভাইরা জেলে নির্যাতনের শিকার। ওরা অন্যায় ও অবিচারকারী নয় তারা মর্দে মুজাহিদ।

আরও একবার! আব্বুজীকে পল্টন ময়দানে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল হানাদাররা। তখনও অনেকে আহত হয়েছিলেন! আব্বুজীও আর একজন চাচার অবস্থা খারাপ হয়েছিল। আব্বুজীর রক্তাক্ত দেহ দেখে আমাদের বড় মামাজী এ্যাডভোকেট এ, টি সা'দী বলে পরিচিত তিনি চিনতে পারেননি দু' দুবার দেখেছিলেন। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র আমাদের খুররাম ভাইয়া বলেছিলেন, 'মামাজী' এইতো

www.pathagar.com

খালুজী এসব কথা শুনেছি পরে যখন মনে রাখার মত বয়স হয়েছে। আরও শুনেছি কত রক্ত দেখে ভাইয়া অজ্ঞান হয়েছিল।

আলহাম্‌দুলিল্লাহ! সেই ত্যাগের কারণে আমাদেরকে একই দলভুক্ত করেছেন প্রায় দশ/বার বছর আগে আব্বুকে বলেছিলাম 'আব্বু আপনি তো গাজী! মুচকি হাসলেন।

শতগুণের সমাহারের কয়েকটি দিক : ইবাদতে মশগুল প্রায় দেখতাম অনেক রাতে বাড়ী ফিরলেও কখনও ইবাদতের ব্যাপারে গাফলতি দেখিনি। অনেক ক্লান্ত -শ্রান্ত তারপর ঠিকই তাহাজ্জুদ নামায সময় মতো উঠে পড়তেন। কোন সময় চোখ খুলে একটু উকি দিয়ে দেখতাম আমার কলিজার টুকরো আব্বুজান দাঁড়িয়ে নামাযরত, কখনও রুকুতে অথবা সেজদারত। বুদ্ধি হবার পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একই অবস্থা আমার স্নেহময়ী জননীও তাই। দু'জনেই নামায পড়তেন। কতদিন এমন হয়েছে আব্বু সেজদায় কাঁদছেন। ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত নামায শেষ করে নফল নামাযও নিয়মিত আদায় করতেন। নামাযের ক্ষেত্রে খুশু ও খুযুর সাথে আদায় করতেন। নামাযের ক্ষেত্রে তাঁর একাগ্রতা আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো। আব্বুজী কোন বিপদ-মুসিবত এলেই আল্লাহর কাছে ধরনা ধরতেন। বলতেন, তোমরা একটুতে ঘাবড়িয়ে যাও! আল্লাহর কাছে ধরনা ধরলে আল্লাহ দেন না এটা হতে পারে না। আল্লাহ পাক দেওয়ার জন্য বসে আছেন। চাওয়ার মত চাইলে অঢেল দিবেন এমনিতেই তো আমাদের অ-ঢে-ল দিচ্ছেন? কই! আমিতো কখনও বিফল হইনি?

রমযান মাসতো ইবাদত বন্দেগীর মাস। আব্বুজীকে কখনও তারাবীর নামায ৮ রাকাত পড়তে দেখিনি। বিশ রাকাত তারাবীর নামায পড়তেন এবং বলতেন এমাস তো সওয়াব কামাই করার মাস। যত বেশী সঞ্চয় করা যায়, ততই লাভ। রমযান মাসে প্রতিটি ইবাদতই করতেন ধীরস্থিরে। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রতিটি ইবাদতে দেখেছি একাগ্রমনে করতেন। তাঁর গুণাবলী লেখনীর মাধ্যমে আমরা শেষ করতে পারবনা। আল্লাহ পাক তাঁকে এভাবে বাছাই করেছেন। তাকওয়া-পরহেযগারীর নিয়্যাতের নিষ্ঠা ও ইখলাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আদাল-ইহসান, সবর-কুরবানীর দিক থেকে কুরআনের ভাষায়: আস-সাবিকুনাস সাবিকুন? অর্থাৎ অগ্রগামীদের মধ্যে যারা অগ্রগামী তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা তাঁর কতগুলো গুণাবলীর মধ্যে হযরত ওসমান (রা:) গুণাবলী খুঁজে পাই।

www.pathagar.com

আম্মার সাথে আচরণ : আমরা দেখেছি আব্বু-আম্মুর মধ্যে সমান্তর মহব্বত। কখনও দেখেনি কটু কথা। আব্বুজী আমাদেরকে সব সময় কুরআনের আয়াত দিয়ে, রাসূল (সা:)-এর হাদীস দিয়ে মায়ের হক বেশী বুঝাতেন। প্রতিটি কাজে আম্মার পরামর্শ নিতেন। অনেক সময় বলতেন আল্লাহর রহমত আর তোর মা সংসারটাকে গুছিয়ে রেখেছেনে। আমরা ছোটবেলায় দেখেছি আব্বুজী আগে কবর জিয়ারত করতেন তার পর দাদাজীর সাথে দেখা করে দাদীর ঘরে ঢুকতেন তারপর আমাদের ঘরে আসতেন। এখন বুঝি আব্বু কত সচেতন ছিলেন। কোমল হৃদয় ছিলেন, আব্বুজীর শরীর খারাপ হলে আব্বু খুব ঘাবড়িয়ে যেতেন। ছোট ভাইটির জন্মের পর আম্মুর খুব শরীর খারাপ হয়েছিল আব্বুকে দেখেছি মসজিদে সেজদারত অবস্থায় ডাক্তার ডেকেছেন, ডাক্তার আব্বুজীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আম্মার চোখ অপারেশন। O.T.তে নেওয়ার সময় আব্বুজী সে কী কান্না আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বড় খালাম্মা সৈয়দা জাকিয়া খাতুন তিনি পাশে দাঁড়ানো ফুফু আম্মাকে বললেন, সাদেকা! তোমার ভাইকে ধরে কেবিনে নিয়ে যাও।

সন্তানদের সাথে আচরণ: সন্তানদের সাথে আচরণ কেমন ছিল তা কী লিখে হক আদায় সম্ভব! কখনও নয়! বিয়ের ২৭/২৮ বৎসরে কীভাবে আগলিয়ে রেখেছিলেন, তাতো শুধু আল্লাহ পাকই জানেন। সন্তানদের এমন ভালবাসা স্নেহ-মমতা তা খুব কমই দেখা যায়। আমরা যা পেয়েছি তা কল্পনাতীত। মা-বাবা ছাড়া তো কখনও কথা বলতেন না। কোন সময় সন্তানদের অসুখ-বিসুখ হলে একদিকে আল্লাহকে ডাকতেন অপরদিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেন। এখনও মনে পড়ে রংপুরে বিখ্যাত ডাক্তার জনাব মোহাম্মদ হোসেন চাচাজীর কাছে আসতেন বেশী। উনি খুবই পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। পারিবারিক ভাবে উনাদের পরিবার আমাদের পরিবারের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। দাদাজীর জীবদ্দশায় থেকে দেখেছি। আমরা উনাকে চাচাজী বলতাম চাচাজীও আমাদেরকে মা-ই বলতেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডাঃ ব্রেগেডিয়ার জেনারেল জাকির হোসেন। বিডিআর হত্যার মধ্যে যারা চৌকস, যারা দেশপ্রেমিক ছিলেন তাদেরকে হত্যা করেছিল। তাদের জন্য আমরা দেশবাসী দোয়া করি আল্লাহ পাক তাঁদেরকে শহীদি মর্যাদা দান করেন। নাতি-নাতীদেরকে জান দিয়ে ভালবাসতেন। শুধু কী তাই! ঢাকায় কোন মেয়ে জামাই, নাতী-নাত্নীর অসুখ হলে কখনো নিজের অর্থ কষ্টেরদিক চিন্তা করতেন না। চলে আসতেন ছুটে। সদকা দিতেন। এমন ভাগ্য ক'জনের হয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'লার বাণী–

কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারেনা। যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের আশা করে, আমি তাকে এখান থেকেই দেবো। আর যে আখিরাতের পুরস্কারের আশায় কাজ করে, আমি তাকে সেখান থেকে দিবো। আমার প্রতি কৃতজ্ঞদের অবশ্যি আমি প্রতিদান দিবো। *(আল কুরআন ৩:১৪৫)*

আমাদের আব্বুজী এ কুরআনের আয়াত অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করেছেন। আমাদেরকে সব সময় বলতেন আল্লাহকে ভয় কর তোমরাদের ছোট্ট মন! আম্মুজী ঘুমাতে গেলে ঘুমের দোয়া নবী রাসূল (সা:) কিসসা! মহিলা সাহাবীদের গল্প, হযরত খাদিজা (রা:), হযরত আয়েশা (রা:), হযরত ফাতেমা (রা:)-এর গল্প বিভিন্ন মহীয়সীদের গল্প শুনাতেন। যারা দুনিয়াতে ভাল কাজ করবে তারাই জান্নাতে যাবে। যারা খারাপ করবে তারা জাহান্নামে যাবে। জাহান্নাম যেখানে শুধু কষ্ট আর কষ্ট জান্নাত শুধু আরাম। ছোট্ট মন শুনেছি ছোট বেলায় মারা গেলে বেহেস্তে থাকবে, তাই বল্লাম, তাহ'লে তো ছোট বেলায় মারা যাওয়া ভাল। অত্যন্ত ধীর স্থীর আব্বুজী বললেন, এসব বলা যায়না মা! আল্লাহ পাক মানুষকে পাঠিয়েছেন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে। কিয়ামত পর্যন্ত কোন নবী রাসূল (সা:) আসবেন না। হযরত মুহাম্মদ (সা:) শেষ নবী, কাজেই আমরা যারা উম্মত তাঁদের নবী করীম (সা:)-এর আদর্শে চলতে হবে। আল্লাহ যা বলেছেন তাই রাসূল (সা:) করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনরা করেছেন, দেখনা মা! তোমার দাদাজী কীভাবে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকছেন, কীভাবে সময় দিয়েছেন, মা! আমার নানাজীও আল্লাহর পথে কাজ করেছেন। তোমার নানাজীও তাই। তাই আল্লাহর পথে কাজ করতে আমাদের সমস্যা নেই। সেদিক দিয়ে আমরা সৌভাগ্যবান। হক কথা বলা, নেক আমল করা আল্লাহর পথে কাজ করলে শুধু শান্তি আর শান্তি তাকওয়া অর্জন করলে জান্নাত রাসূল (সা:) বলেছেন, মানুষ যখন মরে যায় তখন তার থেকে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে তিন প্রকারের আমল তার সাথে যুক্ত থাকে। (১) সাদাকায়ে জারিয়া অর্থাৎ স্থায়ী সুফলদায়ী উপকারী দান বা অবদান (২) স্থায়ী সুফলদায়ী জ্ঞান ও শিক্ষা (৩) সৎকর্মশীল নেককার সন্তান রেখে যাওয়া যারা তার জন্যে দোআ করতে থাকে। (সহীহ মুসলিম আবু হুরায়রা (রা:)

এমন মৃত্যু কখনও দেখিনি: "কুল্লু নাফসিন যাইকাতুল মউত' কুরআনের ভাষা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। জন্মেছি মৃত্যু অনীবার্য। আমাদের আব্বুজীর মৃত্যু

www.pathagar.com

নিঃশব্দে। হাসপাতালে যাওয়ার সময় নেই। অবুঝ মন তখনও বুঝেনি কী হতে যাচ্ছে। আমাদের কোলেই তো ছিলেন আমরা বোনেরা জামাই নাত্নী, আমার মা জননী সবাই তো কাছেই। আমরা কাছেই ছিলাম কাছে টেনে আব্বা আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে যেন নিঃশব্দে আস্তে শুয়ে পড়লেন। আল্লাহ সুবহানাহু আমরা তো বুঝতে পারিনি আমাদের কলিজার টুকরো আব্বু আর দুনিয়াতে নেই। আমাদেরকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে গেলেন। বোন জামাইকে বল্লাম, হাসপাতালে নিবেন না? না আপা! আমার আব্বা যেভাবে চলে গেছেন, আব্বাও সেভাবে গেলেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। আমার বোন সহ ভাবলাম রাতে ঘুম হয়নি তাই তো এখন ঘুমাচ্ছেন। এটা ভেবেই তো মাথাটা আমি সোজা করে আমার বোন পা দু'টো সোজা করে দিল। এমন সুন্দর মৃত্যু তো চোখে দেখিনি।

দাদাজী-দাদীজা : আমরা দেখেছি দাদাজীকে আব্বুজী শ্রদ্ধা করতেন তো অবশ্য ভয়ও পেতেন। দাদাজীর সামনে আব্বুজী অনেক আস্তে আস্তে কথা বলতেন। দাদাজী অল্প কথা বলতেন। আব্বুজী জেলে থাকাকালীন দাদাজীকে খুব কাঁদতে দেখেছি। ছেলেকে এত ভালবাসতেন যা না দেখলে বুঝা যেত না। আমরা তখন সবাই ছোট বিশেষ করে ছোটরা তো অনেক ছোট। আল্লাহর কাছে কেঁদেছেন, আমাদেরকে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। আমরা যাতে বাবার অভাব বুঝতে না পারি সেজন্য সব সময় খেয়াল রাখতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়ে গেল, দাদাজীর নিয়ম ছিল কোন কিছু ঘটলে বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে ডাক দিতেন খুব আস্তে। সেদিনও ব্যতিক্রম হলনা– বউমা! বউমা!! শোন আমার সোজা ছেলের কান্ড। আমি বাহিরে বসা ফকির এসে সুজাকে বলল আপনার গায়ের জামাটা দেন অমনি ও হাসতে হাসতে খুলে দিয়ে দিল। আম্মা বললেন, আব্বাজান, ঐ জামাটা আজই নতুন গায়ে দিয়েছেন। ঐ ধরনের ঘটনা যে কত ঘটেছে তার ইয়াত্তা নেই। দাদাজী খুব খুশি হয়েছিলেন দাদাজী খুব অসুস্থ। চিকিৎসা চলছে, আলহামদুলিল্লাহ সে অসুখে দাদাজী কিছুদিনের জন্য সুস্থ হয়েছিলেন। আব্বুজী নাকি বলেছিলেন, আমার গায়ের চামড়া বিক্রি করে হলেও বাবার চিকিৎসা করব। সুস্থ হয়ে শুনে যা খুশি হয়েছিলেন।

দাদাজী আব্বাকে অনেক ভালবাসতেন, আব্বুজী যখন বাহির থেকে ঘরে ঢুকতেন তখন দাদীজীর ঘরে প্রথম ঢুকতেন তারপর নিজের ঘরে ঢুকতেন। এখন মনে হয় দাদাজীকে যদি বলতাম আব্বুর ঘটনাগুলো লিখেন তাহলে কতই না ভাল হত। দাদীজীর মুখে শুনেছি আব্বুজী ছিলেন দাদীর আব্বুর অর্থাৎ আব্বার নানাজীর

www.pathagar.com

প্রথম নাতী। এত আদর আর হয়না। নানা বাড়ীতে মামারা খালারা তো মা-শা-আল্লাহ বড় মাপের জবরদস্ত আলেম। আব্বুর নানা বাড়ী সৈয়দপুর শহরে। জবরদস্ত আলেম যেমন আব্বুজী নানাজী ছিলেন তেমনি তাঁর সুযোগ্য সন্তানরা হাফেজ মওলানা যেমন তেমন একেবারে খাঁটি। বড় বড় খ্যাতিমান আলেমদের মত। ইসলামের ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞান ও গুন ছিল অগাধ ও দিবালোকের মত পরিচ্ছন্ন। তাদের বিরাট মাদরাসা এত আদর আব্বুজীর নামে মাদরাসা রেখেছেন দারুল উলুম রুহুল ইসলাম মাদরাসা দাদীজী বলেছেন, নাতী এত প্রিয় ছিল যে মাদরাসা ওর নামে রেখেছেন। আব্বুজীর সাথে দাদীজী কথা বলছেন খোলামেলাভাবে। আব্বুজী খুটে খুটে জিজ্ঞাসা করতেন দাদীজী ছিলেন বড় মাপের মানুষ।

ভাই-বোন : আব্বুজীরা ৫ ভাই একমাত্র বোন। দাদীজী এত সুন্দর নাম রেখেছেন সন্তানদের যা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়।

১. বড় ছেলে শাহ মোহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা
২. শাহ্ মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস জোনায়েদ
৩. শাহ্ মোহাম্মদ রুহুল মোয়াজ্জুম শীবলী সাদেক
৪. শাহ্ মোহাম্মদ রুহুল মোকাররম শোয়ায়েব
৫. শাহ মোহাম্মদ রুহুল মাহমুদ ওজায়ের।
একমাত্র বোন সাইয়েদা সাদেকা খাতুন।

বড় চাচাজী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, এখন এত মুক্তিযোদ্ধাদের কদর, আব্বুজী বলেছেন আমাদের বাড়ীতে ২জন মুক্তিযোদ্ধা। বড় চাচাজী আর আমাদের চাচাত ভাই শাহ মোঃ আজহারুল হক লুলু, লুলু ভাইয়ের কথা শুনেছি একদম সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার সাথীরা আজও বেঁচে আছেন। কখনও তাঁদের কিংবা আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোন ফোকাস ছিলনা। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন দেশ রক্ষার জন্য। দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ঈমানী দাবী! এটা ফোকাসের কী আছে? কিন্তু এখন তো যা দেখছি যারা ছোট অথবা জন্ম হয়নি তারাও মুক্তিযোদ্ধা, দাদাজীর সন্তান অথবা আব্বুজীর ভাই সে কারণে হয়ত চাপা পড়ে আছে। দু'জন আজ দুনিয়াতে নেই। আল্লাহ পাক যেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় চাচাজী ও ভাইকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশ স্বাধীন করেছেন এ সওয়াবের অছিলায় উনাদের জান্নাত নসীব করুন আমীন।

মেজ চাচাজী শিক্ষকতা করছেন এবং উনি আ-জীবন সমাজ সেবামূলক কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আল্লাহ রহম করুন। সেজ চাচাজী শিক্ষকতা করতেন, অল্প বয়সে

www.pathagar.com

চলে গেছেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলেন। উনার দান কেউ জানতনা, তাহাজ্জুদ নামাজে সেজদারত থাকতেন দীর্ঘক্ষণ, কাঁদতেন, শুধু আল্লাহরই কাছে। চাচী আম্মার মৃত্যুর চল্লিশ দিনের মধ্যে তিনি চলে যান। দাদীও বেঁচে ছিলেন তখন, এক করুন ট্রাজেডী আমাদের পরিবারের, গরীবের উপকার করতেন চুপে চুপে। তিনি অত্যন্ত কাছে টানতেন সবাইকে আমাদের খুবই আদর করতেন। আল্লাহ পাক জান্নাত নসীব করুন আমীন।

ছোট চাচাজী আমাদের অনেক আদরের আব্বুজীর অবর্তমানে মেজ ও ছোট চাচা সবাইকে নিয়ে কাজ করছেন। ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে কেউ নয় এবং দুনিয়ার পাওয়ার আশা নয় আখেরাতের কাজ করছেন নিরলসভাবে। আল্লাহ পাক সুস্থ রেখে কাজ করার তৌফিক দান করুন আমীন।

একমাত্র বোন : সাইয়েদা সাদেকা খাতুন, অত্যন্ত আদরের সবাইর। আব্বুজীকে কত আদর করে ডাকতেন ফুফু আম্মাকে যা না দেখলে বুঝা যেত না। প্রফেসর সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী ছিলেন একমাত্র বোনের জামাই। যাকে আমরা ফুপাজী বলতাম। করটিয়া কলেজের প্রফেসর ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিকদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি। যোগ্য বোনের যোগ্য জুরী মিলাতে ভুল করেননি আব্বুজী। মৃত্যুর আগের দিনে বোনকে দেখতে যাবেন এমন কথা বলেছিলেন। একমাত্র বোন ভাইদের কী ভাবে শ্রদ্ধা করতে তা না দেখলে বুঝা যাবেনা। আম্মু বলতেন, তোর ফুফু এত আদরের কিন্ত বড় ভাই-ভাবীর সাথে কথা বললে বিনিয়ের সাথে বলেন। ঢাকার অদুরে হাজী ক্যাম্পের কাছে ফুপাজীর মসজিদের সাথে বাড়ী করেছেন, সেখানে আছেন। শরীর ভাল যাচ্ছেনা আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করুন আমীন।

আমাদের ফুপাজী আমীর ছিলেন কিছুদিন।

ভাজিজা-ভাতিজী : ভাইয়ের ভাতিজা-ভাতিজী মা-শা-আল্লাহ সবাইকে এমন আদর-স্নেহ দিয়ে ভরিয়ে দিতেন। প্রত্যেকের দাবী আমাকেই বেশী আদর করেন। আত্মীয়-স্বজনের হকের ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। আল্লাহর নির্দেশ মত হক আদায়ের চেষ্টা করতেন। দু'চাচাজী আব্বুজীর আগে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ায় খুব খেয়াল করতেন। প্রত্যেককে একামতে দ্বীনের কাজ করার উৎসাহ দিতেন। আখেরাতে একসাথে থাকার কথা বলতেন। আল্লাহর পথে থাকলে আল্লাহর নির্দেশ মতে কাজ করলে পরকালে একসাথে থাকা যাবে। সে ব্যবস্থা দুনিয়াতে করতে হবে।

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজন : আত্মীয়তার হকের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। পড়াশুনা, চিকিৎসা, বিয়ে-শাদী, সব ব্যাপারে এগিয়ে যেতেন। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে দূর দূরান্ত থেকে মাইক্রোবাস, বাস, প্রাইভেটকারে করে এক নজর দেখতে এসেছিলেন। আব্বুজীও খেয়াল করতেন কুরআনের "আত্মীয়গণ আল্লাহর কিতাবের আলোকে একে অপরের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।" *(সূরা আনফাল ৭৫, সূরা আহযাব ৬)*

আব্বুজীর মামারা ও একমাত্র খালা: আব্বুজীর মামারা অনেক বড় আলেম। যেমন চেহারা তেমন যোগ্যতা। মামাদের কান্নায় সে জায়গা যেন ভারী হয়েছিল। হাফেজ-মাওলানা বড় মাপের। আব্বুজী মামাদেরকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। মামারা ও খালা বলেন, 'আমার বাবার মত দ্বীনের এলেম, মজবুত ঈমান, উন্নত নৈতিক চরিত্র তাকওয়া পরহেজগারী দ্বীনদারী আল্লাহর খাঁটি পাবন্দ বান্দা আর দেখেনি। আমরা ওর মধ্যে অনেক গুণের সমাহার দেখেছি। এতসব গুণ খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। একমাত্র খালার অভিমত, বাবাকে হারিয়ে সুজা বাবাকে ডাকলাম সে বাবাও আজ ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, বাবার এত সুন্দর তেলাওয়াত যেন কুরআনের হাফেজ।

ইসলামী জ্ঞান ও চিন্তার অগ্রগামি পথিক। ইসলামের ব্যাপারে তাঁর ইলম এবং জ্ঞান বুঝ ছিলো অগাধ ও দিবালোকের মতো পরিচ্ছন্ন। দীনের ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে ছিলেন আলেমদের উস্তাত। নিজের প্রচারবিমুখ ছিলেন। এতটা সহস সরল জীবন যাপন করতেন সাদা মাটা লেবাস পরতেন অথচ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। তাঁকে দেখলে যে কেউ সহজে অনুমান করতে পারতো তিনি দুনিয়ামুখী নন আখেরাত মুখী। সব সময় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁকে দেখলে যে কেউ মনে করতেন একজন খোদার পথের সৈনিক। নিজেকে ফানাফিল ইসলাম যাতে ইসলামী আন্দোলনের পূর্ণ চিত্র যেন পরিস্ফুট হয়ে পড়ে। নবী করীম (সা:) এটাকে এভাবে বলেছেন, "এদের সাথে দেখা হলেই আল্লাহর ইয়াদ আসবে, আল্লাহর কথা মনে পড়বে।" ইসলামের ক্ষেত্রে ছিলেন আপোষহীন। ইসলাম যা বলছেন তাই তিনি করতেন। আল্লাহর হুকুম পালনের ব্যাপারে কুরআনের বাণী মনে পড়ে যায়। "যারা ঈমান এনেছেন, আর আমলে সালেহ করেছে, অবশ্যি তারা সৃষ্টির সেরা। তাদের প্রভুর কাছে তারা পুরস্কার পাবে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাজি হয়ে গেছেন আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্যে যে তার প্রভুকে ভয় করে। *(আল-কুরআন ৯৮ : ৭-৮)*

www.pathagar.com

বুদ্ধি হবার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মনের পর্দায় ভিডিওগুলো যখন মিলাই তখন তো তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা। ইসলামের বিধান মোতাবেক যে সকল ইবাদত সম্পাদন করে একজন মুমিন তাকওয়ার গুন অর্জন করে আল্লাহর রঙ্গে নিজকে রঙ্গিন করে তোলে আমার আব্বুজী আমাদের দিক নির্দেশনাকারী আল্লাহর রাহে জীবন কোরবানকারী সবার শ্রদ্ধার পাত্র আমাদের বাপজান। আল্লাহ্ রহমানুর রহীম তাঁকে মুহসীন বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

আব্বুজীর বক্তব্য শুনেছি বলিষ্ঠ ও মর্মস্পর্শী। এত সুন্দর ও মধুর ভাষায় অথচ বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখতেন যেন মনে গেঁথে যায়। আমাদেরকে পারিবারিক বৈঠকে বলতেন কুরআন হাদীস ইসলামী সাহিত্য বেশী বেশী মনোযোগ সহকারে পড়লে কথা স্পষ্টভাবে বলা যায়। আমরা বলতাম 'আব্বু' আপনার মত পারবনা, ছোট্ট উত্তর 'এটা আমার কোন ক্রেডিট নয় কুরআনের মুলে যা।

ইসলামী আন্দোলন করতে হলে মাগো তোমরা 'সবর ও হিকমত' অবলম্বন করবে ধৈর্য ও তাওয়াককুল একমাত্র ভরসা। কে কি করল সেটা বড় কথা নয় আমি কি করলাম এটাই হল কথা। কথার জবাব দেওয়া আব্বুজীর খুব অপছন্দ ছিল। শাহাদাতের আঙ্গুলী দু'ঠোটের মাঝখানে দিয়ে বলতেন একেবারে চুপ থাকতে হবে। কথার জবাব দিলে বড় হওয়া যায় না। চুপ থাকলে বরং বড়। এ প্রসঙ্গে দাদীজীর এক প্রবাদ বাক্য "মারো আর ধর পীঠে দিয়েছি কুলো, বকো আর ঝকো কানে দিয়েছি তুলো।" চুপ থাকলে আল্লাহর সাহায্য আসে কিন্তু উত্তর দিলে আল্লাহর সাহায্য আসেনা।

আমাদের বাড়ীতে বাসায় অথবা আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় কাজের সহযোগীতার জন্য যে মেয়েরা আছে তাদের সাথে একটু রাগ করলে বলবে, "নানা তো কারও সাথে রাগ করত না। মেয়েদের কষ্ট লাঘব হবে বলে সারা রাস্তায় কষ্ট করে বাচ্চাদের কোলে করে আনতেন। কেউ কেউ সারা রাস্তায় বমি করত ঘৃনা করত না এটা ছোট্ট জবাব মেয়েদের কষ্ট লাঘব হবে?

এখন শুধু চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে যে বাবা তার সন্তানের জন্য এত খেয়াল এবং কষ্ট করেছে তাঁর হক আদায়ের ব্যাপারে সন্তানরা তো কষ্ট করেনি? কই না তো মাথায় হাত বুলিয়ে যে পিতা দীর্ঘ সফরে চলে গেলেন কই সন্তানদের তো মুরাদ হল না একটু মাফ চাওয়ার? এমন বাবা কী কারো ভাগ্যে জুটেছে। বাড়ীর কাজের সহযোগীতার জন্য যে বাচ্চাদের এনেছেন তাদের পরিবারে কাঁন্নার রোল আমাদেরকে খেয়াল করবে?

www.pathagar.com

হায় আল্লাহ্ তোমার বাণী কখনও মিথ্যা হতে পারেনা, "কোন ব্যক্তিই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মরতে পারেনা। যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের আশা করে আমি তাকে এখান থেকেই দেবো। আর যে আখেরাতের পুরস্কারের আশায় কাজ করে, আমি তাকে সেখান থেকে দিবো। আমার প্রতি কৃতজ্ঞদের অবশ্যি আমি প্রতিদান দিবো। *(আল কুরআন ৩: ১৪৫)*

হে মনিব! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আমাদের কলিজার টুকরো আব্বুজী কখনও দুনিয়ার জন্য আশা করেননি আখেরাতের পুরস্কারের আশায় করেছেন। একই সাথে জান্নাতে থাকার জন্য দুনিয়াতে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন হে আল্লাহ দুনিয়ায় ভোগ করেননি একমাত্র তোমারই ভয়ে। খুলুসিয়াত যার মহৎ গুণ। যিনি আল্লাহর জিকির এ মশগুল থাকতেন। আব্বুজীকে তুমি জান্নাতে দাখিল কর। জীবিত থাকতে হক আদায় করতে পারিনি আল্লাহ তুমি মাকে হায়াত দাও হক আদায় করার ব্যাপারে তুমি আমাদের সাহায্য কর তোমার শিখানো দোয়া "রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সগিরা।"

আল্লাহর বাণী–

"হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে এসো তোমার প্রভুর কাছে তুমি তো তোমার প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট আর তোমার প্রভুও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। এসো শামিল হও আমার প্রিয় দাসদের মধ্যে আর দাখিল হও আমার জান্নাতে।" *(আল-কুরআন ৮৯: ২৭-৩০)*

ক্ষমা সুন্দর মন : ১৯৮৬ নির্বাচনে জয় পরাজয় ঘোষণা হল। যারা টিভির সামনে বসেছিলেন তারা অবশ্যই ঘোষণা শুনেছেন। রংপুর ২ আসন থেকে জামায়াত প্রার্থী শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া জয় লাভ করেছেন। আমাদের বড় খালাম্মার মুখে শুনেছি। খালাম্মা টিভির সামনে বসা ছিলেন। আমরা তখন জেদ্দা অবস্থান করছি। আমরা এমনিতেই জয়ের খবর পেলাম, পরদিন দৈনিক পত্রিকায় নাম দেখলাম, বড় সন্তান হিসেবে খুশী তো বটে। অনেক ভাই-বোনরা মিষ্টি খেতে চেয়েছেন বলে মিষ্টিও বানালাম। কিন্তু মনে মনে একটা অজানা আতংক কেন যেন কাজ করছিল। আব্বুজীকে দিবে কী জানি কী হবে!

পরের খবর নাহ্! ব্যালট বাকস্ আর্মিরা নিয়ে গেছে। "জোর যার মল্লুক তার।" তখন যারা এসব কাজে নিয়োজিত ছিলেন তারা এখনও অনেকে বেঁচে আছেন। যে আসন থেকে তিনি নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন সে আসনে সবার শ্রদ্ধার পাত্র। জনগণ কেউ পরবর্তী ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিলনা তারা সবাই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। জনগণ মনের মানুষকে পেয়েছেন তাহলে শান্ত হবে কেন? কিন্তু! কিন্তু!! কিন্তু!!! যে বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন মুক্তিই হলো জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তিনি কী আর বিশৃংখলা করতে দেন। নাহ্ এটা কোন আদর্শ নয়?

www.pathagar.com

যে আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত তাঁর শিক্ষা এটা নয়। তাই পাহাড় সম ধৈর্য ও আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করে সবাইকে মাঠে ডাকলেন সবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন স্বভাব সূলভভাবে আপনারা ধৈর্য ধরুন, আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন আল্লাহ এর প্রতিদান দিবেন। বিশৃংখলা আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ। আমাকে শ্রদ্ধা করেন ঠিক আছে তাই বলে এমন কোন কাজ করা যাবে না যা আল্লাহ ও রাসূলের (সা:) পরিপন্থী। শান্ত হউন! শান্ত হউন!! আমরা আল্লাহর পথের সৈনিক আমরা আল্লাহর জন্য কাজ করেছি, ভবিষ্যতেও করব ইনশাআল্লাহ। আমি ক্ষমা করে দিলাম। আপনারও করুন ইনশাআল্লাহ। আমাকে আপনারা কাছে পাবেন।

উত্তেজিত জনতা এটা আশা করেনি কিন্তু আব্বুজীর দক্ষতার কাছে সেদিন তারা হার মেনেছে। ঐদিন এমন অবস্থা হয়েছিল সেদিন আব্বুজীর তো জনতাকে ধামাতে বেগ পেতে হয়েছে। জনতার কণ্ঠে সেদিন আমরা এ রায় মানব না! না!! না!!! শব্দ। কিন্তু উপায় নেই নেতার নেতৃত্বদানকারী তো একজন খাঁটি মুমিন বান্দা। খুব শান্ত ও বলিষ্ঠ ভাবে জনতাকে শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ। তবে জনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তারা আর ঐ হাটে যাবে না পাল্লার হাট নামে নাম দিয়ে মাঠেই হাট শুরু করে দিল। আজও সে হাট বিদ্যমান এমনি কমল মনের, ক্ষমা সুন্দর মনের অধিকারী আমাদের আব্বুজী।

একবার এক হিন্দু পুরোহীতের সাথে হঠাৎ দেখা আমরা তিন বোন ভাই ও অন্যান্যরা ছিলেন, বললেন, আমরা এ গ্রামে বাস করে খুব স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। এ পর্যন্ত আমরা কখনও কোন অসুবিধায় পড়িনি। হিন্দু মুসলমান বলে কোন অসুবিধা হয়না। মিলেমিশে আছি এটা একমাত্র আপনার দাদা ও আব্বার জন্য। মনে মনে শোকরিয়া জানালাম আল্লাহর দরবারে। তাদের খোদার নির্দেশ মোতাবেক চলার জন্য?

কায়মনো বাক্যে মহান প্রভুর কাছে ফরিয়াদ জানাই। হায় আল্লাহ? সাহাবায়ে কেরামের অনুসারী একজন ইকামতে দ্বীনের সিপাহসালার যার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের ত্যাগের কথা লিখনীর মাধ্যমে শেষ করতে পারব না। যিনি শুধু আমাদের ত্যাগ ও কোরবানী শিখিয়েছেন যার প্রেরণায় আন্দোলন করার উৎসাহ পেয়েছি। দানের ক্ষেত্রে তিনি যে কোরবানী শিখিয়েছেন আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রাজী তিনিও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর দরবারে পৌঁছে গেছেন। রহমানুর রহীম আমাদের আব্বুজীকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন আমীন।

লেখিকা : মরহুমের বড় মেয়ে।

www.pathagar.com

বাবা আমার বাম নিলয়

মুকাররমা

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক করোনা এবং পিতামাতার প্রতি উত্তম আচরণ কর।" *(সূরা আন নিসা : ৩৬)*

"হে আমার প্রতিপালক। আমাকে আমার পিতামাতাকে ও আমার গৃহে মুমিন রূপে প্রবেশকারীদেরকে এবং সকল ঈমানদার নর-নারীকে ক্ষমা করুন।" *(সূরা নূহ : ২৮)*

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন : তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, সে হতভাগা ব্যক্তিটি কে? হুযুর (সা:) বললেন, সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারলনা"। *(মুসলিম)*

'বাবা শব্দটি কত মধুর। কত গাম্ভীর্যপূর্ণ, কত শ্রদ্ধাশীল, কত ছায়া। হঠাৎ করে যেন আমাদের 'বাবা' আল্লাহর ডাকে চলে গেলেন। সারাজীবন যে বাবাকে দেখেছি একজন দায়িত্বশীল বাবা হিসাবে। দেখেছি একজন আল্লাহর দা'য়ী হিসাবে, কুরআনের বাস্তবরূপ যার চরিত্রে ছিল অটল। ইসলামের একজন মূর্তপ্রতিক। যার কথা ও কাজে কত মিল।

"তোমরা কেন সেই কথা বল যাহা কার্যত করনা? আল্লাহর নিকট ইহা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলিবে এমন কথা যা কর না।" *(সূরা সফ ২-৩)*

যে বাবাকে আমরা হারিয়েছি গত ১৮ মে ভোর ৪:৪০ মিনিটে। যার সন্তান হতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। তিনি আমাদের পিতা শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম।

১৬ মে থেকে প্রস্তুতি আব্বা আম্মা, ঢাকা আসবেন। ১৬ তারিখ নানাজীর তাফসীর মেঝ খালাম্মার বাসায় মগবাজার কাজী অফিসে। আব্বা আম্মা রংপুর থেকে সকাল ৭টার বাসে রওয়ানা দিয়ে ২টার মধ্যে শ্যামলী পৌঁছলেন। সালেহীনের পরীক্ষা, ড্রাইভার নেই তাই সালেহীন ওর নানাকে বাস ষ্ট্যান্ড থেকে

www.pathagar.com

বাসায় নিয়ে আসার জন্য গাজীপুর আই, ইউ, টি থেকে ঢাকায় এসে শুধুমাত্র নানার কষ্ট হবে এজন্য এসেছিল। বাস ষ্ট্যান্ড থেকে নাফিসকে সহ সালেহীন যাওয়ার পথে আমাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিল মগবাজার যাওয়ার জন্য। আমার ছোট বোন মুয়াজ্জমার বাসায় যাওয়ার পরে আব্বা বললেনঃ বেটী আমার শরীর ভালনা, আমি দাওয়াতে যেতে পারবনা। আব্বা দুপুরে খেয়ে ঘুমাতে গেলেন। আমি, আম্মা ও মুয়াজ্জমা ৩:৩০টায় মেঝ খালাম্মার বাসায় যাই। মাগরিবের আগে আব্বার সাথে দেখা করার জন্য আবার সিদ্ধেশ্বরী যাই। মাগরিব পড়ে আবার আব্বার সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে বাসায় চলে আসি। শনিবার ছোট মামুজীর বাসায় আব্বা-আম্মা যাবেন তাই আমরা কেউ ঐ দিন যাইনি। রাত ৩:৩০ মিঃ স্বপ্নে দেখি প্রচণ্ড ঝড়। আমরা কেউ রক্ষা পাচ্ছিনা সে ঝড়ের তান্ডবে। বিছানা থেকে উঠে নামাজ পড়ে বিপদাপদ থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। কিছুক্ষণ পরই মুয়াজ্জমা ফোন করল। "আব্বা বমি করেছে শরীর ভালনা, এ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছে, তুমি ফার্মগেইট থেকে বাংলাদেশ মেডিকেলে যেও আমরা রওয়ানা দেওয়ার সময় জানাব।" নামাজ পড়ে রেডি হয়ে অপেক্ষা করছি। কখন ফোন পাব। মুয়াজ্জমা পরে ফোন করল। আপা বাসায় চলে এস।" তখনো মনে করিনি আব্বাকে জীবিত পাবনা। তাড়াতাড়ি নেমে রাস্তায় গেলাম। রিক্সা, সি. এন. জি, ক্যাব কিছুই পেলামনা। অনেকক্ষণ পর সি.এন.জি পেলাম। মুয়াজ্জমার বাসায় গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তাতো কোন সময় ভাবিনি। আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবার নিস্প্রাণ দেহ। আমাদের বাবা তাঁর প্রভুর ডাকে চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। ফজর নামাজ পড়ে আবার অজু করে তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে পাক পবিত্র অবস্থায় আব্বা চলে গেলেন। কোনদিন মনে হয়নি আব্বা এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। মনকে প্রবোধ দেওয়ার ঐ মুহূর্তে সত্যিই কষ্টকর। অন্যের আপনজন মারা গেলে কত সান্ত্বনা দিয়েছি আজ তো সান্ত্বনা খুঁজে পাইনা। সব আত্মীয়-স্বজন খবর পেয়ে চলে আসলেন। মেঝ খালুজী (জনাব অধ্যাপক গোলাম আযম) আসলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র, ভায়রা ও ইসলামী আন্দোলনের সাথীকে দেখতে। চাচাত, ফুপাত বোনেরা তাদের পিতাকে হারিয়ে দীর্ঘদিন যার ছায়াকে পিতার ছায়া পেয়েছিল তাদের ক্রন্দন আকাশ বাতাস ভারী করে দিল। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ল। ১২টায় মুয়াজ্জমার এপার্টমেন্টের নীচে খালুজীর ইমামতিতে ১ম নামাজে জানাযা হলো। ২য় নামাজে জানাযা বায়তুল মুকাররম বাদযোহর হওয়ার পর রংপুর রওয়ানা হলো। রাত ৮টায় রংপুর পৌছলাম। বাবাকে রাখা হলো রংপুর মেডিকেল কলেজে। পরদিন

www.pathagar.com

সকাল ৯টায় জেলা স্কুল মাঠে ২য় নামাজে জানাযার পর তাঁর নিজগ্রামে নিয়ে যাওয়া হলো। সকাল থেকে সারা এলাকায় লোক ভরে গেছে। যাদের জন্য বাবা আমার সারাটি জীবন কষ্ট করেছেন তারা তাদের প্রিয় ব্যক্তির জন্য ছুটে এসেছে পাগলপ্রায় লোকগুলো হঠাৎ করে তাদের প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর শোক সামলাতে পারছেনা। লাখ মানুষের পদচারণায় কলেজ মাঠে ৪র্থ নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হলো। আমাদের কারো বাবা, কারো ভাই, কারো মামা, কারো চাচা, খালু, ফুপা কিন্তু উপস্থিত এ জনসমুদ্রের কত আপনজন ছিলেন আমার বাবা। চোখে না দেখলে মানুষের উপস্থিতি তাদের ক্রন্দন কোন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। এভাবে যোহরের পর বাবাকে তাঁর কবরে শায়িত করল তাঁর দুই ছেলে ফজলে রাব্বী-ফজলুল্লাহ ও দুই ভাতিজা রায়হান-নজীব। "হে প্রশান্ত আত্মা, তোমার খোদার দিকে চল। এরূপ অবস্থায় যে, তুমি তোমার ভাল পরিনতির জন্য সন্তুষ্ট এবং তোমার খোদার নিকট প্রিয়পাত্র।" এরপর তাঁর ছোট স্নেহের ভাই আমাদের ছোট চাচা প্রাণস্পর্শী ভাষায় আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলেন।

দা'য়ী হিসাবে আমার বাবাকে দেখেছি উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে। ঐতিহ্যবাহী পীর পরিবারের সন্তান হিসাবে তাঁর যে প্রভাব ছিল তা তিনি খাটিয়েছেন দ্বীনের জন্য। কোন অহমিকা তাঁর মধ্যে স্থান পায়নি। দূর্গম পথ অতিক্রম করে আল্লাহর দ্বীনের কাজ করে গেছেন। পরিবারের ১৫০ বছরের যে কাজ যা জামায়াতের সাথে সম্পৃক্ত দাওয়াত ও তাবলীগ, তানজিম তারবিফত, ইসলাহে মুয়াশারা, ইসলাহে হুকুমত একাজ করার পেছনে কোন ক্লান্তি তাঁর দেখিনি। অতীতের দিকে তাকালে সে দৃশ্য এখনও যেন জ্বলজ্বল করে স্মৃতিতে ডেকে উঠে। বাবার সফরে যাওয়া। সফর থেকে প্রত্যাবর্তন। সারা বাংলাদেশে গুটিকতক ত্যাগী সিপাহসালার এভাবেই পরিবারের মায়ায় আবদ্ধ না থেকে আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতিষ্ঠার কাজেই পাগলপারা ছিলেন।

"তোমরাই সর্বোত্তম দল যাদেরকে মানবজাতির হেদায়েতে ও সংশোধনের জন্য ময়দানে আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ কর ও অসৎকাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।" *(সূরা আলে ইমরান ১১০)*

দিনাজপুর থেকে অধ্যাপক আবদুল্লাহিল কাকি চাচা, রংপুর থেকে আব্বা, জবান চাচা, নজরুল চাচা। গাইবান্দা থেকে আব্দুল গফুর চাচা একই ট্রেনে সাংগঠনিক প্রোগ্রাম করার জন্য ঢাকা আসতেন। মাঝে মাঝে তাঁদের সাথে সফর করার সুযোগ হয়েছিল। তাঁদের আন্তরিকতা ভুলার নয়। তাঁদের চরিত্র তো পাক

www.pathagar.com

কালামের সে পবিত্র আয়াত "আল্লাহ্ তো ভালবাসেন সেই লোকদিগকে যাহারা তাহার পথে এমনভাবে কাতার বন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা ইস্পাত নির্মিত প্রাচীর।" (সূরা সফ-৪) ভালকথা, ভাল উপদেশ ছাড়া কোন বাজে কথা আমার বাবার মুখে শুনিনি।

"সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হইবে যে আল্লাহর দিকে ডাকিল। নেক আমল করিল এবং বলিল।" 'আমি মুসলমান' *(হা-মীম আস সাজদা : ৩৩)*

আব্বার দাদা খোরাসান থেকে দাওয়াতী কাজ করতে করতে পাকুড়িয়া শরীফ জঙ্গল পরিস্কার করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন । তাঁর নাম হযরত মাওলানা শাহ্ মোঃ কছিম উদ্দিন (রহ:)। তাঁর ছেলে হযরত শাহ মোঃ আফজালুল হক দেওবন্দ থেকে পাশ করা আলেম। দাদার প্রথম সন্তান আমার বাবা। দাদার কথাও মনে পড়ে খুব। দাদাজী ছিলেন উচ্চমানের আলেম। পীর হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছিল ব্যাপক। কোন রকম গোঁড়ামী তাঁর মধ্যে ছিলনা। তাঁর সন্তানদের মানুষ করার ব্যাপারে তিনি তৎপর ছিলেন। আব্বাকে খুব বেশী ভালবাসতেন। বড় ছেলের সন্তান হিসাবে সে ভালবাসা আমরাও কম পাইনি। মেয়েদের পড়ার ব্যাপারে দাদাজীর উৎসাহ ছিল খুব বেশী। আম্মাকে বউদের মধ্যে খুব বেশী ভালবাসতেন। মেহমান আসলে কি রান্না হবে। গরীবদের ঈদে কাপড় দেওয়ার জন্য তিনি আগে থেকেই কাপড় কিনে আম্মাকে দিতেন। আম্মা সেলাই করে সবাইকে দিতেন। আম্মা বলেন, "আব্বাজানের রুচীবোধ (সে সময়ের) দেখে এখনো আশ্চর্য হই।" আম্মার পি.টি.আই ট্রেনিং চাকুরীর ব্যাপারে দাদাজীর ভূমিকা ছিল অধিক। বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যাপারে হোমিও ঔষধ, বই এনে আম্মাকে দিতেন। আমাদের দাখিল, আলিম পড়ানোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল ব্যাপক।

আমাদের দাদাজী তাঁর প্রথম সন্তানকে দিয়ে শিক্ষা বিস্তারের কাজ করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর বাবা দাদার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। রংপুর ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৭ সালে নিজ এলাকায় একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষানুরাগী পিতার পরামর্শে এবং উৎসাহে পিতার জমির ওপর তিল তিল করে নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলেন।

www.pathagar.com

১. তাঁর পিতার মাদরাসাটিকে বর্তমানে ফাযিল স্তরে উন্নীত করেছেন।
২. ১৯৪৯ সালে পল্লীমঙ্গল সমিতি গঠন করেন।
৩. দু'টি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (বালক, বালিকা)।
৪. একটি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।
৫. একটি হেফজখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
৬. একটি ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
৭. একটি দারসে নিজামী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
৮. একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবার জীবনের প্রতিটি দিক আজ তাঁর অবর্তমানে আরো গভীর দৃষ্টিতে অতীত যে কাজগুলোকে দেখছি, কোথাও অপূর্ণতা খুঁজে পাইনি।

সালামের ব্যাপারে আমার বাবাকে কেউ আগে সালাম দিতে পারেনি। ধনী-গরীব, আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে তিনি আগে সালাম দিতেন। আল্লাহর রাসূলের এ সুন্নাত তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজের জীবনে।

হাসিমুখে কথা বলে আদর সম্ভাষণ জানানো ছিল তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। আজও তাঁর সে হাসি আমাদের চোখে ভাসছে। অন্যের বিপদে এগিয়ে যাওয়া, সমস্যার সমাধান করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। অন্যের প্রয়োজনকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতেন।

মেহমানদারীর ব্যাপারে ছিলেন সদা তৎপর। কাউকে খালি মুখে বিদায় দেওয়া তাঁর চরিত্র বিরোধী কাজ ছিল। নিজেই মেহমানকে খাওয়ানো বেশী পছন্দ করতেন। ঘরে যা থাকবে সবই মেহমানের সামনে দিতে হবে।

রাগ করে কারো সাথে কথা বলতে দেখিনি। রাগকে সংবরণ করার গুণ তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। হাদীসের ভাষায় "সেই বীর নয় যে যুদ্ধে জয়ী হয়, বরং সেই বীর যে তাঁর ক্রোধকে সংবরণ করে।" সন্তানদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর। কুরআন, হাদীসের উপমা, নবী রাসূলদের, সাহাবাদের জীবনী থেকে শিক্ষাগ্রহণ। এভাবে চরিত্র গঠন। আখেরাতের প্রাপ্তির প্রতি আকর্ষণের প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি।

রংপুর শহরে আমাদের পড়া শুনার জন্য বাসা কিনে সেখানে আত্মীয়-স্বজনদের লেখা পড়া করানোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। ত্যাগের শিক্ষা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি। কোনদিন আমরা পরিবারের সদস্যরাই ছিলাম না। চাচাত,

www.pathagar.com

ফুপাত বোনেরাও আমাদের পরিবারের সদস্য ছিলেন। সবাইকে নিজ সন্তানতূল্য মনে করতেন। কি নিবিড় স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে আমাদের ভালবাসতেন।

শালবনের বাসায় সাংগঠনিক সব প্রোগ্রামের জন্য উম্মুক্ত ছিলো। ছাত্র-ছাত্রী, মহিলা-পুরুষ সব প্রোগ্রাম আমাদের বাসায় হতো। T.C., T.S. করতে গিয়ে ঘরের সব ফার্নিচার বের করে ফেলে সব ঘর খালি করে দিতেন। প্রয়োজনে পরিবারের সদস্যরা অন্যখানে চলে যেত। সে সব স্মৃতি এখনও মনকে দোলা দেয়। ত্যাগেই যেন বাবা আনন্দ পেতেন। পরিবারের সবাই আল্লাহর দ্বীনের পথে যেন থাকতে পারি এজন্য তাঁর চেষ্টা ছিল প্রবল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাঁর চেষ্টা কবুল করেছেন। আল্লাহ তাঁর এ কাজগুলো সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করেন।

অন্যের উপকারের ব্যাপারে বাবা এত বেশী তৎপর ছিলেন যা কল্পনাকেও হার মানায়। উপকার করতে পারলেই তাঁর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে যেত। গভীরভাবে চিন্তা করে মনে হলো আল্লাহ্ বোধহয় এজন্য তাঁর চার জামাই ডাক্তার দিয়েছেন। জামাই নির্বাচনের ব্যাপারে দ্বীনিযোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ডাক্তার মানবতার কল্যাণ সাধনে শ্রম, মেধা দিতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ এ ব্যাপারে আমার বাবার জামাইরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পদাংক অনুকরণ করেই চলেন। এ জন্য তিনি খুশি ছিলেন। বাবা যেমন পার্থিব ভোগ বিলাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে কাজ করে গেছেন। দুনিয়াবী কোন লোভ তাঁকে দ্বীনের পথ থেকে একচুলও সরাতে পারেনি। তদ্রূপ তাঁর জামাইরাও এভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা:) অনুকরণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাঁদের এ কাজ কবুল করে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ দান করুক। মেয়েদের বিয়ের পরও দায়িত্ব এড়ানোর কোন চেষ্টা তাঁর ছিলনা। আমার তিনটি সন্তান রংপুর মেডিকেলে হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবার দায়িত্ব উপলব্ধির কমতি দেখিনি। সাতদিনে আকিকা দেওয়া সব যেন তাঁরই দায়িত্ব। আমাদের সমাজের চিত্র ভিন্ন। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া মানেই দায়িত্ব শেষ।

আমাদের প্রয়োজনের দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। ইরানে আমার স্বামী যাওয়ার পর দু'বছর রংপুরে ছিলাম। সে সব স্মৃতি মনকে আরো বেশী প্রশান্তি দেয়। সব ব্যাপারে নাতি-নাতনীদের প্রতি খেয়াল। আন্দোলনের জন্য তাঁকে কাছে পেতাম কম কিন্তু যখনি তিনি আসতেন সবার পছন্দের দিকে খেয়াল করে বাজার করতেন। মুরগী কিনলে আম্মার জন্য কবুতর কিনতেন কারণ আম্মা মুরগী খান না।

www.pathagar.com

নাতি-নাতনীদের দ্বীনের শিক্ষা দিতেন। বলতেন "বেয়াদবের কাছে আদব শিখতে হয়।" তারা জিজ্ঞেস করত কিভাবে? বাবা বলতেন, "বেয়াদবরা যে কাজ করে তা না করলেই আদব শিখা হলো।" "তোমাদের সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই ইসলামের সব কাজ করা সহজ হবে।" কথাগুলো সুন্দর এবং সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থ কত ব্যাপক। সবার সাথে হাসি তামাসা করতেন। যখন যে মেয়ের বাসায় যেতেন নাতি-নাতনীদের নিয়ে কত খোলামেলা আলোচনা করতেন, প্রাণচাঞ্চল্যে মেতে উঠতেন।

সব সময় বলতেন, "কেউ তোমাদের জন্য কিছু না করলেও তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে।" যার যার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁকে পাকড়াও করবেন।" কারো প্রতি মনক্ষুন্ন হয়ে, কারো ব্যবহারে অসন্তষ্ট হতে দেখিনি। কারো ব্যবহারে কষ্ট পেলেও নীরব থাকতেন। কারো কাছে প্রকাশ করতেন না।

সংসারের সব দায়িত্ব আম্মার কাঁধে দিয়ে তিনি আল্লাহর দ্বীনের কাজ করেছেন। আম্মাও সব কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। পরিবারের সবার সাথে পরামর্শ করে সব কাজ করতেন। তাঁর খুটিনাটি সব কাজের হিসাব ঘরে ঢুকেই দিতেন। এখনও যেন তাঁর সফর থেকে ফেরার পর হাসোজ্জল চেহারা, পকেট থেকে সব টাকা পয়সা আম্মার হাতে তুলে দেওয়ার দৃশ্য চোখে ভাসে।

আল্লাহর শুকরিয়া এমন বাবা-মায়ের সন্তান হতে পারায়। অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে নীচের দিকে তাকানো, জ্ঞানের ব্যাপারে উপরের দিকে তাকানোর বাস্তব রূপ আমার বাবা-মা। আত্মীয়-স্বজন সবাই যেন তাঁর আপন। সবাই মনে করে তাকেই তিনি বেশী ভালবাসেন। সবার প্রয়োজন পুরন যেন তাঁর দায়িত্ব। কত যে উতলা হয়ে যেতেন অন্যের প্রয়োজন পুরনের ব্যাপারে।

দাদাজী তাঁর বড় ছেলেকে কাছ ছাড়া করতে চাননি। মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে শহরে ১৩/১৪ বছর ছিলেন। কিন্তু নিজের এলাকা প্রতিষ্ঠানের সাথে সব সময় যোগাযোগ ছিল। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে আবার তিনি গ্রামে চলে গেলেন। গ্রামকে/ গ্রামের লোকদের ভালবাসতেন। কত লোক যে তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবার প্রিয় পাত্র ছিলেন। কেউ দাওয়াত দিলে সহজে না করতেন না। সামান্য রিকশাওয়ালাও যদি চাউল ভেজে খেতে দিত। অমৃতের মত তাও গ্রহণ করেছেন।

কেউ ফল, মিষ্টি নিয়ে গেলে আত্মী-স্বজন, ইয়াতিম ছেলেদের ছাড়া নিজে খেতেন না। সবাইকে দিতে পারলে কত যে খুশি হতেন। মনে হতো সব বোধ হয় তিনিই খেয়েছেন।

www.pathagar.com

রংপুরে গেলে মেয়েরা কি পছন্দ করে। সব রেডি করতেন। ঢাকায় আসার আগে সাথে দেওয়ার জন্য কত প্রস্তুতি। ঢাকায় সংগঠনের কাজে আসার সময় চাল। চালের গুড়ি, মুড়ি, চিড়া, পিঠা তরকারী, হাঁস মুরগী সাথে নিয়ে আসতেন। কত বোঝা আনতেন। কর্মপরিষদ, শুরার প্রোগ্রামে আসার সময় কোনদিন এমন হয়নি যে তিনি আমাদের জন্য কিছু আনেনি।

এখনও রংপুরে যাই মায়ের কাছে। রওয়ানা হওয়ার পর থেকে মনটা খারাপ হতে থাকে। যতই বাড়ীর কাছে যাই হৃদয়টা ব্যথায় চুরমার হতে থাকে। তাঁর হাসোজ্জল চেহারা দেখতে পাবনা। ইয়াতিম খানার ছেলেদের মিষ্টি বিতরণ করার দৃশ্য ও তাঁর হাসিমাখা মুখ। কবরের পাশে যাই, সারা এলাকা জুড়ে বাবার স্মৃতি, শান্তি লাগে না কিছুতেই। কত ভালবাসতাম বাবাকে, বাবাও ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে। তাইতো বাবার হঠাৎ মৃত্যু মেনে নিতে পারিনি। তারপর থেকে হাইপ্রেসার, হার্টের সমস্যায় ভুগছি। সবার কাছে সুস্থতার জন্য দোয়া চাই।

দাফনের সময়ের লাখো জনতার ক্রন্দন যেন কানে বাজে। তাঁদের সাক্ষ্য আল্লাহ কবুল করুন। কত স্মৃতি তা কি লিখে শেষ করা যায়?

বাবাতো আমার শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে মাষ্টার্স করার পরও ইংলিশে দক্ষতা ছিল। মেট্রিক, আই,এস,সিতে টেস্ট পেপার থেকে প্রশ্ন Solf করে রাখতাম। আব্বা সফর থেকে আসলে তাঁকে দেখাতাম আর তিনি সফরের ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও তা সংশোধন করে দিতেন। কারণ তাঁর তো সময় নেই। আবার অন্য এলাকায় সফরের জন্য বেরিয়ে যাবেন। ভুল সংশোধনের ভাষা ছিল কত মার্জিত।

মৃত্যুর ২ বছর আগে থেকে তাঁর কাজ যেন আরো বেড়ে গিয়েছিল। আম্মা বলতেন, "মনে হয় তোমার আব্বা যুবক হয়েছেন।" মার্চ ২০০৮ মাসে মরহুম শামসুর রহমান চাচাকে দেখার জন্য খুলনা গিয়েছিলেন। আম্মা সহ ছোট খালাম্মাও গিয়েছিলেন তাঁর সাথে। (শামসুর রহমান চাচা আমার ছোট বোন মোশাররফার শ্বশুর) ফেরার পথে তিনি Accident করেন। আমরা আব্বাকে দেখতে গিয়েছিলাম ২ মেয়ে ও ২ মেয়ের জামাই। আব্বা খুশি। আমিও আমার Husband রাতের বাসে পাগলাপীর নামি। শীতে জামাই যেন কষ্ট না পায় এজন্য লোকের দ্বারা গরম চাদর পাঠিয়ে ছিলেন। কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আমরা যাওয়ার পর তিনি প্রোগ্রামে গেলেন। রাত ১টায় বাড়ীতে আসলেন। সকাল ১১টায় একজনের জানাযা পড়াতে গেলেন। সেখান থেকে এসে একটু বিশ্রাম নিলেন। যোহরের সময় আবার একজনের বাড়ীতে দাওয়াত খেতে গেলেন। তাঁর

www.pathagar.com

শরীর মনে হচ্ছিল চলছেনা, তারপরও গরীব লোক মনে কষ্ট পাবে তাই বিছানা থেকে উঠলেন। আমি বল্লাম, আব্বা আপনার শরীর কুলাচ্ছেনা কিভাবে যাবেন। তিনি বললেন "মাগো! দুনিয়ায় এভাবেই আমাকে চলতে হবে। দোয়া করো কবরে যেন শান্তি পাই। দুনিয়ার বিশ্রাম নেওয়ার সময় কোথায়?" তিনি কি বুঝেছিলেন যে তা তাঁর দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এজন্য তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে পাগলপারা ছিলেন। বিরাট এলাকা জুড়ে তাঁর চলাফেরা। প্রত্যেক এলাকা থেকে তিনি মাফ নিয়েছেন। দোয়া করতে বলেছেন। তিনি কি বুঝতে পেরেছিলেন, নাকি মুমিনরা সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। এজন্যই তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

তাঁর বিশাল চরিত্রের মধ্য থেকে আমাদের লেখাটাতে কতটুকুই বা প্রকাশ পাবে। বিনয়ী, নম্রভাষী উদার চিত্তের অধিকারী, দানশীল পিতার সান্নিধ্য পেয়েছি দীর্ঘ ৪৫ বছর। তারপরও মনে হয় এত তাড়াতাড়ি আমরা বাবাকে হারালাম। তাঁর বিকল্প সারা দুনিয়ায় খুঁজেও পাইনা। কত আদর সোহাগ, ভালবাসা দিয়েছেন, কিন্তু কি করতে পেরেছি তাঁর জন্য? মার্চ ২০০৮ রংপুরে আব্বাকে বলেছিলাম, এবার ঢাকা গেলে আপনাকে সহজে রংপুরে যেতে দিবনা। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।" কিন্তু দুঃখের বিষয় আব্বা একদিন পরেই যে বিশাল বটবৃক্ষ আমাদের ছায়া দিয়ে রেখেছিলেন, যার কাছে আমাদের সমস্যার কথা অকপটে বলে মনের খোরাক যোগাতাম, যিনি কুরআন, হাদীসের কথা বলে আমাদের সান্ত্বনা দিতেন তিনি নেই। তাঁকে দুনিয়ায় পাবোনা। আল্লাহর ডাকে চলে গেলেন। রেখে গেলেন কত স্মৃতি।

কুরআন হাদীসের পথে চলার যে শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন, সেখানেই পাই শান্ত্বনা। আল্লাহর কাছে প্রতি মুহূর্তেই তো পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করি। "রাব্বীর হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী সাগীরা।" আমরা যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমান নিয়ে চলতে পারি এ প্রার্থনা খোদার কাছে সর্বদা করি। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ায় নেক আমল করে জান্নাতে একসাথে যেন আবার মিলিত হতে পারি এ প্রার্থনা সর্বক্ষণ করি। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন, সুম্মা আমিন ॥

লেখিকা : মরহুমের দ্বিতীয় মেয়ে।

www.pathagar.com

জনদরদী ও আদর্শবান পিতা
মরহুম অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম

মুয়াজ্জামা খাতুন

আল হামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে তৈরী করেছেন। আমার আব্বা ছিলেন বহুগুণের অধিকারী। তিনি সহজেই সবাইকে আপন করে নিতে পারতেন। বড়দেরকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং ছোটদেরকে স্নেহ করতেন।

আল্লাহ পাকের ঘোষণা

"প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (আন-কাবুত : ৫৭)

আমার মরহুম পিতা গত ১৮ মে, ২০০৮ ইন্তিকাল করছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)

উনি ঢাকায় ১৬ মে শুক্রবার শেষবারের মত আমার বাসায় উঠেছিলেন। শরীরটা উনার খুব খারাপ দেখলাম। গ্যাষ্ট্রিকের সমস্যা কিছু খেতে আগ্রহ নেই। ১৭ মে সকালে নাস্তা করার সময় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হল। আম্মা আমাকে বললেন "তোর আব্বা যুবক হয়েছেন। শরীর চলে না বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে বেড়ান। সকালে এ এলাকা তো বিকালে অন্য এলাকা এভাবে প্রোগ্রাম করেন। আমি এত মানা করি শুনেন না।"

আব্বা শুধু শুনলেন-

১৭ মে আমার সাহেব (স্বামী) সকালে অফিস যাওয়ার সময় বললেন আব্বার শরীর খুব খারাপ। চেপ-আপ করা দরকার। ডায়াবেটিস নাই তো? এত শুকায় গেছেন। আব্বা বললেন ১ মাস আগেই তো সব পরীক্ষা করা হয়েছে। আব্বা মার্চ মাসে আমার ছোট বোনের শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিলেন শ্বশুর সাহেবকে দেখার জন্য। শ্বশুর মরহুম শামসুর রহমান সাহেব। উনি জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর ছিলেন। উনিও আব্বা মারা যাওয়ার ৬/৭ মাস পর মারা গেছেন। আল্লাহ সবাইকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

খুলনা থেকে আসার পথে আব্বা এ্যাকসিডেন্ট করেন। সাথে আম্মা ও আমার ছোট ভাই ছিলো। সাথে সাথে আব্বাকে রংপুর ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। ওখানে ২/৩ দিন থাকার পর বাড়ী গেলেন আব্বা।

www.pathagar.com

আমরা (আমি, সাহেব/ মেঝ বোন দুলাইভাই) আব্বাকে দেখার জন্য রংপুর গেলাম। তখনও তিনি পুরা সুস্থ হননি। আমরা যেয়ে আব্বাকে বিশ্রামরত না দেখে বিভিন্ন কাজের মধ্যে দেখলাম।

আলহামদুলিল্লাহ। আব্বাকে আমরা কুরআন সুন্নাহ মুতাবিক চলতে দেখেছি সর্বদা। কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। ক্ষমাকে তিনি পছন্দ করতেন। আমার ছেলে সাইয়্যেদুস সালেহীন ছোটবেলা থেকে খুব অসুস্থ ছিল। ৪/৫ বার পেটে অপারেশন হয়েছে। আব্বা যখনই শুনতেন ও অসুস্থ। তখনই আম্মা সহ আব্বা পেরেশান হয়ে ঢাকায় চলে আসতেন। যখনই ওর অসুখ হত আমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে কাঁন্নাকাটি করে ওর দীর্ঘায়ু কামনা করতাম। আমার ছেলেকে আব্বাই প্রথমে আলেম করার ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ আব্বার আশা পুরণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহপাকের কাছে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবনা। আব্বা ফজর নামায পড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। উনার কোন নামায কাযা হয়নি ১৭ মে রাতে এশার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করেন। রাতে খাবার খাওয়ার পর অসুস্থ বোধ করেন। আমি উনাকে স্যালাইন তৈরী করে দিলাম। এরপর আমরা ঘুমাতে যাই। রাত আড়াইটায় আম্মা আমাকে ডাকেন। ঘুম থেকে উঠে দেখি আব্বা ছটফট করছেন। আমাকে দেখেই আব্বা মা মা ডাকছেন। মা আমার বুক জ্বালা করছে। আমি শুধু দোয়া পড়ে আব্বাকে ফুঁক দিচ্ছি। আমার সাহেব ঔষধ ইনজেকশন পুশ করলেন। একটু আরাম লাগলো বললেন। আমি আল্লাহর রাসূলের (সা:) শিখান দোয়া পড়তে থাকলাম। একটু পরে বমি করলেন। সাহেব তাড়াতাড়ি এ্যাম্বুলেন্স ডাকলেন। তখনও ফজর আযান দেয় নাই। এরমধ্যে আমি বোনদের খবর দিলাম। আমার বড় বোন আসার পর আমি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমার মেয়ে বার বার চেক করছে। সাহেব ও আছে। আমার বড় ভাগিনা মুহাম্মদও আছে। আব্বা বাথরুম সেরে অযু করে আসলেন। আব্বা বলতেছেন আমার সময় হবে না। সুযোগ হবে না হাসপাতালে যাওয়ার। আমাদের কারও মাথায় আসেনি আব্বা এখনই আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাবেন। আল্লাহ মানুষকে এভাবে ভুলিয়ে রাখেন।

আব্বা সর্বদাই দা'য়ীর ভূমিকা পালন করেছেন আমাদেরকে সব সময় ইসলামের পক্ষে কথা বলতে উৎসাহ দিতেন। আব্বা চাচাদের খুব স্নেহ করতেন। আমার একমাত্র ফুফুকে খুব স্নেহ করতেন। ঢাকায় এলে ফুফুকে না দেখে রংপুর যেতেন না। আমার দুই চাচা আব্বার আগেই মারা গেছেন। আল্লাহ তাদেরকেও

www.pathagar.com

জান্নাতবাসী করুন (আমিন)। সব পিতা মাতা সন্তানের জন্য অনেক কষ্ট করেন। আমার আব্বা আম্মা আমার জন্য বেশী কষ্ট করেছেন। আমার বাসায় প্রায় কারো না কারো অসুখ থাকতো। সেজন্য উনারা খুব পেরেশানিতে থাকতেন। অসুখ শুনার সাথে সাথে উনারা ঢাকায় চলে আসতেন। আমার ছেলে প্রায় C. M. H এ ভর্তি থাকতো।

বাবা মা যে কত বড় নেয়ামত। আব্বার মৃত্যুর পর তা উপলব্ধি করছি। আব্বা ভীষণ সবরের অধিকারী ছিলেন। মন খারাপ করলেও কাউকে বুঝতে দিতেন না। আল্লাহর উপর বেশী ভরসা করতেন। বিপদে ধৈর্য ধারণ করতেন। নিজে ধৈর্য ধরতেন অপরকে ধৈর্য ধরার কথা বলতেন। সবার আগে সালাম দিতেন। আল্লাহ আমার বাবাকে জান্নাতের উত্তম জায়গা দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাকের ঘোষণা–

"আমার নামায, আমার সর্বপ্রকার ইবাদত অনুষ্ঠান সমূহ (আমার কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছু সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য।" (সূরা আনআম, আয়াত : ১৬২)

আব্বা এই কুরআনের আয়াতের আলোকে নিজের জীবনকে আলোকিত করতে চেয়েছেন। সারা জীবন তিনি তাই করেছেন। আব্বা সাংগঠনিক প্রোগ্রামে প্রতি মাসে ঢাকায় আসতেন। আমার বাসা তখন ঢাকা সেনানিবাস। আব্বা অল্প সময়ের জন্য হলেও আমার সাথে দেখা করে আসতেন। আমাকে উনি প্রায় বলতেন তোর প্রতিবেশীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবি। তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার কথা বলতেন। আব্বা হালাল হারাম এর দিকে তীক্ষ্ণ নজর দিতেন। আমাদেরকেও সে ব্যাপারে বলতেন। আত্মীতার হক সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। রংপুরে শালবনের বাসায় থেকে আত্মীয়-স্বজন বেগম রোকেয়া কলেজে পড়েছেন। আম্মার ভূমিকা ছিল অনেক।

আম্মার সহযোগিতায় আব্বা অনেক কাজ করতে পেরেছেন। আম্মাও সর্বদাই দা'য়ীর ভূমিকা পালন করেন। আব্বাকে সব আত্মীয়-স্বজন অভিভাবক হিসেবে মানতো। আমাদের গ্রামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেসব প্রতিষ্ঠানের তদারক আব্বা করতেন। মারা যাবার আগে আব্বা প্রতিষ্ঠানের সব হিসাব আলাদাভাবে ফাইল করেছেন।

আমরা ৬ ভাই বোন এর মধ্যে আমি তৃতীয়। আমরা পর পর ৩ বোন। আব্বা কঠোর ছিলেন না নরম দিলের অধিকারী ছিলেন। আব্বা যখন পারিবারিক বৈঠক

www.pathagar.com

করতেন তখন তিনি কুরআন সুন্নাহর আলোকে আমাদেরকে বুঝাতেন। আব্বা মারা যাওয়ার পর আমার ফুফাতো ভাই (আব্বার একমাত্র বোনের ছেলে সাদী) বললো মামাকে যখন আমি কোন কিছু বললে মামা বলতেন আল্লাহ আছেন। আমার তখন খুব রাগ হত। এখন বুঝেছি, মামা কেন একথাটা বলতেন। ধর্ম, বর্ণ সব গোত্রের লোক আব্বাকে পছন্দ করতো।

হাদীস থেকে আমরা পাই কেউ মারা গেলে তার ৩টা জিনিস জারি থাকে। আমরা আশা করি আব্বা কবরে যেয়েও তাঁর আমলনামায় সওয়াব জারি আছে। আব্বা যত নেক আমল করেছেন আল্লাহ তা কবুল করুন (আমিন)। আমরা যেন সবাই একত্রে জান্নাতে যেতে পারি এই দোয়া সর্বদা করি। আব্বা প্রত্যেক ছেলে মেয়েকে খুব ভালবাসতেন। কারও দোষ তিনি ধরতেন না। দোষটাকে শোধরানের জন্য চেষ্টা করতেন। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে আব্বা তার সাথে ভাল ব্যবহার করতেন।

আমরা যখন রংপুরে বেড়াতে যেতাম। তখন আব্বা আম্মা যা খুশি হতেন। এখনও স্মৃতিগুলো মনকে ব্যথিত করে। আল্লাহর কাছেই সবর চাই। সব সন্তানদেরকে আদর্শবান হওয়ার জন্য তাগিদ দিতেন। সব বংশধরদের জন্য দোয়া করতেন। মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করতেন। নিজের কষ্ট হলেও অন্যকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করতেন। প্রতি নামাযে ও প্রতি মুহূর্তে তার জন্য দোয়া করি। সব কবরবাসীদের জন্য দোয়া করি।

মহানবী (সা:) বলেছেন : ঠিকমতো পাঁচওয়াক্ত সালাত আদায়কারীকে আল্লাহ ৫টি পুরস্কার দান করবেন।

১. জীবিকার কষ্ট দূর করবেন।
২. কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিবেন।
৩. ডান হাতে আমলনামা দিবেন।
৪. পুলসিরাত বিজলীর ন্যায় পার করবেন।
৫. বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

(আল্লাহ হুম্মা আমিন)

লেখিকা : মরহুমের তৃতীয় মেয়ে।

www.pathagar.com

আমার প্রিয় আব্বা

এস, এম, মোশাররফা

আব্বার সম্পর্কে লিখতে হবে শোনার পর থেকে ভাবছি– কি লিখব? কিভাবে লিখব? আব্বা নেই এ কথাই তো ভাবতে পারিনা। কোথা থেকে লিখব ভেবে ভেবে সময় প্রায় শেষ। জানুয়ারী ২০১০ এর মধ্যে পৌঁছাতে হবে আমাদের লিখা।

১৭ই মে ২০০৮ আমাদের এখানে কর্মী বৈঠকে আমাকে অনেক বোনেরা যাদের মা অথবা বাবা নেই বললেন, সৌভাগ্যবতী আমি আম্মা-আব্বা দু'জনেই আমার আছেন বলে আমি আলহামদুলিল্লাহ বলে তাদের মাথায় হাত বুললাম। মুনাজাতে তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করে, আমাদের যাদের মা-বাবা আছেন তাদের নেক হায়াত দানের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম। এক নবজাত বাচ্চা দেখতে গিয়েছি আসার পথে, বাংলাদেশে তখন ভোর ১৮ই মে। ওখান থেকেই দেখি আঞ্জুমের আব্বা ভীষণ তাড়াহুড়া করছে। বার বার ফোন আসছে। পথে নাসিম তিনবার ফোন করলো। আমি বললাম নাসিম বার বার কেন ফোন করছে? উত্তরে বললো ও একটা বিষয়ে মনে হয় কথা বলবে। আর একবার জিজ্ঞাসা করলো আমি আম্মা-আব্বার সাথে কবে কথা বলেছি? তখনই বুকটা কেন যেন ধ্বস করে উঠলো। বাসায় ঢুকতেই বললো, "দেশে ফোন করো" কেন জিজ্ঞাসা করতেই শুনলাম আব্বা নেই। আব্বা নেই? আমি যে গতকাল আব্বার সাথে কথা বললাম। গ্যাস্টিকের কষ্ট ছাড়া ভাল আছেন, বললেন। আল্লাহর হুকুম হলে এক মুহূর্ত কেউ অপেক্ষা করতে পারবেনা– তার পরেও মনে কি আশা মনে হয় ভুল শুনছি। ফোন করতেই শুনি ঠিকই শুনেছি। আমার আব্বা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। সবাইকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের নামাজ আদায় করে খুব আসানের সাথে চলে গেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহ আমাদের আব্বাকে যতদিন হায়াতে রেখেছিলেন তার শুকরিয়া করি। আব্বা-আম্মার স্নেহ, দোয়া তদারকী অনেক পেয়েছি। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত জনদের অনেককেই অনেক আগে মা-বাবা হারাতে হয়েছে। আব্বা-আম্মার প্রতি আল্লাহর দেয়া মহব্বতই কষ্ট দেয় আমাদের বাবা হারানোর ব্যথাকে।

কি যত্ন আর ভালবাসা যে আমরা পেয়েছি। কখনও আব্বা জোরে কথা বলেননি আমাদের সাথে। অপরিসীম শ্রদ্ধা করেছি আমরা ভালবাসায় আমাদের হৃদয় আজ

www.pathagar.com

সিক্ত। কত শিক্ষা, কত স্মৃতি কোথায় তার শুরু আর কোথায় তার শেষ জানিনা। নিজে ছিলেন সবরে জামিলের অনুসারী আমাদেরও সেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। কোন কিছুতে মন খারাপ হলে বলতেন, "তোমরা তো কোরআন হাদীসের অনুসারী শপথের কর্মী, তোমরা কেন মন খারাপ করো" মনে আছে যখন আমি বিয়ের পর যাচ্ছি। আব্বা বললেন 'মা ভালোর জবাব ভাল করে দেয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, মন্দের জবাব ভালো করে দেয়ার মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি।" আমি তার শিক্ষাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করি সবার ক্ষেত্রে।

একবার মনে হয় এক কাজের মেয়ের সাথে জোরে কথা বলেছি। আব্বা বললেন, "তোমার মনে হয় এর উপর হাদীস পড়া দরকার।" ভীষণ লজ্জা পেয়েছিলাম। সেদিন, এরপর এক অসুস্থ মেয়ের জন্য সারা রাত জেগেছি দেখে আব্বা ভীষণ খুশি।

আব্বা সপ্তাহে হয়ত একদিন বাসায় থাকতেন, বাকি সময় সাংগঠনিক সফরে। আম্মা এ সময়ে কোন অভিযোগ ছাড়া সব সামাল দিয়েছেন। আমরা ভীষণ আগ্রহ নিয়ে আব্বার বাসায় ফেরার অপেক্ষায় থেকেছি। আম্মা যে যত্ন নিয়ে আব্বার তদারকী করেছেন– তা দেখে আমরা শিখেছি সংসারে অভিভাবকের সম্মান। যা আমাদের নিজেদের চলতে সহজ করেছে।

আল্লাহ পাক্ সব মা-বাবার হৃদয়ে অপরিসীম ভালবাসা দিয়েছেন। এখন ভেবে ভেবে অবাক হই কি নিঃস্বার্থভাবে সন্তান লালন-পালন করেন তারা। বিনিময়ে সন্তানেরা কিছুই করতে পারেনা। যারা সৌভাগ্যবান তারা কিছুটা পারলেও বাবা-মা'র কষ্টের তুলনায় তা কিছুই না। আমরা সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যেও নেই। বাবা-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কারও জন্যেও কিছু করতে পারিনি। আর আমাদের মা-বাবা কি কষ্ট আর স্নেহ দিয়েছেন আমার আব্বা বলতেন, "আল্লাহ পাক্ হুকুম না দিলে মেয়েদের আমি বিয়ে দিতাম না।" আমার সব সময় মনে হয় তার দরদ ভরা কণ্ঠ এত নরম গলা– আমাদের বিদায়ের সময় চোখ মুছতেন আর নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বলতেন "আল্লাহ্ আছেন, মা- আল্লাহ আছেন" আমার প্রায়ই মনে হতো আমার বাবা মনে হয় ওসমান (রা:)-এর মত কোমল হৃদয়ের। কারও ব্যাপারে কঠোর হতে পারতেন না। সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সবার ক্ষেত্রে শুধু ত্যাগই করেছেন। কারও কাছ থেকে কষ্ট পেলেও মাফই করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সা:) কত সহ্য করেছেন তাই ভাবতেন সব সময়। সব সময়ই নিচের দিকে তাকাতেন। আমলের, জ্ঞানের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে প্রতিযোগী হতে উপদেশ দিতেন। পারিবারিক ভাবে যেসব আমল আমরা পেয়েছি– বিদেশে ইমামদের (যাদের সব মুসলিমরাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, তাদের অনুসরণ করেন) কাছ থেকে একই আমল করার উপদেশ পেয়ে চোখের পানি ফেলি আর ভাবি আল্লাহ আমাদের কত উত্তম পিতা-মাতার সন্তান করে সৌভাগ্যবান করেছেন– মনে হয় যদি তাদের দেখাতে পারতাম কত অনুভব করি, তাদের কত ভালবাসি, অন্তর দিয়ে দোয়া করি। এদিক থেকে আপাদেরকে আমার খুব সৌভাগ্যবতী মনে হয়। আমি যেন এখান থেকে দেখি ওরা আম্মা-আব্বার খেদমত করার জন্য কত প্রতিযোগী। প্রতিবারই কার বাসায় উঠবেন তারা কতদিন কার কাছে বেশী থাকলেন এ নিয়ে মন খারাপ– এত করেও উনারা মনে করেন কিছুই করেননি। নিজেকে তখন ভীষণ অসহায় লাগে। তাদের জন্য শুধু দোয়া করে কি তৃপ্তি পাওয়া যায়? যায় না– দু'পক্ষের মা-বাবার জন্যই আমাদের এ কষ্ট। "বাবা-মাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও যারা জান্নাত কিনে নিতে পারলনা তারা হতভাগ্য। "রাসূল (সা:)-এর এ হাদীস মনে করে ভাবি আল্লাহ কি আমাদের মাফ করবেন? মিনতি ভাবে তাদের খেদমতের ভাগ্যের জন্য দোয়া করি– দোয়া করি তিনি যেন আমাদের মাফ করেন– দাদাকে আমি বেশী মনে করতে পারিনা– আব্বাকে দেখেছি বাইরে থেকে আসলে প্রথমে দাদীর সাথে দেখা করেছেন– তারপর আমাদের ঘরে ঢুকেছেন। আব্বার ইন্তেকালের পরে আমার ভাইদেরও সে কথা বলেছি। দেশে গিয়ে দেখেছি ভাইয়ারা তাই করেন– দাদার করে যাওয়া সব প্রতিষ্ঠানকে আব্বা সন্তানদের চেয়েও বেশী সময় দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখে গিয়েছেন আল্হামদুলিল্লাহ। আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে আব্বা দাদীর পাশে। ৫ মাসেই কবরটা সমান হয়ে গেছে। আমার বাবা ওখানে– আমরা বাড়ীতে গেলে মুখ ভরা হাসি দেখে বুঝা যেত কত খুশি তিনি। সব যেন কেমন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। স্থানে স্থানে স্মৃতিগুলি সব নীরবে দাড়িয়ে আছে। এত কাজ করে গিয়েছেন আল্লাহ পাক্ যেন সব সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করেন– আমিন।

আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী যেন সবার তিনি আপন। সবার কথাই বলতেন আমার নিজের মানুষ। কারও অসুখ, বিসুখে বা অন্য কোন অসুবিধায় কেমন অস্থির হয়ে যেতেন। তার সমাধানের জন্য কি চেষ্টাই না করেছেন। লেখাপড়া করার জন্য সবাইকে উৎসাহ দিয়েছেন তদারকী করেছেন– টাকার জন্য ফরম ফিলাপ হয়নি এ কথা জানতে পারলে তার ব্যবস্থা করেছেন। আমার আব্বা যেভাবে সালাম দেয়ার প্রচলন করেছেন তা আমি চিন্তা করে অবাক হই–

www.pathagar.com

আমাদের সালাম দেয়ার অপেক্ষা কখনও করতে দেখিনি– বড়দেরকে ছোটরা সালাম দিবে এ ভুল ধারণা আব্বা অনেক খানে ভেঙ্গে দিয়েছেন।

দুনিয়া থেকে একে একে সবাই চলে যাবেন। রংপুরের সব সাংগঠনিক চাচারা একে একে চলে গেছেন– আব্বার সাথে অনেক বার আমার সাংগঠনিক কারণে ঢাকায় যেতে হয়েছে– ট্রেনে যাতায়াত আব্বা পছন্দ করতেন বেশী। চাচা-চাচি দিনাজপুর থেকে উঠবেন– রংপুর থেকে আব্বা, জবান চাচা, নজরুল চাচা, গাইবান্দা থেকে গফুর চাচা। সারাটা পথ তারা কত আন্তরিকতার সাথে থাকতেন– আল্লাহর দ্বীনের কারণে তারা সব আত্মার আত্মীয় হয়ে গেছেন। তাদের সবার অনেক স্নেহই আমরা পেয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের সবার নেক আমল কবুল করুন। জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন।

আব্বার ইন্তেকালের পর আম্মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। এক উত্তম আমলের অধিকারী পিতার সন্তান তোমরা।" ভীষণ ভাল লেগেছিল এ কথায়। আল্হামদুলিল্লাহ্ আমরা আল্লাহর নেক আমলকারী বান্দাদের একজনের সন্তান– আমাদের নরম দেলের অধিকারী বাবা- সবরে জামিলের অনুসারী উত্তম আমলকারী বড় মাপের মানুষ ছিলেন– সত্যবাদী, সদা হাস্যময় চেহারার অধিকারী ছিলেন। কি যে কষ্ট হয় আমার আব্বার কথা ভাবতে। আমাদের নানী যখন মারা গেলেন, তখন আমি বেশ ছোট। আম্মা-খালাম্মা, খালুজীদের দেখেছি কাঁদতে কিন্তু আমার নানার মৃত্যুর সময়ের সব দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে।

নানা প্রায়ই খুব অসুস্থ হতেন। আম্মারা সবাই ছুটে যেতেন। নানা মারা গেলেন যখন উনার বয়স তখন ৯৫ এর উপরে। নানার মৃত্যুর সময় আমি যেভাবে আমার মা- খালা- আম্মাদের কাঁদতে দেখেছি মনে হয়েছে তারা অকালে বাবা হারিয়েছেন তখন থেকে আমার ধারনা হয়েছে মা-বাবা যতই বৃদ্ধ হোন না কেন কেউ মা-বাবা হারাতে চায় না– আল্লাহ পাকের দেয়া এ মহব্বত ও নেয়ামত।

আব্বার ইন্তেকালের পরে তাই সবার জন্য আকুলভাবে দোয়া করি। আল্লাহ্ যেন সবার মা-বাবাদের জান্নাতুল ফেরদৌস দেন আমিন। আল্লাহর শিখানো দোয়া – "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সাগিরা" আমিন। 'রাব্বানা' আমাদের আব্বাকে তুমি জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকামে স্থান দাও। আমিন– তাঁর কবরকে তুমি জান্নাতের টুকরায় পরিণত করো– 'রাব্বানা', আমার বাবার কবরকে তুমি প্রশস্ত করো আল্লাহ। আলোকিত রাখো মাওলা– তাদেরকে তুমি মাফ করো, আমাদেরকে তাদের সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করো– আমরা

www.pathagar.com

যেন দুনিয়ার মত আখেরাতেও একই পরিবারভুক্ত হয়ে জান্নাতে একত্রে থাকতে পারি সে তাওফিক তুমি আমাদের দান করো– আমাদের তুমি মাফ করো– তোমার পছন্দনীয় পথে চলা তুমি আমাদের জন্য সহজ করো– আমরাও যেন আমাদের সন্তানদের সদকায়ে জারিয়া হিসাবে গড়ে রেখে যেতে পারি সেই সৌভাগ্য তুমি আমাদের দাও। ইয়া আল্লাহ আমাদের আব্বা যেভাবে আমাদের জন্য দোয়া করতেন একইভাবে আমি দোয়া করছি– "আল্লাহ তুমি আমাদের ছেলে সন্তানদের হযরত আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) ও আলীর (রাঃ) মত করে গড়ে তোল, আমাদের মেয়েদেরকে তুমি মা আয়েশা (রাঃ), মা খাদিজা (রাঃ), মা মরিয়ম (রাঃ) এর চরিত্রে চরিত্রায়িত করো। রাব্বানা। আমিন ছুম্মা আমিন।

লেখিকা : মরহুম পীর সাহেবের ৪র্থ মেয়ে।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : ভাইজান

শাহজাদী সাদেকা আলী

ভাইজানের কথা মনে পড়লেই দু'চোখ পানিতে ভরে যায়। মনের ভেতর হাহাকার আর শূন্যতা অনুভব করি। মনে পড়ে কি প্রচণ্ড আদরের বোন ছিলাম তাঁর। আমার পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র বোন আমি। ভাইদের অতুলনীয় আদর ভালবাসায় বড় হয়েছি। বিশেষ করে বড় ভাইজান যখন আমার নাম ধরে ডাকতেন, তখন সেই ডাকে যেন তাঁর অফুরন্ত আদর স্নেহ আর হৃদ্যতা ঝরে পড়তো। ভাবতে অবাক লাগে আজ আমাকে ডাকার মতো আমার ভাইজান আর নেই। এই কষ্ট, এই বেদনা বর্ণনা করার মতো নয়।

ছোটবেলায় পীর বাড়ির মেয়ে বলে আমরা কঠোর অনুশাসনের মধ্যে বড় হয়েছি। পর্দার বিষয় থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ে মেয়েদেরকে কেবল অন্দর মহলেই সীমাবদ্ধ রাখা হতো। বিশেষ করে এই অনুশাসনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন আমার মা 'উম্মে কুলসুম'। তিনি ছিলেন সৈয়দপুরের বিখ্যাত দারুল উলুম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা রিয়াজদ্দীন সাহেবের কন্যা। সেই ছোটবেলা থেকেই আমার যথেষ্ট নিয়ম শৃংখলার মধ্যে চলতে হতো বলে সেই সময় আমার মা উম্মে কুলসুমের সাথে আমার খুব একটা সখ্যতা বা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। হয়তো সেটা সময় ও যুগের কারণেই। কিন্তু ঐ সময়ে আমার সে অভাব কিছুটা পূরণ হয়েছে আমার ভাইজানের কারণে। কেননা, তিনি ছিলেন মেয়েদের তথা মহিলাদের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কঠোর অনুশাসনে নয়। অন্দর মহলের মধ্যে থেকেও যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করেছি, নিয়মের শিথিলতা পেয়েছি এবং সর্বোপরি বাইরের জগৎ সম্পর্কে যতটুকু শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমা পেয়েছি তার সবই আমার বাবা শাহ আফজালুল হক পীর সাহেব ও আমার ভাইজান শাহ রুহুল ইসলামের কল্যাণে। তাঁরা ছাড়া এবং তাঁদের নিঃস্বার্থ অবদান ছাড়া আমার এই জ্ঞান পিপাসা মেটাবার সুযোগ হয়তো কোনদিনই হতোনা। মাঝে মাঝে মনে হয় নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার জীবনে তাঁর ভাইয়ের অবদান যতখানি। আমার জীবনেও যে যৎসামান্য জ্ঞান প্রাপ্তি তা আমার বড় ভাইজানের উদার অবদান ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

আমার বিবাহিত জীবনেও ভাইজানের অবদান অপরিসীম। তাঁর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কারণেই আমি আজ একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির সহধর্মিনী। মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলীর গর্বিত স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানদের জননী। এ পরিচয় আমার কাছে যথেষ্ট সম্মানের। আমি আরও গর্ববোধ করি এই পরিচয় দিতে যে, আমি শাহ আফজালুল হক পীর সাহেবের একমাত্র কন্যা।

মহান আল্লাহ তায়ালা জন্মসূত্রে এবং বৈবাহিকসূত্রে আমাকে অনেক সম্মানিত করেছেন। এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তবে একথা স্বীকার না করলেই নয় যে, আল্লাহ পাক আমাকে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী করেছেন এরকম একজন মহৎ ভাইজানের ছোট বোন করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে। আমি আজীবন মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতে চাই। আর বলতে চাই– 'মা'বুদ আপনি যুগে যুগে প্রতিটি ঘরে ঘরে এরকম একজন ভাইজান তৈরী করুন। আমিন। সর্বশেষ আল্লাহ তায়ালার অসীম দয়ার সাহায্য কামনা করছি আর আমার ভাইজানের সকল নেক আমলগুলো কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

লেখিকা : মরহুম পীর সাহেবের একমাত্র ছোট বোন।

www.pathagar.com

ভাইজানকে যেমন দেখেছি

মাহবুবা খাতুন পেয়ারী

ভাইজান আমার বড় ফুফুর বড় সন্তান। অর্থাৎ সৈয়দপুরের বিখ্যাত দারুল উলুম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা রিয়াজউদ্দীন আমার দাদা এবং ভাইজানের নানা হন। তাঁরই বড় ছেলে হেকিম জাকারিয়াহ্ আমার আব্বা অর্থাৎ ভাইজানের বড় মামা হন।

ভাইজান সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে বসে কিছুটা আবেগ তাড়িত হয়ে পড়ি। কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়ি। বুঝে উঠতে পারিনা। তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কোন দিকটি বিশ্লেষণ করবো। কেননা, আদর, স্নেহ, ভালবাসা আর হৃদ্যতায় তিনি আমাদের অনেক বেশী বেশী করে গেছেন। তাঁর ভালবাসার এই ঋণ কোনদিন শোধ হওয়ার নয়। তাঁর স্নেহ, বাৎসল্যের কথা যতই বলি ততই কম বলা হয়। কেননা, সর্বক্ষেত্রে তিনি আমার সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলেন না। বড় ভাইয়ের স্নেহ মমতা, ভালবাসা বলতে যা বোঝায় তার সবটুকুই আমি পরিপূর্ণভাবে পেয়েছি আমার ভাইজান শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলামের কাছ থেকে। আমি খুব ছোট বেলায় মাত্র ৭ বৎসর বয়সে মাকে হারিয়েছি। মায়ের মৃত্যুর পর আমার লালন-পালনের জন্য রংপুরে আমার নানার বাড়িতে অর্থাৎ বিখ্যাত আফতাবীয়া খানকা শরীফ ধলাপীর সাহেবের দরবারে আমাকে রাখা হয় এবং বিয়ের আগ পর্যন্ত সেখানেই আমি আমার নানীজানের তত্ত্বাবধানে ছিলাম। সেই সময় আমার আব্বা, আমার দাদাজান, চাচারা এবং আমার ফুফু-ফুপা নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখতেন। আর তাঁদের মাধ্যম হিসেবে ভাইজান নিয়মিত আমার নানাবাড়িতে আসতেন আমার খোঁজ-খবর নিতে। আজ অনেক স্মৃতিই মনে পড়ে যায়। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে শুধু বড় ভাইয়ের আদর পেয়েছি তা নয়, অনেক সময়ে মনে হয়েছে বাবা-মায়ের অভাব বোধ হয়তো তাঁকে দেখে কিছুটা লাঘব হতো। বিয়ের পরে স্বামীর চাকুরীর সুবাদে আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জেলায় থাকতে হয়েছে। সবখানেই তিনি নিয়মিত গিয়েছেন। কোথায় কিভাবে আছি তা স্বচক্ষে দেখে তবেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, তাঁর বোন ভাল আছে। আর নিয়মিত চিঠি লেখা তো ছিলই। তাঁর হাতে লেখা অসংখ্য চিঠি

www.pathagar.com

আমার মূল্যবান সম্পদ হিসেবে রাখা আছে। যা আমি আমার সন্তানদের গর্বভরে দেখাই যে, প্রকৃত ভাই-বোনের মহব্বত কতটা প্রগাঢ় হতে পারে।

আমার ভাইজান এমন একজন আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ ছিলেন যা কেবল উপলব্ধি করা যায়, বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের প্রত্যেকটি কর্ম বা আনুষ্ঠানিকতা এক সুচারু রূপে পালন করে গেছেন যা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ভারসাম্য রক্ষা করে চলা সম্ভব নয়। তিনি প্রতিটি সম্পর্কের হক আদায়ের ক্ষেত্রে এতটাই সজাগ ও সচেতন ছিলেন যে সামান্যতম মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই। তাই একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার না করলেই নয় যে, আমার প্রতি তিনি তাঁর সমস্ত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেছেন এবং হক আদায় করেছেন যা তিনি তাঁর একমাত্র সহোদরা বোন সাদেকা ওয়ারার ক্ষেত্রে করেছেন।

আজ আমার বয়স প্রায় ৬২ বৎসর। আজ আমার আবেগ তাড়িত মনে বার বার একটি প্রশ্নই জাগে, যে নিবেদিত প্রাণ ভাই আমার সারাজীবন ধরে হক আদায় আদায় করে গেছেন। আমি বোন হিসেবে তাঁর কতটুকু হক আদায় করতে পেরেছি? অশ্রুসিক্ত মন বার বার বলতে চায় ভাইজান আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন। আমি আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনাই করছি যেন তাঁর সমস্ত নেক আমল কবুল করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সার্বাউচ্চ স্থানে স্থান করে দেন। আমীন॥

লেখিকা : মরহুম পীর সাহেবের মামাতো বোন।

www.pathagar.com

বড় আব্বার স্মরণে

রাজিয়া সুলতানা

শালবনের বাসায় আমরা ক'জনা মুন্নী আপা, ময়না আপা, বতুল খালা, মহেদা, দুলালী, রুবা, ইন্দিরা আর আমি। এর মধ্যে মুন্নী আপা, ময়না আপা, ইন্দিরা আর আমি ছিলাম পীরবাড়ির মেয়ে। আর বাকি যারা ছিল সবাই আত্মীয়-স্বজন। এবং আমরা সবাই রোকেয়া কলেজে লেখাপড়া করতাম। ইন্দিরা আর আমি দু'বোন, আমাদের বাবা ছিল না। তার পরেও কখনো সংশয়ে, সংকটে, আদর, শাসনে, আব্বার শূন্যতা ভুলিয়েছেন আমাদের বড় আব্বা, আবার কখনো দয়া-মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা ও ত্যাগের এক উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে পথ দেখিয়েছেন।

তাই আজ তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে ছোট বড় অনেক ঘটনা ভীড় করছে মনের উঠানে। এই ঘটনাগুলো হয়তো অনেক ভাল করে আমি বর্ণনা করতে পারব না। কিন্তু তবুও সেই ছোট্ট ছোট্ট কথা ছোট্ট ছোট্ট হাসি এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতা আমাকে আজও ভাবায় এবং মানুষের মত জীবন যাপনের উৎসাহ দেয়।

ভেতরের রুমে আমরা এতগুলো মেয়ে থাকায় আমাদের বড় ভাই ফজলে রাব্বী ভাইয়া সচরাচর ভেতরে আসতে পারতেন না। কারণ বড় আব্বার নিষেধ ছিল। ভাইয়া যেন হুটহাট করে ভেতরে না আসে। আমার মনে হতো ভাইয়া বেশ বিরক্ত হতেন। এটাই স্বাভাবিক কারণ নিজের বাড়িতে নিজেই পরাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে হচ্ছে। ছোট্ট ময়না আপা অবশ্য খুবই আনন্দিত থাকতেন আমাদের সবাইকে নিয়ে। প্রত্যেক বেলায় অন্তত ২০ জনের লোকের খাবার ব্যবস্থা করতে হতো। আলুর ভর্তার ভাগ করতেও বড় আম্মার বেশ হিমশিম খেতে হতো। চাকচিক্যের এই রঙ্গিন দুনিয়ায় ত্যাগের উৎসাহ ও শিক্ষা দেয়।

একদিন দুপুরে আমি বড় আব্বাকে খেতে দিয়েছি, পটল ও মুরগীর তরকারী ছিল সেদিন এবং এই তরকারী ছিল তার প্রিয়। তিনি হাত ধুয়ে খেতে বসেছেন, আমি তাঁর পাতে কেবল মুরগীর রানটা তুলে দিয়েছি ঠিক সেই সময় বাইরের গেটে একজন মিসকিন এসে বলল, আমি দুইদিন ধরে কিছু খাই নাই, কিছু খেতে দিবেন....? এমনি বড় আব্বা তাঁর পাতের গোশত তুলে রাখলেন। আর বললেন, "আমি অনেক খেয়েছি ওকে খেতে দাও,"

www.pathagar.com

শালবনের বাসায় শিপ্রা নামে এক হিন্দু মেয়ে আসল। সে রোকেয়া কলেজের ছাত্রী। হোস্টেলে সীট নাই। হোস্টেলে সীট না পাওয়া পর্যন্ত সে আমাদের সাথেই থাকবে। তখন বড় আব্বা আদেশ দিলেন যতদিন মেয়েটা এখানে থাকবে ততদিন তোমরা গরুর গোশ্ত রান্না করবেনা।

এমনি আরো অনেক ছোট্ট ছোট্ট কথা, ঘটনা, স্মৃতি সেগুলো মনে হলে বাক্রুদ্ধ হয় মন। যতদিন বড় আব্বা ছিলেন ততদিন নিজেকে অভিভাবক শূন্য মনে হয় নাই কখনো। আজ তাই তাঁর স্মরণে শুধু বলতে চাই.....।

"সাহস আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে খুঁজে ফেরে নিরালা ভবন
কল্পনা গুটায় পাখা থেকে যায় সংগীত যখন,
অস্তিত্ব মরুর বুকে বিজনতা রূপে সর্বালোকে
নিরস্ত্র আঁধার মাঝে জোনাকিও দেয়না আলোক
পরলোকগত কোন প্রিয়জন আনন তখন
নিশুতি তামশো রাতে ফুটে উঠে চাঁদের মতন।"

লেখিকা : মরহুম পীর সাহেবের ভাতিজী।

www.pathagar.com

পিতৃতুল্য আদর্শ শ্বশুর

মার্জিনা খাতুন, এম.এম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান স্বত্তার, যিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক ও শাসক। যিনি অসীম জ্ঞান-দয়া ও ক্ষমতা বলে এই বিশ্ব জাহান পরিচালনা করছেন যিনি আমাদের সৃষ্টি করে আমাদেরকে দান করেছেন বিদ্যা বুদ্ধির ন্যায় অমূল্য শক্তি আর আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহর কৃপা বর্ষিত হোক তার সেসব সম্মানিত ও নেক বান্দাদের ওপর যারা মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে গেছেন। আর দিয়েছেন সঠিক পথের সন্ধান। দুনিয়ায় আজ যা কিছু নেক আমল ও খোদাভীরুতার নিদর্শন.দেখা যায় তা আল্লাহর অনেক বান্দাদেরই পথনির্দেশের ফল। পৃথিবীর মানুষ তাদের এ অনুগ্রহের কথা কখনও ভুলতে পারবে না।

মানুষের মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর আদর্শের পুরাপুরি অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয় এক জ্বলন্ত প্রমাণ যার মধ্যে আছে তিনিই আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর বাবা, আলহাজ্ব অধ্যক্ষ শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া পীর সাহেব (রহ:)।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল, অতিথিপরায়ণ, সুমিষ্টভাষী, পরোপকারী, উদার মনের মানুষ, খোদাভীরু। সর্বাগ্রে সালাম দিয়ে অধিক সওয়াব নেওয়ার বেলায় তিনি ছিলেন পটু। তিনি ছোট, বড়, ফকির, মিসকিন, শিশু-কিশোর হতে শুরু করে প্রতিটি মানুষকে সবার আগে সালাম দিতেন। তার আগে কেউ সালাম দিতে পারতাম না। তিনি যখন বাড়ির বাইরে যেতে উদ্যত হতেন তখন ভাবতাম আজকে আব্বাকে আগে সালাম দিব। কিন্তু সালাম মুখে আনতে শুরু করব ঠিক তখনি তিনি সালাম দিয়ে ফেলতেন। আমি নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতাম যাক আব্বা যখন বাড়িতে ফিরবে তখন না হয় আগে সালাম দিব, বাইরে আব্বার গলার শব্দ শুনে নিজে নিজে তৈরী হতাম যে এবার আগে সালাম দিব। কিন্তু হলো তার বিপরীত, তিনিই আগে সালাম দিয়ে ফেলতেন। শত চেষ্টা করেও তার আগে সালাম দিতে পারতাম না। আজ আর সেই মর্দে মুজাহিদ আমাদের মাঝে নাই। তবুও মনে হয় এই বুঝি আব্বা গেটের ভিতর ঢুকছেন, বারান্দায় এলেই মনে হয় আব্বা ধীর গতিতে হাটছেন, তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আজো চোখের

www.pathagar.com

সামনে ছায়ার মত ভাসতে থাকে। আমি তার ছোট বৌমা, আমি উনাদের সাথেই থাকতাম তাই তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন।

আতিথেয়তা : সবাই মূলত মেহমান এলে সালাম দিয়ে বসে অল্প স্বল্প গল্প করে তারপর মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে থাকে– কিন্তু আব্বার ব্যাপারে তা ছিল ব্যতিক্রম। তিনি মেহমানকে গেট খুলে দিয়ে বসার সাথে সাথে ভিতরে গিয়ে মেহমানের আপ্যায়নের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতেন। আমার শ্রদ্ধেয়া শ্বাশুড়ী আম্মা প্রায় বলতেন আপনি মেহমানের সাথে কথা বলেন– আমরা নাস্তা পাঠাচ্ছি। কিন্তু তিনি তাদেরকে নাস্তা না খাওয়ায়ে আলোচনায় বসতেন না। আব্বার এমন মেহমানদারীতা ফকির-মিসকিন, ধনী-গরীব সবার ক্ষেত্রেই সমান ছিল, সবার জন্য তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তার জীবনের এমন দিন বিরল ছিল যে তিনি একা নাস্তা খেয়েছেন। যে দিন সকালে কোন মেহমান না আসতো সেদিন তিনি দেরীতে নাস্তা খেতেন। তিনি মেহমানের জন্য অপেক্ষা করতেন। এ অবস্থায় ক্ষুধা পেলেও একা খেতে চাইতেন না। তিনি সকালে রুটি, সুজি খেতেন। রুটি ও মধু খেতেও পছন্দ করতেন। মেহমান এলে নিজে না খেয়ে, মেহমানকে খাওয়াতেন। সকালে মেহমান এলে তিনি রান্না ঘরের সামনে এসে বলতেন– একজন মেহমান বাকী আছে, রুটি কি আরও দিতে পারবে? রুটি বানানোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তিনি বলতেন– রুটি বানাও রুটি বানালে স্বাস্থ্য ভাল হয়। আব্বার উপস্থিতিতে এমন কোন মুসাফির, অভাবগ্রস্ত লোক ছিল না যে আমাদের বাড়ি হতে কিছু না খেয়ে বা অভাব দূর না করে যেতে পারত। আজ সেই মহান উদার অতিথি প্রেমিক আমাদের মাঝে নেই– এটা যেন অবিশ্বাস্য।

তিনি আমার ছেলে মেয়েদেরকে খু-উ-ব আদর করতেন, আমার বড় ছেলে শাহ মোঃ ফারহান রুহুল্লাহ ও মেয়ে মোতাওয়াক্কেলা ফাকিহা ও কাবিহা আম্বার (কানেতা) এদের তিনজনকে তিনি তার অন্যান্য নাতী-নাতনীর চেয়েও বেশী স্নেহ করতেন।

তিনি যখন সফরে যেতেন বা অন্য কোন প্রোগ্রামে যেতেন, তখন কখনও খালি হাতে ফিরতেন না। আঙুর, কমলা, বরই ইত্যাদি ফল নিয়ে আসতেন। যখন যে ফলের মৌসম তখন সবার আগেই তিনি নাতী-নাতনীদের জন্য তা নিয়ে আসতেন। কানেতা নামটি তিনি পছন্দ করে রেখেছিলেন এবং কানেতার জন্য সব সময়ই আঙুর ফল নিয়ে আসতেন। তিনি ইন্তিকালের ১ সপ্তাহ আগে আমাকে বলেছিলেন, কানেতাকে মধু খাওয়াও প্রতিদিন ১ চামচ করে কারণ মধু ও কালজিরা মৃত্যু ছাড়া সব ব্যাধির ঔষধ। আব্বা আমার ছেলে-মেয়েদের জন্য সব

www.pathagar.com

সময় চিন্তা করতেন এবং তাদেরকে বলতেন– তুমি কি হবে ডাক্তার না ইঞ্জিনিয়ার। ফারহানকে বলতেন তুমি আলেম হবে ইনশাআল্লাহ আলেম হয়েও তো ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়। ফাকিহা ও কানেতাকে বলতেন তোমরা ডাক্তার হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যেন তার দোয়া কবুল করে আমার সন্তানদের মুমিন-মোমেনা হয়ে গড়ে তোলার তৌফিক দান করেন– আমিন!

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি আমার ছেলে-মেয়েদের জন্য রাজশাহীর আমগাছ, লিচু গাছ, কলা গাছ লাগিয়ে গেছেন। মৃত্যুর রাত্রিতেও তিনি আমার ছেলে-মেয়েদের জন্য চিন্তা করে গেছেন।

আজ তাদের পরম প্রিয় দাদা ভাই আর তাদের সাথে লুকোচুরি খেলতে আসবেনা তাদের সাথে দৌড়াদৌড়ি করতে আসবেনা।

প্রোগ্রাম শেষ করে বাড়িতে ফিরতেই বাচ্চারা দৌড়ে গিয়ে দাদার সামনে বলত দাদা কি এনেছেন তখন তিনি ফারহানের পছন্দের জিনিস ওর হাতে দিতেন, ফাকিহার পছন্দের জিনিস ওর হাতে ও কানেতার পছন্দের জিনিস ওর হাতে দিতেন। ফাকিহার গায়ের রং একটু কালো বলে তিনি বলতেন– তোকে কোথায় বিয়ে দেব। তখন ফাকিহা নিজের হাত দাদার সামনে মেলে ধরে বলতো দেখেন দাদা এইতো আমার হাত ফর্সা। তখন ওর দাদা বলতেন– আমি বেঁচে থাকলে তোকে ভাল ঘরেই বিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা উনাকে তার আগেই পছন্দ করে তার নিকটে নিয়ে গেছেন।

মানুষের খেদমত নিতে তিনি পছন্দ করতেন না বরং মানুষের খেদমত করতে পছন্দ করতেন। তিনি প্রফুল্ল মনে মানুষের খেদমত করতেন। মেহমান এলে তিনি নিজেই চা, নাস্তা, পানি ইত্যাদি নিয়ে যেতেন। কাউকে কষ্ট দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলতেন না। তিনি সবার উপকার করতেন। অনেকেই অনেক সমস্যা নিয়ে তার কাছে আসতো তিনি তাদের সাথে সুমিষ্ট ভাষায় কুরআন ও হাদিসের আলোকে যথাসাধ্য সমাধানের চেষ্টা করতেন। তার কাছে সমস্যা নিয়ে এসে কেউ বিফল হয়ে ফিরে যায়নি কখনও। সমস্যা-সমাধানকারী করুণাময় আল্লাহ আর আব্বা ওসিলা স্বরূপ সকলের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। সবাই হাসি মুখে তার দরবার হতে ফিরে যেত। অনেকেই তার খেদমত করার জন্য আশা করে থাকত। কিন্তু উল্টো তিনি সবার খেদমত করতেন। একমাত্র নিজের স্ত্রীর খেদমত নিতে চাইতেন। অন্য কারও খেদমত নিতে চাইতেন না। আর আম্মাও তার যথেষ্ট খেদমত করতেন।

www.pathagar.com

সাধারণত সবাই দুপুরের খাবারের পর বিশ্রাম নিতে পছন্দ করে। আব্বাও দুপুরের পর বিশ্রামরত অবস্থায় কোন লোকজন এলে তিনি বিশ্রাম ছেড়ে লোকজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। তিনি আরাম আয়েশ বেশি পছন্দ করতেন না। তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। তিনি ভোগ বিলাস পছন্দ করতেন না।

তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'য়ালার মোখলেছ বান্দা। তার ছিল আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। আল্লাহকে তিনি তেমনি ভয়-পেতেন যেমনটি ভয় পাওয়া দরকার। প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করতেন। উর্দুতে অনুবাদ করা কুরআন শরীফ তিনি পড়তেন আর কবরের আযাবের ভয়ে খুব কান্নাকাটি করতেন। আমাদের বাড়িটি ছিল রংপুর জেলার গংগাচড়া থানার পাকুড়িয়া শরীফ। ঘাঘট নদী আমাদের বাড়ির অতি নিকটে। তাই ঠাণ্ডা আমাদের বাড়িতে বেশি ছিল। আব্বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মসজিদে জামায়াতে নামায পড়তে যেতেন।

ঝড়-তুফান, বৃষ্টি-বাদল, শৈত্য প্রবাহ, প্রচণ্ড নিম্নচাপের মধ্যে আমরা যখন ঘর হতে বের হতে চাইতাম না– এমনি অবস্থায় আব্বা কিভাবে যেন মসজিদে গিয়ে নামায পড়তেন। তিনি কখনও জামায়াত তরক করতেন না। তার ইন্তিকালের ৩ মাস পূর্বে তিনি ধনতোলা নামক স্থানে খুলনা থেকে বাড়ি ফেরার পথে এ্যাক্সিডেন্ট করেন তখন তিনি অনেক ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, তখন থেকে তিনি অনেকটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনিতে আব্বার হার্টের সমস্যা ছিল, তখনও তিনি মসজিদ ছেড়ে বাড়িতে নামায পড়তেন না। আমাদের পল্লীবিদ্যুৎ ছিল। অনেক সময়ই কারেন্ট থাকত না। এমতাবস্থায় এশার নামায অনেক সময় অন্ধকারেই তিনি মসজিদে গিয়ে হাজির হতেন। তার কোন লাইটের প্রয়োজন হতো না। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি অন্ধকারেই পথ চলতে পারতেন। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়তেন। ফজরের নামাজে যাবার সময় আমার ঘরের দরজায় এসে প্রতিদিন ডাকতেন। আজ মসজিদের প্রতিটি ইট, দরজা, মিম্বর, যেন তাদের প্রিয়জনের হারানো ব্যথায় ব্যথিত।

তিনি এমনভাবে হাটতেন যেন মাটিও কষ্ট পেত না। কোন পিঁপড়ে বা অন্য কোন কীট পতঙ্গ যেন তার পায়ের তলায় পিষ্ট হয়নি কোনদিন। তিনি ফজরের নামাযের পর বাড়িতে এসে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন আর অঝোর

www.pathagar.com

ধারায় দু'চোখের পানি ফেলতেন। কবরের আযাবের ভয় পেতেন খুব বেশি। এশরাকের নামায পড়ে একটু বিশ্রাম নিতেন। এরপর সকালের মেহমান চলে আসতো তিনি তাদের সাথে নাস্তা করতেন। আজ খোদার সেই অনুগত বান্দা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরম সুখের বাগানে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, আল্লাহ যেন আব্বাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করান– আমিন!

লেখিকা : মরহুমের ছোট ছেলের স্ত্রী।

www.pathagar.com

স্মৃতিতে নানাজী

ইঞ্জিঃ মোহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম

নানাজীকে নিয়ে আমার অনেক স্মৃতি। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। ওনার কথা মনে হলেই যেটা মনের আয়নায় ভেসে ওঠে, সেটা হলো আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস। উনি সব সময় বলতেন, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন কিছুই হয়না। নানাজী বলতেন, প্রতিটি কাজ ঘটার জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সময় আছে। ঐ নির্ধরিত সময়ের আগে ঘটবেনা। আসলেই তাই। এখন প্রায়ই নানাজীর এই কথাটা মনে পড়ে।

নানাজী ছিলেন আমাদের জন্য বট গাছের মত। আমরা কোন সমস্যায় পড়লেই নানাজীকে বলতাম। উনি যে সিদ্ধান্ত দিতেন, সেটার উপর আমরা নিশ্চিন্ত থাকতাম। নানাজীকে কখনই রাগতে দেখিনি। কারও কাছে কখনও রাগতে শুনিনি। উনি একাধারে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ছিলেন। আর রাজনৈতিক ব্যস্ততা তো ছিলই। সব সময় তাঁকে অত্যন্ত চাপের মধ্যে কাজ করতে হতো। এতো চাপের মধ্যে সব সময় মেজাজ নিয়ন্ত্রণ রাখা সত্যিই খুব কঠিন। এক্ষেত্রে নানাজী একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

প্রতিরাতে নানাজী তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন। শেষদিকে আল্লাহর কাছে মোনাজাতে খুব কাঁদতেন। ঢাকায় আসলে আমি নানাজীর সাথে থাকতাম। এক রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেলো। দেখি উনি তাহাজ্জুদের নামাজের পর জায়নামাজে বসে দোয়ায় খুব কাঁদছেন। উনার ইন্তেকালের বছর খানেক আগে থেকে প্রায়ই বলতেন, আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। নানাজী কি কিছু বুঝতে পেরেছিলেন? আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় বান্দারা তো আগেই প্রিয় রবের সান্নিধ্যে যাওয়ার সময় বুঝতে পারেন।

আমাকে সবচেয়ে বেশী আলোড়িত করেছে, উনার সহজ মৃত্যু। মৃত্যু তো খুবই কষ্টের। আমি নানাজীর মৃত্যু চোখের সামনে দেখেছি। নানাজী যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। তার কিছুক্ষণ আগেও কথা বলছিলেন। মৃত্যুর সম্ভবতঃ দুই/তিন মিনিট আগে বললেন, তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে গেলাম। কিন্তু নানাজী চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। নানাজীর ইন্তেকালের পর উনার চেহারা দেখে আমরা উনার জান্নাতবাসী হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করছি, রাব্বুল আলামীন যেন তাঁর রুহের মাগফেরাত করেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন। আমীন।

www.pathagar.com

স্মৃতিতে পীর সাহেব চাচা

মোঃ সাইফুর রহমান

মুখবন্ধ : যখন আমি মক্তবে আলিফ, বা, তা, ছার ছাত্র তখন থেকেই পীর সাহেব চাচাকে চিনি। সেই চেনাটা হলো না দেখে চেনা। শুধু চিনি বললে ভুল হবে, তাঁকে ভীষণভাবে ভালোবাসি।

পীর সাহেব চাচার নাম ও পরিচয় : আদি নিবাস মুর্শিদাবাদ। দাদার নামঃ শাহ্ মুহাম্মদ কছিম উদ্দীন (রহঃ) পিতার নাম : শাহ্ মুহাম্মদ আফজালুল হক (রহঃ)। পীর সাহেব চাচার নাম : শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) বর্তমান নিবাসঃ জেলা-রংপুর, উপজেলা-গঙ্গাচড়া, গ্রাম- বেতগাড়ী (পীর বাড়ী)। নিজ এলাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুজা মিয়া পীর সাহেব নামেই তাঁর পরিচিতি বেশি। আরও একনামে সকলের কাছে পরিচিত তা হচ্ছে 'পীর সাহেব চাচা'।

পীর সাহেব সম্পর্কে ছোট বাচ্চা ও ভক্তদের ধারণা : সেই আদি শৈশব থেকেই গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কৃষ্টি কালচার, যে কোন ধরনের মজলিস, কারও ছেলের বিবাহ, কারও মেয়ের বিবাহ, কারও নামাজে জানাযার ইমামতি সব খানেই পীর সাহেব চাচার আমন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ ছিলোই। আর এ কারণেই গ্রাম/ মহল্লার ছোট ছোট বাচ্চারা এমনকি অনেক সহজ সরল আনপড়ুয়া ভক্তের ধারণা ছিল হয়তো বা আমাদের গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামেই পীর সাহেব চাচার বাড়ী।

পীর সাহেব চাচার সাথে আমার প্রথম পরিচয় : আমাদের গ্রামের নাম উত্তর দেশীবাই, পার্শ্ববর্তী গ্রাম খুটামারা, ফজল হাজীর মাদরাসায় বাৎসরিক ইছালে ছওয়াব এবং ওয়াজ মাহফিল। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আমার আব্বা মরহুম হযরত মাওলানা আতিয়ার রহমান অত্র অঞ্চলের মুছনবী শরীফের একজন নামকরা আলেম ছিলেন। ঐ মাহফিলে পীর সাহেব চাচার আব্বা হুজুর মরহুম মগফুর শাহ্ মুহাম্মদ আফজালুল হক (রহঃ) প্রধান অতিথি এবং আমার আব্বাজী হুজুরও ঐ মাহফিলের বক্তা। পীর সাহেব চাচা তাঁর আব্বার সাথে সেখানে এসেছেন। আমিও আব্বার সাথে সেখানে গিয়েছি, আর এই সুবাদেই আমার পীর সাহেব চাচার আব্বার এবং পীর সাহেব চাচার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য নছিব হয়। যা না বললে নয়, আমি ঐ মাহফিলে পীর চাচার আব্বা হুজুরের সাথে খানা

www.pathagar.com

খেয়েছি। তবে এর আগে আমি ঐভাবে খানা খাই নাই। মাহফিল বাড়ীতে দুইজন মুরিদান খানা নিয়ে আমার সাথে সাথে সেখানে একটা সাদা কাপড় দিয়ে গোল করে ঘেরাও করা হলো, তারপর ঐ পর্দার ভিতরে দাদাজী হুজুর এবং আমি একসাথে খানা খাইলাম। তখন আমি খুব ছোট মানুষ তার পরও আমার রীতিমতো খেয়াল আছে উনি নামাজের ছুরতে বসে মাথা নিচু করে কোন কথা বার্তা না বলে একবারেই খানা শেষ করে শুধু আমার পিঠে একবার হাত বুলিয়ে বলেছেন, দাদু ভাই আস্তে আস্তে খান। আর একারণেই আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছি।

পীর সাহেব চাচা ও বর্তমান পীর সাহেবগণের মধ্যে পার্থক্য : ছোটবেলায় আব্বার কাছে পীর বাড়ীর অনেক গল্প শুনেছি। তা সবই কামেলিয়াত কোন সাধারণ গল্প না। আব্বার কাছে শুনা অনেক গল্পের মধ্যে ছোট একটি গল্প তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি, হয়তো বা ঐ গল্প বর্তমান ডিজিটাল যুগের পীর সাহেবগণের হেদায়েতের জন্য কাজে আসতে পারে। কোন একদিন দুপুরবেলা পীর বাড়ীতে মুরগী রান্না হয়েছে, খাবার দস্তোখানে খানা হাজির করা হয়েছে এবং মুরগীর গোশ্তের বাটি হতে একটা বড় গোশ্তের টুকরা দাদাজী হুজুরের থালায় দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে দাদাজী হুজুর পরিবেশনকারীকে গোশ্তের টুকরাটা তুলে দিয়ে বললেন যে, বাড়ীর কাজের ছেলেকে এই বড় টুকরাটি দিবে। শুধু আমার বড় টুকরা খেলে তো চলবেনা, তাদের তো হক আছে, আর দ্বিতীয় কথা তাদেরও তো টুকরা খেতে ইচ্ছা করে।

প্রিয় পাঠক! মনের সাথে গভীরভাবে চিন্তা করুন, তারা কত বড় উঁচু মাপের মানুষ। যাইহোক, পরবর্তীকালে গ্রাম ছেড়ে পড়াশুনার তাগিদে যখন শহরে এসেছি তখন বার বার কাছে থেকে পীর সাহেব চাচাকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আর সেই উপলব্ধি থেকে বলছি, পীর সাহেব চাচা মরহুম মগফুর শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) পীর সাহেব ছিলেন অত্যন্ত সহজ, সরল সাদা মাটা, মিষ্টভাষি এবং সদালাপি মানুষ। আমার জীবনে আমি অনেক মানুষ দেখেছি, কিন্তু পীর সাহেব চাচার মতো ভালো মানুষ জীবনে আর দেখি নাই। অনেক মানুষ জীবনে দেখেছি অনেক গুণে গুণান্বিত, কিন্তু তার পরও কিছুনা কিছু খারাপ দিকও আছে। কিন্তু মরহুম পীর সাহেব চাচাকে আল্লাহ তা'লা মনে হয় ব্যতিক্রম করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। উনাকে কোনদিন রাগ হতে দেখি নাই, অট্টহাসি অবস্থায় দেখি নাই। কারও কোন খিদমত গ্রহণ করতে দেখি নাই। কোন নজরানা গ্রহণ করতে দেখি নাই। উনি ছিলেন নির্লোভ নির্ভেজাল

www.pathagar.com

নিরহংকার এবং অত্যন্ত সাদাসিদে জীবন যাপনকারী মানুষ। পাশাপাশি বর্তমান ডিজিটাল পীর সাহেবগণের কথা, চরিত্র সবারই জানা আছে। প্রতি বছর সারাদেশ হতে পীর ব্যবসার নামে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে লাল শালুপরা গরু মহিষের পাল, আবার চাঁদ তারা খচিত পতাকা গরুর শিংগে বেঁধে হাজার হাজার মানুষের সরলতা এবং দুর্বলতার কারণে কোটি কোটি টাকা তারা লুটতরাজ করে খাচ্ছে। ঐ সমস্ত ডিজিটাল পীর মাশায়েখদের দরবারে গেলে দেখতে পাবেন, ভক্ত ও মুরিদানদের কাছ থেকে তারা অনেক ধরনের খেদমত গ্রহণ করেন। শুধুতাই নহে, আরও দেখা যায় ঐ সমস্ত পীর মাশায়েখগণের খাস কামরা থেকে দরবার শরীফ পর্যন্ত লাল গালিচার অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। সুপ্রিয় পাঠক! বিচারের ভার আপনাকেই ছেড়ে দিলাম, আপনি খুব গভীরভাবে ভেবে চিন্তে মতামত ব্যক্ত করবেন এই সমস্ত পীর মাশায়েখের সাথে মরহুম (সুজা মিয়া) পীর সাহেবের পার্থক্য কত?

গ্রাম্য শালিসে বিচারক হিসাবে পীর সাহেব চাচা : সুপ্রিয় পাঠক! আমার গ্রামের যত গ্রাম্য বিচার শালিস দেখেছি, সেখানে লক্ষ্য করা গেছে ঐ শালিসের সকল মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, পরে এক পর্যায়ে দেখা গেল যে, দু'চারজন চেয়ার নিয়ে হঠাৎ ছুটে গিয়ে পীর সাহেব চাচাকে বসতে দিত, তারপর দেখা যায় যে চা-নাস্তার পরে পীর সাহেব চাচা বাদী-বিবাদীর দু'জনের হাত মিলায়ে দিত, বচ্ আর কোন কথা না, সব মিটমাট। এইভাবে দেখেছি গ্রামের হাজারো জটিল ঝগড়া, বিবাদ কলহ্ সব সমস্যার সমাধান পীর সাহেব চাচা এসে করতেন।

বিভিন্ন মাহফিলের বক্তা হিসাবে পীর সাহেব চাচা : শৈশব কাল থেকে দেখেছি আশপাশের গ্রাম/মহল্লা ও অনেক প্রত্যন্ত এলাকায় বৎসরে বিভিন্ন সময়ে সভা সমিতি ও বিভিন্ন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আর দেখা যায় সেখানে প্রধান মেহমান পীর সাহেব চাচা।

মিছিলে নেতৃত্বদানকারী হিসাবে পীর সাহেব চাচা : আলোচনার মধ্যভাগে বলেছি মরহুম পীর সাহেব চাচা অন্য দশজন সাধারণ পীরের মত শুধু একজন পীর নয়। অন্যান্য পীর সাহেব শুধু জানতেন কিভাবে পীরগিরি করে ধন-সম্পদ বাড়ানো যাবে, কিভাবে অন্যের সেবা নেয়া যাবে, কিভাবে কি করলে মানুষের কাছে ইয়া বড় পীর সাহেব বলে খ্যাতি অর্জন হবে ইত্যাদি। কিন্তু মরহুম পীর সাহেব ছিলেন অরিজানাল ও শিক্ষিত, হক্কানী এবং আল্লাহর কামেল পীর। তাই পীর মানে খলিফা, পীর মানে নেতা, পীর মানে সমাজের নেতৃত্বদানকারী এই সম্পর্কে তাঁর পেরেশানি ছিল। তিনি যে জনগণের মনোনীত নেতা তার পেরেশানি ছিল আল্লার জমিনে তাঁর দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা, তাইতো তাঁকে দেখা গেছে রংপুর শহরের

www.pathagar.com

বিভিন্ন মিছিলের অগ্রভাগে নেতৃত্বদানকারী হিসাবে, উদ্দেশ্য একটাই আল্লার জমিনে আল্লার দ্বীন কায়েম করা।

মরহুম পীর সাহেব চাচা এমনই একজন পীর ছিলেন যে, তাঁর মুরিদের বাড়ীতে গিয়ে অন্যান্য পীর সাহেবগণের মত মুরগীর গোশ্ত আর পোলাও খাওয়ার সময় তার ছিল না। তিনি আল্লার জমিনে তাঁর দ্বীন কায়েমের এক বুক স্বপ্ন নিয়ে চষে বেড়িয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতী কাজে। তাইতো তাঁকে দেখা গেছে কখনো বা মিছিলে, কখনো বা টাউন হলের আলোচনা সভায়, আবার কখনো বা পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে প্রতিবাদ সভায়। পীর সাহেব চাচার আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল একটি বারের মত পার্লামেন্টে গিয়ে এদেশের তৌহিদী জনতার কিছু সুখ দুঃখের কথা, কিছু মৌলিক অধিকারের কথা সরকারের কাছে তুলে ধরবেন, জনগণ তাঁকে সে ক্ষমতাও দিয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়– ইসলামের শত্রুরা এদেশীয় সরকারী ধ্বজাধারী এজেন্টদের ইঙ্গিতে তাঁর সে অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

সুপ্রিয় পাঠক! ঐ সময় রংপুরের জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে তাঁকে তাঁর অধিকার হরণ করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনিও একজন সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পাশাপাশি পীর সাহেব চাচার লাশের কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বক্তব্য দিয়েছেন তিনিও সরকারের পক্ষে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা। আল্লাহ সবাইকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝার তৌফিক দান করুন। আমীন।

সুপ্রিয় পাঠক! আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দা তাঁরই ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন পরপারের চির সফরে, রেখে গেছেন, অনেক অসমাপ্ত কাজ। আমরা যদি তাঁর রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজের সমাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা চালাই তবেই আমরা মরহুম শাহ্ মুহাম্মদ সুজা মিয়া পীর সাহেব চাচার প্রকৃত মুরিদ, প্রকৃত তাঁর আদর্শের কর্মী আর তবেই পারলৌকিক জগতে প্রশান্তি পাবে মরহুম পীর সাহেব চাচার আত্মা। আমীন।

www.pathagar.com

মনে রবে চিরদিন

ইঞ্জিনিয়ার এন. এ. কে. হেদায়েতুল ইসলাম (নাসিম)

"দুপুরে ৪ জন মেহমান খেতে আসবে আমার সাথে। একটু মুরগীর ঝোল এবং ভাজির ব্যবস্থা কর।"

নানার চিরকুট এর অংশ। নানার পত্র-বাহক যখনই চিঠি নিয়ে আসে তখন দুপুরের খাবারের বাকী হয়তো আর ১ ঘন্টা। নানু চিরকুট দেখে কিঞ্চিত রাগান্বিত তবে আশ্চর্য হননি। কারণ এটা প্রায়ই হয়ে থাকে। সালটি যতটুকু মনে পড়ে ১৯৯৩ আব্বুর ইরান-এ থাকার জন্য আমাদের রংপুরে থাকা আর হয়তো নানাকে আরও কাছ থেকে দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করা। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়তাম। মাথায় ঢুকতো না প্রথমদিকে, 'মুরগীর ঝোল' শুধু কিভাবে খাবে? মাংস খাবেনা? পুরো বছরই নানাকে একা খেতে খুব কমই দেখেছি। যাদের আমরা মহামানব বলি তাদের কয়েকজনের জীবনী পড়েছি। কিন্তু আমি নিশ্চিত এক মহামানবকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। চেনা-অচেনা সবার জন্য এতো দরদ কার থাকতে পারে? কে পারবে সবার সমস্যা নিজের কাঁধে তুলে নিতে? নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে? অন্যের দরকার এ নিজের সমস্যা ভুলে হাজির হতে?

আমেরিকার ভিসা পাওয়ার একদিন পর আমার ফ্লাইট। নানার সাথে দেখা করার জন্য রংপুর যাওয়ার সময় হবে না। কিন্তু নানা ঠিকই নাতির জন্য নানুকে নিয়ে পরের দিন হাজির। বাংলাদেশ ছাড়ার আগের রাতে নানা আমার রুমে একই সাথে ঘুমিয়েছিলেন। সব রাতের মত তাহাজ্জুদ পড়তে জেগেছিলেন এবং আমার আসার সময় অন্যতম পরামর্শ ছিল 'তাহাজ্জুদ পড়বি'। নানা আমাকে বিদায় দিতে এয়ারপোর্ট এসেছিলেন। আসার আগের মুহূর্তে বলেছিলেন, দিনে ১০০ বার 'আসতাগফিরুল্লাহ', ১০০ বার 'দরুদ শরীফ' পড়বি। তখন জানতাম না সেটাই ছিল নানার সাথে শেষ দেখা। আমেরিকা আসার পর নতুন দেশ, নতুন সমস্যা। সবগুলোর সমাধান পাইনি একা একা। মাঝে মাঝে মন এত খারাপ থাকত। শেষ ভরসা ছিল নানা। কারণ অন্যদের মতো সমস্যার বিস্তারিত কখনও জানতে চাইতেন না। তিনি বলতেন, দোয়া করছি, এটা কর, এই দোয়া পড়। এখনো যখন সমাধান না পেয়ে মন অনেক খারাপ থাকে, মনে হয় ফোনটা উঠাই আর বলি– "নানা আমি কি করব? প্লিজ আপনি আমার জন্য দোয়া করেন।"

www.pathagar.com

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে আব্বু তার কর্মস্থলে (ইরান) যাওয়ার পর নানা-নানুর কাছে ছিলাম ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। তখন ছোট ছিলাম তাই স্মৃতিগুলো মনে নেই। ১৯৮৫-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৯২-এর ডিসেম্বর আব্বুর সাথে যখন ইরানে ছিলাম, নানা-নানুকে চিঠি লিখতাম। সব সময় তাদের উত্তর পেতাম। ছোট অথচ দরদভরা ভাষায়। ইরান থেকে যখন দেশে আসতাম কত খুশি হতেন! নানা কত কিছু বাজার করতেন! নানু পরম মমতা মিশিয়ে রান্না করে আমাদের খাওয়াতেন।

১৯৯৩ সালের পুরো বছর রংপুরে ছিলাম। আমাদের প্রয়োজনের দিকে নানার কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! প্রোগ্রামের কারণে তাকে কাছে কম পেতাম। কিন্তু তিনি সবসময় আমাদের সব ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন। ফলমূল, মিষ্টি, মুরগী, গরু গোশত যা আমরা পছন্দ করতাম তা সর্বদা মজুদ থাকত। আম, লিচুর সময় আম, লিচু সবসময় (প্রায় দিনই) নিয়ে আসতেন! আব্বু ইরান থেকে আসার পর ১৯৯৪ সাল থেকে ঢাকায় আমাদের অবস্থান। প্রোগ্রামের জন্য নানাকে প্রায় প্রতিমাসে ঢাকায় আসতে হতো। নানাজী আমাদের জন্য কত কিছু নিয়ে আসতেন! আমাদের পরীক্ষা শেষ হলেই সব কাজিনরা চলে যেতাম রংপুরে এবং অনেক মজা করতাম। আমাদের উপস্থিতিতে নানাজী-নানুমণি আরো বেশী আনন্দিত হতেন। শুধু খাওয়া আর খাওয়া। আনন্দের মাঝে ও আমাদের ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শের কমতি ছিল না, জামায়াতে নামাজ, নিয়মিত কুরআন হাদীস অধ্যয়ন। কত ধরনের গল্প করতেন। এভাবেই বছর পেরিয়ে যায়। ১৯৯৯ সালে আমি যখন বুয়েটে চান্স পাই, নানাজী তখন বড় খালামণির বাসায়। আম্মুসহ নানাজীর কাছে রেজাল্ট জানাতে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'দোয়া করি, মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার হও।" ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পর অনেক খুশি হয়েছিলেন। উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে সব সময় উৎসাহ যোগাতেন।

২০০৬ সালে মাষ্টার্স করার জন্য আমেরিকা আসি। কিন্তু নানা আমার মাষ্টার্স শেষ করার খবর শুনে যেতে পারেননি। ক'মাস আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তার প্রভুর দরবারে। বুয়েটে যখন মাষ্টার্সে ভর্তি হই, আমাকে ও মুহাম্মদ ভাইয়াকে ভর্তির টাকা দিয়েছিলেন। কত উদার ছিলেন তিনি। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। কত মমতাভরা কণ্ঠে কথা বলতেন।

হঠাৎ ১৭ মে রাতে নানাজীর মৃত্যুর সংবাদ বিদেশ বিভুঁইয়ে সহ্য করা কত কষ্টকর তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ছোট বেলার কত স্মৃতি তাকে নিয়ে। তার সাথে কত বেরিয়েছি। মানুষ তাকে কত শ্রদ্ধা করতো ও ভালবাসত তা নিজেই দেখেছি। তার নাতী, এ কারণে সবার আদর, স্নেহ পেয়েছি। মাষ্টার্স শেষ করে

www.pathagar.com

চাকুরী করছি, নানাজীর মৃত্যুর ৩ মাস পর থেকে। কিন্তু তাকে কিছুই দিতে পারিনি। তিনি সারাজীবন সবার জন্য ত্যাগ করেছেন। কখনও তাকে ভোগ করতে দেখিনি। আমাদেরও দুর্ভাগ্য, তাকে কিছুই দিতে পারলামনা। এ ব্যথা সার্বক্ষণিক।

তাঁর মৃত্যুর পর আম্মু অসুস্থ হওয়ায় ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ দেশে যাই। আব্বু-আম্মুসহ নানুর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। নানাজীর অনুপস্থিতি মনকে ভীষণ ব্যথিত করেছে। কত খুশি হতেন আমাকে দেখে! সব কিছু নীরব, সব শূন্য! নানার কবর জিয়ারত করলাম। হৃদয় ব্যথায় চুরমার হতে লাগল। কত ভালবাসা, স্নেহ দিয়ে আমাদের জড়িয়ে রেখেছিলেন! সে ভালাবাসার হাতটি আমাদের মাথার উপর নেই। আছে শুধু তাঁর শিক্ষা, উপদেশপূর্ণ কথা। কুরআন হাদীসকে আঁকড়ে ধরার প্রেরণা, যা পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে। সে পথে এগিয়ে গেলে শোকটা ভুলা সহজ হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন এবং আমরা যাতে তার পথে চলতে পারি এবং আখেরাতে আবার যেন আল্লাহর সুশীতল ছায়ায় একত্রে বাস করতে পারি। আল্লাহ আমাদের কবুল করেন। আমীন॥

লেখক : মেঝ মেয়ের বড় ছেলে, আমেরিকা প্রবাসী

www.pathagar.com

একজন আদর্শ মহাপুরুষ

খলিলুল্লাহিল হাদী মোহাম্মদ নাফিস

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)-কে আমি কখনো দেখিনি, দেখিনি মহান আল্লাহ পাকের কোন ফিরিস্তাকে। তাদের সঙ্গে তুলনীয় কিছুই নাই। তবে এই নশ্বর পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ যুগে যুগে স্বল্প সময়ের জন্য স্বল্প আয়ু নিয়ে আর্বিভূত হন যারা মানুষ হয়ে ফিরিস্তার ন্যায় জীবন ধারার কারণে আজীবন মানুষের হৃদয়ের একটি বিশাল অংশ জুড়ে অবস্থান করেন। দোষ-ত্রুটি নিয়েই মানুষ, মানুষের জীবনে সামান্য কিছু হলেও ভুল থাকবে। কিন্তু আমার জীবনে সামান্য সময়ের জন্য হলেও দু'জন মানুষের সানিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়ে সর্বদা নিজেকে ধন্য মনে হয়। সর্বদা মনে হয় তাঁরা যেনো সবাইকে শুধু ঋণে আবদ্ধ করার জন্যই এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। সামান্যতম ঋণ পরিশোধের কোন সুযোগ কাউকে দিলেন না। এমনি একজন আমার মহান বড় চাচাজ্বী মরহুম ডঃ আব্দুল বারী আর অন্য জন হলেন আমার মহান ছোট খালুজ্বী মরহুম শাহ্ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) এমন মানুষ পাওয়া খুবই দুষ্কর, কিন্তু আমার খালা-খালু দু'জনেরই ফিরিস্তার মত মন। তাই তাদের ব্যাপারে কিছু লিখতে গেলে ভয় হয় তাঁদের ব্যাপারে এত সামান্যই না লিখে জানানো কি সম্ভব? তাই একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই দুঃসাহসের কাজটি না করে বরং তা আমার মনের মাঝেই থাক। আর তাদের জন্য শুধু অন্তর থেকে দোয়া করে যাব। যেমনটি মহান বড় চাচাজ্বী মরহুমের সময় সাহস করতে পারিনি। কিন্তু পরে মনে হলো না, আমার খালুজ্বী মরহুমের জীবনাদর্শ থেকে অন্যদেরও অনেক কিছু শেখার আছে। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি কেউ নিজের জীবনে তা এতটুকু প্রতিফলিত করতে পারেন তবেই আমার এ লেখা স্বার্থক হবে।

আমি খুব অল্প সময় আমার এই মহান খালুজ্বীকে পেয়েছিলাম। যখন আমরা সবাই এক সঙ্গে পড়াশুনা করছিলাম, আমি এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়ে রংপুরে চলে আসলাম ইংরেজী শেখার জন্য, এক কোচিংয়ে ভর্তি হলাম রংপুরে। উঠলাম খালাম্মার বাসায় খালুজ্বী কোন চাকুরী করতেন না তাঁর নির্দিষ্ট কোন আয়ের ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর উপর আমি সেখানে থাকায় খালুজ্বী এত খুশী হলেন যে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পরবর্তী সময়ে আমি কারমাইকেল কলেজে ব্যবস্থাপনায় অনার্সে ভর্তি হই। ছোটবেলা থেকেই আমি মেয়েদের সামনে

www.pathagar.com

অস্বস্তিবোধ করি বিধায় সহ শিক্ষা স্কুলে পড়ার পরও আমার কোন বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতাম না। খালাম্মাদের বাসার সামনে ছিল মেয়েদের মেছ তাই এখানে ভীষণ অস্বস্তিতে থাকতাম বিধায় খালাম্মার বাসা থেকে চলে যেতে চাইলে খালুজ্বী ভীষণ কষ্ট পেলেন। আমি অবাক হই ঢাকায় আমার অনেক আত্মীয়-স্বজন প্রচুর প্রাচুর্যের মাঝে থেকেও মাত্র এক রাত ড্রইং রুমের ফ্লোরে থাকায় যে অস্বস্তিবোধ করেন, আর আমার মহান খালা-খালু তাদের এত কষ্টের মাঝে কিভাবে হাসিমুখে আমাদের রেখেছেন। এমনও সময় গেছে যখন আমরা তিন ভাই-বোনও সেখানে ছিলাম। বিপদের দিনের এই ঋণ কখনো শোধ করা সম্ভব নয়। মেছে চলে গেলেও খালাম্মা খালুজ্বী সব সময় খোঁজ-খবর রাখতেন। আমি অবাক হয়ে যাই আমার খালা তো মাঝে মাঝে আমার মেছে যেতেন আমার খোঁজ-খবর নিয়ার জন্য। অধিকন্তু খালুজ্বীও শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার মেছে গেছেন কেমন আছি খোঁজ-খবর নিতে। মেছে থাকা অবস্থায় ভয়ে খালাম্মার বাসায় কম যেতাম। কারণ খালুজ্বীর সঙ্গে দেখা হলেই তিনি তাঁর বাসায় না থাকার জন্য এমন করে আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করতেন যে আমার বুকটা চিন্ চিন্ করে উঠতো। তিনি বলতেন "তুমি নাই আমি একা থাকি কি করে? আমার বাড়ীতে যাই সামান্য জুটবে তাই খাবে।" তাই হয়তো খালুজ্বীর আন্তরিক প্রার্থনা বিপদে পড়ে মেছ ছেড়ে আবার খালুজ্বীর বাসায় এসে উঠতে হয়। খালুজ্বীর সঙ্গে সব সময় থেকেছি অনেক জায়গায় গিয়েছি বলেই হয়তো খালুজ্বীর বিশাল মহত্ব আমার চোখে ভাসছে। তার বাসায় কেউ আসলে তাকে কিছু না খেয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। কখন হয়ত বাসায় ভাল নাস্তা নাই। সে সময় মেহমানকে আপ্যায়ন করার মত খালুজ্বী কতই না উতলা হতেন। বার বার বলতেন আমার ভীষণ ক্ষুধা লেগেছে আমাকে কিছু নাস্তা দাও। খালাম্মা বুঝতেন খালুজ্বী কেনো এসব বলছেন। কিন্তু শুধু মুড়ি দিয়ে কি আর আপ্যায়ন করা যায়? সব সময় আত্মীয়-স্বজন মেহমানের আসা যাওয়া এত লোকের আপ্যায়ন কি সোজা কথা। কিন্তু আমার খালা-খালু সামান্যতম বিরক্ত না হয়ে তাদের সাধ্যাতীত চেষ্টা করে গেছেন। খালুজ্বীর কাছে যখন তখন লোক আসতো সকাল ছয়টা কি দুপুর ২টা বা রাত তিনটা। কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না। আমি মানুষ জনের কাণ্ড দেখে অবাক হতাম। আর তারাও জানতো খালুজ্বী তাদের সময় দেয়ার জন্য চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত থাকেন। এমনও হয়েছে রাতে তিনি শোয়ার আধাঘন্টার মধ্যে লোক এসে উপস্থিত কিংবা দুপুরে ঘুমানো মাত্রই কোন লোক এসেছে। তাই আমি বাধ্য হয়ে একবার একজনকে রাগ করে বললাম এভাবে অসময় না এসে বিকেলে খোঁজ নিয়ে আসতেন। আস্তে বলার পরও কিভাবে জানি খালুজ্বী ঘুমের মাঝে শুনে ফেলেন। এতে করে তিনি ভীষণ মন খারাপ করে আমাকে বলেন মানুষ অনেক আশা নিয়ে অনেক দূর

www.pathagar.com

থেকে আসে। আর তুমি সময় বেঁধে দিয়ে তাদের হয়রানী করতে চাও? আমি কি বলবো বুঝে উঠতে পারলাম না খালুজ্বী আমাকে নিজের ছেলের মতই দেখতেন। আমারও ইচ্ছা ছিল যোগ্য হয়ে খালাম্মা খালুজ্বীর জন্য সামান্য কিছু করতে কিন্তু বড় চাচাজ্বীর মত খালুজ্বীও আমাকে সামান্যতম সুযোগও দিলেন না। খালুজ্বী যে কি পরিমাণ ভালো মানুষ ছিলেন তা বুঝতে পারি তার নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে। কি নৌকা আর কি লাঙ্গল এমন কোন ক্যাম্প নেই সেখানে আমরা বসে তার কথা বলিনি। কোন মানুষ তার সামান্যতম দোষের কথা তো কিছু বলেননি বরং সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ গোটা নির্বাচনী প্রচারণায় শুধু একজন অভিযোগ করেছিল যে, "অমুক আমার নামে হুজুরের কাছে মিথ্যা নালিশ করেছে তিনি তা শুনেছে বা বিশ্বাস করেছে।" আমরা তাকে বুঝালাম হুজুর তো মানুষ, তাকে গিয়ে শুধু প্রকৃত ঘটনা জানালে তিনি বুঝতে পারবেন। এই একটি মাত্র অভিযোগ ছাড়া তার বিরুদ্ধে আমি আর কিছু কখনো শুনিনি। তারপরও অবাক লাগে এতো ভালো মানুষ এত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেনো নির্বাচনে জিততে পারেননি? অনেক চিন্তা করে বুঝতে পারি মহান আল্লাহ পাক তার প্রিয় বান্দার অসম্মান চাননি বলেই তাকে নিজ হাতে রক্ষা করেছেন। মহান আল্লাহ পাক তাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন (আমীন)। একই সঙ্গে তাঁর উত্তরসুরী ও বংশধরদের কাছে তাঁর চরিত্রের শতভাগের একভাগও যদি প্রতিফলিত হয় তবেই হবে স্বার্থকতা। কারণ তিনি তো ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। আজীবন শুধু অকৃত্রিমভাবে সবাইকে আলো দিয়ে গেলেন বিনিময়ে কারো কাছেই কিছু পাওয়ার আশা করেননি। তাঁর এই বিশাল আলো থেকে তাঁর এলাকার কোন লোক বঞ্চিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তাঁর চরিত্রের মহানুভবতা দেখে আল্লাহ পাকের মহান সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যে মহান আল্লাহ এমন কিছু লোক সৃষ্টি করেছেন বলেই আজও পৃথিবী তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এ লেখা শেষ হবার নয় তবুও অপূর্ণ রেখেই কলম বন্ধ করতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি যেনো কিছুই লিখিনি। তাঁর ব্যাপারে লক্ষ ভাগের এক ভাগও যেনো আমার লেখায় প্রতিফলিত হতে পারেনি। তাঁর জন্য কিছু লিখেই যেনো তাঁকে একটা সীমাবদ্ধতার মাঝে ছোট করে ফেললাম। পরিশেষে এটুকুই বলবো পৃথিবীতে ক্ষণিকের জন্য এমন কিছু মানুষ আসেন যাদের সম্পর্কে লিখার দুঃসাহস করাটাও বোকামী বলে মনে হয়। সর্বশেষ তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে আল্লাহ কাছে দোয়া করছি। তাঁকে যেনো জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোউচ্চ মর্যাদায় স্থান দেন। আমীন।

www.pathagar.com

প্রিয় শ্রদ্ধেয় নানাজী

ডাঃ এন.এ.কে. মুজাহিদুল ইসলাম (নাসিফ)

প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু অবধারিত। জন্মিলে অবশ্যই তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সেই মৃত্যুর সময়টি মহান আল্লাহ তা'আলাই নির্ধারিত করেন। কিন্তু কিছু মানুষের কর্ম কখনও তাকে মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনা। সেই স্মৃতি সবসময় মনে উঁকি দেয়।

একরাশ ব্যথা, চোখে রাখা পানি নিয়ে নানার কিছু স্মৃতিচারণের জন্য কলম নিয়েছি। লেখার অভ্যাস বলার মত কিছুই নেই। কিন্তু নানাকে নিয়ে কিছু লেখা আমার নিজের কর্তব্য হিসেবে নিয়েছি। সকলের নানা, নানী, দাদা, দাদী, তাদের নাতী-নাতনীদের অনেক স্নেহ করে থাকেন। কিন্তু অনেকের কপালে তা জোটে না। সেই সৌভাগ্য বা ৮/৭ জনদের মধ্যে আমি একজন, যে এই স্নেহ, মায়া, মমতা পেয়েছি। খুব কাছ থেকে উনার কিছু কর্ম দেখেছি।

ইরান থেকে দেশে এসেছি ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে। সেই সময় থেকেই নানাকে যতটুকু দেখেছি তা আমার মনে আছে। ছোট সময়ের নানার স্নেহ আম্মুর কাছ থেকে শুনেছি। এ ধরণের মানুষ আজ দেখা যায় না যে, চেনা-অচেনা সকলকে প্রথম সালাম করেন। বিশেষ করে রংপুরে যখন উনার সাথে বের হতাম তখন দেখতাম, একজন মানুষ নেই যে, নানার আগে সালাম দিতে পারেন। ইসলামের এই ধারাটি পালন করার মত মানুষ এই সময়ে পাওয়া অসম্ভব।

নানার একটি কাজ আমাকে করতে হত যখন তিনি ঢাকায় থাকতেন, তা হচ্ছে দাঁড়ির কিছু জায়গা সেভ করা এবং দাঁড়ি পরিপাটি করে দেয়। কিন্তু বলার মত কথা হচ্ছে তিনি যখন এই কাজটি করতে বলতেন তার ধরণটি– "আপনার কি একটু সময় হবে আমাকে সাজানোর"। আমি একবাক্যেই রাজি হয়ে যেতাম।

আমাদের সৌভাগ্য ছিল যে আমরা এমন এক নানাকে পেয়েছিলাম যিনি অনেক রসিক ছিলেন। প্রত্যেকটি সময় আমাদের সবাইকে নিয়ে রসিকতা করতে ভালবাসতেন। আমাদের সামনে প্রায়ই আমাদের নানুকে ক্ষ্যাপাতেন এবং একটি আসর বসাতেন (আড্ডার)।

এত বড় জনপ্রিয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন যা দেখে মাঝে মাঝে আমারও রাগ হত। প্রচুর হাঁটতেন, রিক্সায় চলাচল করতেন।

www.pathagar.com

যখন রংপুরে উনার সাথে বের হতাম এত মানুষ উনাকে চিনত, তখনই ভাবতাম আল্লাহ যখন উনাকে নিয়ে যাবেন উনার জানাজায় কত না মানুষ আসবে! ধারণা সত্যি হল চতুর্থ জানাজায় পাকুড়িয়া শরীফে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ জড়ো হয়েছিল। বাকি তিন জানাজায় এত মানুষ না হলেও বিশাল জানাজা হয়েছিল। বিশেষ করে রংপুর জিলা স্কুলের জানাজায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা উনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তখন শুধু ভেসে আসত উনার সাধাসিধে জীবন যাপনগুলো।

ঢাকায় যখন আসতেন, আমাদের বাসায় থাকাকালে আমার খাটেই (ঘুমাতেন) থাকতেন। তিনি তখনও খেয়াল করতেন আমার কোন অসুবিধা হয় কিনা। নানা আমাদের সাথে টিভিও দেখতেন। বিশেষ করে রেসলিং এবং ফুটবলটা খুব পছন্দ করতেন। এখনও যখন রেসলিং দেখি নানার কথা মনে পড়ে। তিনি রেসলিং দেখতে দেখতে খুব হাসতেন। আমার শুধু মনে হয় নানা এই তো হাসছেন।

পাকুড়িয়াতে যখন যেতাম তখন নানার করা মসজিদ, মাদরাসা, স্কুলের দিকে তাকিয়ে থাকতাম অবাক নয়নে। শুধু ভাবতাম এতগুলো প্রতিষ্ঠান দেখাশোনা করা একজন মানুষ কিভাবে পারে। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পিছে সময় দিয়েছেন। মানুষ মারা যাওয়ার পর এই সব প্রতিষ্ঠান সদ্‌কায় জারিয়া হিসেবে সওয়াব পৌঁছে যায় মৃত ব্যক্তির কাছে। আল্লাহ তাআলা নানার এই সব প্রতিষ্ঠানকে সদ্‌কায় জারিয়া হিসেবে কবুল করে নিক। আমিন।

আমার আরও সৌভাগ্য হত নানার যে সকল দাঁতের চিকিৎসা হয়েছিল তা যদি আমি করতে পারতাম। কিন্তু আমি ডাক্তার হবার পূর্বেই তিনি ইহকাল ত্যাগ করে চলে গেলেন। যদিও উনার যা চিকিৎসা হয়েছে আমি উনার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে গিয়েছি। শুধু আফসোস তিনি আমাদেরকে দেখে যেতে পারলেন না চিকিৎসক অবস্থায়।

মারা যাবার ২দিন পূর্বে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। আমি আর সালেহীন উনাকে টেকনিক্যাল থেকে নিয়ে আসি। যতটুকু মনে পড়ে উনার সাথে আমার শেষ কথা ছিল গাড়ি ড্রাইভিং নিয়ে। সালেহীন গাড়ি ড্রাইভ করছিল। নানা বললেন 'নাসিফ, কবে গাড়ি ড্রাইভ করবি।" আমি বললাম, "যখন গাড়ি কিনব তখন। তখন নিজের গাড়ি ড্রাইভ করাটাই তো মজা।" বিশ্বাসই হতে চায় না নানা নেই।

লাশের সাথে আমিও এম্বুলেন্সে গিয়েছি রংপুর। মাঝে মাঝে নানার কফিনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, শুধু মনে হত নানা সেখান থেকে উঠে আসবেন। কিন্তু নানা যেখানে চলে গেছেন কারও সাধ্য নেই ফিরে আসার।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে যত পীর আছেন তারা যদি নানার মত হতেন তাহলে পীরদের সম্পর্কে এত নেতিবাচক কথা শোনা যেত না। আমলের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন যেমন উচ্চে তেমনি মানুষের উপকারের ক্ষেত্রেও।

এত স্মৃতি নানার আছে যা লিখে শেষ করা সম্ভব হবে না। শুধু পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'হাত তুলে দোয়া করি আমার প্রিয় নানাজীর সকল গোনাহ মাফ করে দেন। সকল ইবাদত কবুল করে নেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে পৌঁছিয়ে দেন। আমিন!

লেখক : অনারারি মেডিকেল বিডিএস (ডি.ডি) অফিসার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, (মরহুমের মেজ মেয়ের ছোট ছেলে)।

www.pathagar.com

স্মৃতিতে অম্লান আমাদের নানাজী

ডাঃ খন্দকার মোদ্দাসসেরা (নাবিলা)

অনেক দিন ধরেই ভাবছি প্রিয় নানাজীকে নিয়ে লিখব। অনেক কিছু ভেবেও রেখেছি। অসংখ্য স্মৃতির মাঝে কিছু কিছুর স্মৃতিচারণ করছি। নানাজীর সেই নূরানী চেহারা, সেই শ্বেতশুভ্র দাঁড়ি এবং মন ভুলানো হাসি কখনো ভুলার নয়। আমি তার মতো একজন দ্বীনদার ব্যক্তির নাতনী হতে পেরে গর্ববোধ করি। নানা ভাই নেই এখন আমাদের মাঝে, একথাটি যেন এখনো অবিশ্বাস্য মনে হয়। মনে হয় যেন, তিনি নিশ্চয়ই সফরে গেছেন, কাজ শেষে কয়েকদিন পরেই আমাদের মাঝে চলে আসবেন। আমার বড়ই দূর্ভাগ্য, নানার ইন্তিকাল হওয়ার সময়, তার লাশ দাফন দেয়া, এসব কিছুই আমি দেখা হতে বঞ্চিত হয়েছি। আমার ফাইনাল পরীক্ষা থাকায় আমি সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমরা সব ভাই-বোন (২ ভাই, এক বোন) রংপুর মেডিকেলে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার ৫ মাস বয়সে আম্মু আমাদের নিয়ে আব্বুর চাকুরিস্থল ইরানে গমন করেছিলেন। আমরা যখন মাত্র লিখা শিখছি, তখন আম্মু আমাদের নানা-নানু, দাদা-দাদু সহ নিকট আত্মীয়-স্বজনদের চিঠি লিখা শেখাতেন। আমরা সবাই নানাকে একপৃষ্ঠায় এবং নানুমণিকে আর এক পৃষ্ঠায় সবসময় চিঠি লিখতাম। আমরা অনেক অনেক বেশি সৌভাগ্যবান যে, আমরা এত ভালো নানা-নানু পেয়েছি। (আল হামদুলিল্লাহ)

তারা আমাদের চিঠি পাবার সাথে সাথেই আমাকে এক পৃষ্ঠায় ও আমার দু'ভাইয়াকে অপর পৃষ্ঠায় চিঠি লিখতেন। সেই সাথে আমাদের জন্য জামা ও পাঠ্যপুস্তক পাঠাতেন। আমরা সকালে ইরানী স্কুলে যেতাম, সেখানে ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শেখানো হতো। রাতে আমরা নানার পাঠানো বাংলা Medium -এর পাঠ্যপুস্তক পড়তাম। ইরান থেকে ৭ বছর পর ফিরে আমরা ১ বছর রংপুরে ছিলাম। কারণ আব্বু তখন আবার ইরানে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই সময় নানাভাইকে আরও কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নানাভাইকে সবাই এত পছন্দ করতেন, এত শ্রদ্ধা করতেন যে, তার নাম উচ্চারণ করলে এবং আমরা তার নাতি-নাতনী একথা শুনলে আমাদের ও যেন মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। এখনও যদি বলা হয় আমি জনাব অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলামের নাতনী, যারা তাঁকে চিনতেন যারা তখন অন্য চোখে আমাদের দেখেন এবং তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে যান। এসব দেখে মনটা ভরে যায় এবং নানাজীকে আরও বেশী করে স্মরণ হয়। নানার রংপুরে অবস্থিত শালবনের বাসায় আমরা প্রায় ১ বছর থেকেছি। নানার রংপুরের স্কুল "আল হেরা ইনিষ্টিটিউট" এ আমাদের তিন ভাই- বোনকে ভর্তি

www.pathagar.com

করানো হল। নানাভাই সফর থেকে এলেই আমাদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন। এনেই আমাদের হাতে তা তুলে দিতেন। নানাভাই তার নাতনীদের 'বুনি' বলে ডাকতেন। ডাকটা এতো মধুর এখনো তা কানে বাজে। নানা সংগঠনের কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, বাসায় সকালে Ready থাকতেন। কোন ছুটির দিন সকালে বাসায় থাকলে আমাদের কুরআন পড়াতেন, ইংলিশ পড়াতেন। তখন আমি ক্লাস থ্রি-তে পড়তাম, তাই সব স্মৃতি মনে পড়ছেনা। কিন্তু আমি আমাদের ভাইদের মুখে শুনেছি, ওরা নানার সাথে বাইরে বের হলেই নানা চেনা-অচেনা সকলকে আগে সালাম দিতেন। কেউ তার আগে সালাম দিতে পারতোনা। নানাজী অত্যন্ত ক্ষমাশীল ছিলেন। কত মানুষ তাকে কতভাবে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু তিনি কখনই তাদের সাথে খারাপ আচরণ করেননি, বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

নানাভাই এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন এবং এগুলো দেখা-শুনা করতেন, যা খুবই ধৈর্য্যের ব্যাপার। মৃত্যুর আগে তিনি এসকল প্রতিষ্ঠানের হিসাব মানুষদের বুঝিয়ে দেবার জন্য উদগ্রিব হয়ে ছিলেন। আমাদের নানাভাইয়ের আর একটা গুণ ছিলো, তিনি আমাদের সাথে খুব রসিকতা করতেন। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা নানার অবসর সময়ে গল্প করতাম। তিনি আমাদেরকে তার পূর্ব পুরুষদের ঘটনা বলতেন। তার ছেলেবেলার গল্প শুনাতেন। আমরা সবাই নানাভাইকে তার পূর্বপুরুষের কাহিনী নিয়ে বই লিখতে বলতাম। কিন্তু নানা সবসময় বলতেন, তার বাবা, দাদা কিংবা তার পূর্বপুরুষরা কেউই নিজেদের ব্যাপারে প্রচার করতে পছন্দ করতেন না। তাই নানাভাইও এসব পছন্দ করতেন না। নানার পূর্বপুরুষরা সবাই ইরান থেকে এসেছিলেন, এতটুকুই আমরা জানতাম। নানাভাই ঢাকায় প্রোগ্রামের জন্য আমাদের বাসায় এলে আমি মাঝে মাঝে একটি কাজ করার সৌভাগ্য বা সুযোগ পেতাম, তা হলো নানার নখ কেটে দেয়া। এখনো মনে হয় নানা টেবিলের ঐ চেয়ারটাতে বসতেন, ঐ খাটে শুইতেন, খাটের ঐ কোণায় বসে লিখতেন, বই পড়তেন। কত জীবন্ত সেই দৃশ্য! মনে হয় এই সেদিনই তো নানার সাথে কথা হচ্ছিল। নানা আমাদের সাথে বসে টিভিতে খবর দেখতেন। রেসলিং এবং ফুটবল দেখতে নানা পছন্দ করতেন। রেসলিং দেখে নানা হাসতেন। এখনো মনে পড়ে, সেই হাসি। হাসি দেখলেই মন ভরে যেত। এত স্নেহের সাথে মাথায় হাত ভুলাতেন, দোয়া দিতেন। আমরা সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের নানাভাই পীর সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন। গতানুগতিক পীরদের মত তিনি ছিলেন না। কত মানুষের যে তিনি উপকার করেছেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। আম্মুরা রংপুর নানার জন্য মিষ্টি অথবা অন্য কিছু নিয়ে গেলে নানা কখনই এতিমখানার ছেলেদের না দিয়ে খেতেন না। অল্প পরিমাণ হলেও তা তিনি ভাগ করে দিতেন। নানুমণি নানাভাই-

www.pathagar.com

এর জন্য কোনো খাবার রাখলে আর তখন নানার কোনো মেহমান আসলে নানা তা নিজে না খেয়ে মেহমানকে দিয়ে দিতেন। রংপুরে অবস্থিত শালবনের বাসায় প্রতি বেলায় নানার মেহমান থাকত। পাকুড়িয়া শরীফের বাসায় তো মেহমান থাকতই। নানার সব মেয়ে-জামাই ডাক্তার, তাই আমরা নানাকে জিজ্ঞেস করতাম, নানার কি এরকম ইচ্ছা ছিল যে, প্রতিটি জামাইকে ডাক্তার হতে হবে? কিন্তু নানা এর জবাবে বলেছিলেন, আমি নেককার জামাই আল্লাহর কাছে চেয়েছি, এরকম কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না যে, সবাইকে ডাক্তার হতে হবে। আল্লাহ নানা-নানুর উপর অনেক রহমত যে, তাদের জামাইরা নেককার এবং ডাক্তার। নানা যেমন দুনিয়ার বৈষয়িক ব্যাপারে তেমন চিন্তা করতেন না এবং এসবে তেমন আগ্রহ ছিলনা, তার জামাইদের মাঝেও তেমনটি পরিলক্ষিত হয়। আসলে ভালো নিয়ত করলে আল্লাহ পাক তা অবশ্যই কবুল করেন। নানা কারো ভাল ফলাফল শুনলে খুব খুশী হতেন। আমার দুঃখ নানা আমাদেরকে ডাক্তার হয়ে যাওয়া দেখে যেতে পারলেন না। এখনো চোখে ভাসে সেদিনের স্মৃতি, যেদিন নানা-নানু ঢাকায় এসেছিলেন '১৬ মে'। দুপুরে নানা রংপুর থেকে এসেছিলেন। সালেহীন ও ছোট ভাইয়া গাড়ী নিয়ে নানা-নানুকে Recieve করতে গিয়েছিলো। নানা-নানু সেবার সিদ্ধেশ্বরীতে মেঝ খালামণির বাসায় উঠেছিল; আমাদের বাসায় উঠেননি, কারণ মগবাজার কাজী অফিসে মেঝ নানুর বাসায় সেদিন দুপুরে বড় আব্বার (আম্মুর নানা) তাফসীর ছিলো। সালেহীনের গাড়ী আমাদের বাসার গ্যারেজে কিছুক্ষণ থেমেছিল আম্মুকে নেয়ার জন্য। আমি শরবতের ট্রে নিয়ে নীচে নেমেছিলাম। আমার সামনে পরীক্ষা ছিলো তাই খুব টেনশনে থাকতাম। নানা-নানুকে সালাম দিয়ে দোয়া করতে বললাম। নানা সবসময়ের মত 'ফি আমানিল্লাহ' এ শব্দটি বললেন। নানাকে সবসময়ে যেমন হাস্যোজ্জ্বল দেখেছি, সেদিন কেমন যেন মলিন লাগছিল। ঘুনাক্ষরে একটি বারের জন্য মনে হয়নি, নানার সাথে আর দেখা হবেনা, কথা হবেনা। সেটিই ছিল নানার সাথে আমার শেষ কথা। এখনো আফসোস হয়, আর একটু যদি কথা বলতে পারতাম, আর একটি বার যদি দেখতে পেতাম। তার হাতের সেই স্নেহমাখা পরশ আর একটি বার যদি তিনি বুলিয়ে দিতেন! ঐ হাসি হৃদয়ে এখনো নাড়া দেয়। '১৮ মে' ভোর ৪টা বা তার কিছু আগে আম্মু আমাদের ডেকে বললেন, তাহাজ্জুদ পড়ো, আর তোমার নানা নাকি অসুস্থ। হায়, সেই অসুস্থতা মানে যে তার চলে যাওয়া, একথাটি আমাদের একটি বারের জন্যও মাথায় আসেনি। আমরা নামাজ পড়ার পর আম্মু বলছিলেন, তোমার নানাকে বাংলাদেশ মেডিকেলে নিয়ে আসবে, আমি এখান থেকে যাব। কিন্তু এরপর আবার ফোন, নানার অবস্থা খারাপ, আমরা তখনই ইন্দিরা রোডের বাসা থেকে সিদ্ধেশ্বরীর

www.pathagar.com

দিকে সিএনজি নিয়ে রওনা হলাম। আব্বু রাস্তায় বারবার 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলছিলেন। আমি মনে মনে খুব বিরক্ত হচ্ছিলাম, এ ভেবে যে নানাতো অসুস্থ, আব্বু কেন এ শব্দটি উচ্চারণ করছে? এ শব্দটি তো কেউ মারা গেলে বলতে হয়। কিন্তু আব্বু বুঝেছিলেন নানা আর নেই। যখন মেঝ খালামণির বাসার লিফট থেকে বের হলাম এবং কান্নার আওয়াজ কানে আসল, তখন বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তখনও বুঝতে পারিনি, নানাকে আর পাবোনা। সালেহীনের রুমে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তা আমার কাছে এক দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। মনে হচ্ছিল, আমি ঘোরের মধ্যে আছি, নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল নানা ঘুমিয়ে আছেন। শান্তির ঘুম। তার চেহারা থেকে দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। আরবী ভাষায় যাকে বলে 'নূর'। আম্মু ও আমাদের বেশী কষ্ট হচ্ছিল, কারণ আমরা তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিতে পারিনি, তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা তার সাথে কথা বলতে পারিনি। আমার ছোট খালামণি, বড় ভাইয়া ও আমার খালাতো ভাই দেশের বাইরে থাকায় সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো। আর আমরা ঢাকায় থাকার পরও শেষ মুহূর্তে তার সাথে সাক্ষাত হলোনা, এ কষ্ট এখনো আমাদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। কিন্তু সবই আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি আমাদের নানাকে না ভুগিয়ে, ওযুর সাথে, কোন নামায কাযা না করিয়ে তাঁর দরবারে নিয়ে গেছেন। এ রকম মৃত্যু ক'জনের ভাগ্যে জোটে! আল্লাহর প্রিয় বান্দারাই হয়তো এ ভাগ্যের অধিকারী। আল্লাহ আমাদের সবার প্রিয় নানাকে তাঁর প্রিয় বান্দা হিসাবে কবুল করে নেন। আমীন।

আমরা প্রতি বছর বন্ধ পেলেই ডিসেম্বর মাসে নানাবাড়ি যেতাম। খুব মজা করতাম। আমরা সব cousin-রা সমবয়সী হওয়াতে আনন্দের মাত্রা বেশী হতো। কিন্তু পরবর্তীতে সবার ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ায় একত্রে যাওয়া কম হতো। যার যার সুযোগ অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন সময়ে নানা বাড়ি যেতাম। আমাদের দেখে নানার সেই ভুবন ভুলনো হাসি কখনো স্মৃতি থেকে মুছে যাবেনা। আমাদের কাছে পেয়ে নানা-নানু আদর আপ্যায়নের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন। নানা বাজার আনানো এবং নানুর নানান ধরনের খাবার ও পিঠা তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া, এসবই তারা ক্লান্তিহীনভাবে করতেন। আসবার সময়ে নানা-নানুর মন খুবই খারাপ হয়ে যেত এবং আরো কিছুদিন থেকে যেতে বলতেন। নানা মারা যাবার পর আরও দু'বার রংপুর যাওয়া হয়েছে। আমাদের নানুমণি একাই সব খেয়াল করেন বাজারও রান্নার, যাতে নানার অনুপস্থিতিতে কোনও কিছুর কমতি আমাদের না হয়। কিন্তু ঐ আগের মতো লোক সমাগম নেই নানা বাড়িতে। মসজিদের সামনের মাঠ, যেখানে মানুষে মানুষে মুখর হয়ে থাকত, তা আজ নিরব। নানুমণির কাছে অগণিত দরিদ্র নারী-পুরুষ বিভিন্ন সময়ে এসে নানার জন্য কান্নাকাটি করে এবং জানায় নানা তাদের কতভাবে সাহায্য করেছেন। কত

www.pathagar.com

অগণিত মানুষের যে তিনি উপকার করেছেন, তা আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তার সকল ভালো কাজ কবুল করে তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন। আমীন। আমি দেখিনি, তাই বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু আমার বাবা-ভাই-এর কাছে শুনেছি, এত লোক সমাগম হয়েছিল, নানার জানাযায়। মাঠ-ধান ক্ষেত সব লোকে ভরপুর ছিল। সবাই চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছেন আমাদের নানাভাই-এর জন্য। এরকম ভাগ্য কতজনের হতে পারে! নানা একজন সহজ-সরল মনের, নিরঅহংকারী ব্যক্তি ছিলেন।

কাজের লোকদের সাথে, ক্ষেতে মজুরদের সাথে তার ব্যবহার দেখেছি, যা আমাদের সকলের জন্য শিক্ষনীয়। সংগঠনের একজন ত্যাগী নেতা ছিলেন। ঐ বয়সেও নানা মটর সাইকেলে করে সফরে যেতেন। ইন্তিকালের আগে তার কর্মব্যস্ততা আরো বেড়ে গিয়েছিলো। তিনি আগের থেকে আরও বেশী পরিশ্রম করতেন। যেখানেই তাকে যাবার অনুরোধ করে দাওয়াত দেয়া হতো, তিনি তা ফেলতে পারতেন না, গ্রহণ করতেন। নাতি-নাতনীদের নানা খুব স্নেহ করতেন। বড় ভাইয়া আমেরিকা যাবার সময় নানা মোনাজাত ধরলেন এবং আল্লাহর দরবারে অনেক ক্রন্দন করেছিলেন। আমাদের কারো অসুস্থতা শুনলে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আমার এখনো মনে পড়ে, আমরা যখন ছোট, রমযান মাসে যখন নানা বাড়িতে থাকতাম, নানাদের মসজিদের সবার জন্য নানুমণি ইফতার বানিয়ে আমাদের হাতে দিয়ে পাঠাতেন। আমরা নানাভাইয়ের সাথে শরবত, ইফতার নিয়ে মসজিদে বসেই ইফতার করতাম। সবাইকে সাথে নিয়ে বসে, মোনাজাত করে এরপর ইফতার করতেন। এসব স্মৃতি এখনো আনন্দের। এখন মনে হয় যেন, আবার ফিরে যাই সে সুখময় মুহূর্তে যা সম্ভব নয়। নানার রংপুরের বাসা শালবনে থেকে আমরা একটি বছর পার করেছি। শালবনের স্মৃতি, নানার গ্রামের বাড়ি (পাকুড়িয়া শরীফ) সর্বত্র নানার স্মৃতি আমাকে তাড়া করে।

নানাভাই আমাদের তিন ভাই-বোনের নাম রেখেছিলেন। আরও নাতি-নাতনীদের নামও তিনি রেখেছেন। নানার দেয়া নামগুলো যেমন uncommon ছিলো, তেমনি আরবী ভাষা অর্থাৎ কুরআন থেকে নেয়াতে তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো। নানা নেই, মনে হয় যেন বড় একটি ছায়া সরে গেছে। সেই নূরানী চেহারা শ্বেতশুভ্র দাঁড়ি এবং মন ভুলানো হাসি কখনো ভুলার নয়। আমরা তার মত ব্যক্তির নাতনী হতে পেরে গর্ববোধ করি। আল্লাহপাক তাঁর সকল নেক গুণাবলী আমাদের মাঝে দান করুন (আমীন) আমরা এখন যারা বেঁচে আছি, আল্লাহ যাতে আমাদের হেদায়াতের পথে রাখেন এবং আমরা সবাই যাতে জান্নাতে আবার একত্রিত হতে পারি, আল্লাহপাক আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন॥

লেখিকা: মরহুমের দ্বিতীয় মেয়ের একমাত্র মেয়ে।

www.pathagar.com

এই তো সেদিন

ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদ বিন আবদুস সালাম

আজকের পরীক্ষাটা আলহামদুলিল্লাহ ভালই হয়েছে এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা দরকার, কাজটি হচ্ছে নানাজীর সাথে দেখা করা, নানাজী গতকাল রংপুর থেকে ঢাকায় এসেছেন, পরীক্ষার হল থেকে বের হয়েই ফোন করে জানতে পারলাম নানাজী ও নানুমণি আজ দুপুরে তাঁর ভাইয়ের বাসায় দাওয়াতে যাবেন, সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম আজ নানাজীর সাথে দুপুরের খাবার খাব ইনশাআল্লাহ, সিদ্ধান্তের সাথে সাথে ইউনির্ভাসিটির বাসে করে গন্তব্যের দিকে রওনা হলাম।

দিনটি ছিল ১৭ই মে, ২০০৮, একজন মহান ব্যক্তির দুনিয়াতে শেষ দিন যাকে দেখলেই ঈমান বৃদ্ধি পায়, যার কথায় ভরসা পাওয়া যায়, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নানাজীর সাথে দেখা করলাম নানাজী খুবই খুশি হলেন। কুশলাদী জিজ্ঞেস করেই জানতে চাইলেন পরীক্ষা কেমন হয়েছে? আমি বললাম আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ ভাল হয়েছে, কিছুক্ষণ কথা বলার পর একসাথে খেতে বসলাম, খেতে খেতে নানাজী আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমার পরিকল্পনা শুনে বললেন তুই চিন্তা করিস না আল্লাহ তোর সাথে থাকবেন, নানাজী এভাবেই সবসময় ভরসা দিতেন, খাওয়া শেষে একসাথে বিশ্রাম নেয়ার জন্য আমরা শুয়ে পড়লাম, তিনি ঘুমানোর আগে বেশ কিছু কথা হলো, তিনি খুবই ক্লান্ত ছিলেন, তাই খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেন, টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা ছিল বিধায় আমি নানুমণি থেকে বিদায় নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলাম, কল্পনাতেও ভাবিনি এটাই নানাজীর সাথে শেষ সাক্ষাত।

পরদিন ভোর চারটা বেজে পাঁচ মিনিট, ফোন বেজে উঠল, আম্মু ফোন ধরলেন, ফোনে কথা শেষে আম্মু বললেন তোমার নানা খুব অসুস্থ, সারারাত ঘুমাতে পারেননি। তাই দেখা করতে যাচ্ছি, আমি খুবই অবাক হলাম, কারণ নানাজীর সাথে আগের দিনই অনেক সময় কাটিয়েছিলাম, ভোর চারটা বেজে তিরিশ মিনিটে মোবাইলে ফোন আসল, বড় ভাইয়া বললেন তোমরা এখনই খালামণির বাসায় আস, নানার অবস্থা খুব খারাপ, সাথে সাথেই রওনা দিলাম, কিন্তু খালার বাসায় যেয়ে দেখি নানাজী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে কিছুক্ষণ আগে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহে

www.pathagar.com

রাজিউন, বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিতেই হবে, তিনি এই সময়টিকেই নানাজীর জন্য সবচাইতে উপযুক্ত সময় হিসেবে বেঁছে নিয়েছেন।

মুরুব্বীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় খালামণিদের এপার্টমেন্টে ও ২য় নামাজে জানাজা হয় বায়তুল মুকাররম বাদ যোহর, বায়তুল মুকাররমের নামাজে জানাজায় এত মানুষ হয়েছিল যে যুম'আ নাকি যোহরের নামাজ তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল। জানাজা শেষে নানাজীকে একটি এ্যাম্বুলেন্সে রাখা হল, আমিও নানাজীর সাথে সেই এ্যাম্বুলেন্সেই ছিলাম, বায়তুল মুকাররম থেকেই রংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। যেতে যেতে মনে পড়ছিল নানাজীর সাথে জড়িয়ে থাকা অনেক স্মৃতি কথা, গত বছর ডিসেম্বরে কিছুদিন নানাজীর সাথে পাকুড়িয়া শরীফ থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঐ সময় প্রতিদিনই নানাজীর সাথে বাদ ফজর গল্প করতে বসতাম, কখন যে নাস্তার সময় হয়ে যেত টেরই পেতাম না, নানাজী সব সময়ই কথার ফাঁকে ফাঁকে উপদেশ দিতেন। নানাজী সব সময়ই বলতেন কখনই ধৈর্য্য হারাবিনা, সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা করবি, নানাজী নিজেও খুবই ধৈর্যশীল ছিলেন, তাঁকে কখনই ধৈর্য হারাতে দেখিনি, সব কিছুই আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতেন।

নানাজী এত ব্যস্ত থাকতেন যে পাকুড়িয়া শরীফে থাকাকালীনও ওনাকে খুব একটা কাছে পেতাম না, পরে জানতে পেরেছিলাম যে নানাজী প্রায় ত্রিশটিরও বেশী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ছিলেন, পরে চিন্তা করে দেখলাম প্রতিদিন যদি একটি প্রতিষ্ঠানেরও প্রোগ্রাম থাকে তাহলেও একমাস বুক হয়ে যায়, বাকী কাজগুলো যে কিভাবে ম্যানেজ করতেন আল্লাহ ভাল জানেন? এত ব্যস্ততার মধ্যেও যে নানাজী আমাদের কিছু সময় দিতেন এটাই কম কি? নানাজী এত কাজ করতেন, তারপরও প্রত্যেকটি কাজ ডায়রীতে লিখে রাখতেন, যাতে করে বিশৃংখলা না হয়, নানাজীর মৃত্যুর পর ডায়রীগুলো দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

এ্যাম্বুলেন্সের চাকা পাংচার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটাল, জায়গাটি ছিল বগুড়ার কাছাকাছি, এ্যাম্বুলেন্সটি একটি সি এন জি ষ্টেশনে রাখা হল, চাকা মেরামত করতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগল, এ সময় কিছু লোক জানতে চাইলেন এ্যাম্বুলেন্সের ভিতরের লাশটি কার? আমরা বললাম পাকুড়িয়া শরীফ পীর সাহেবের, তারাও নানাজীকে চিনতেন, নানার এত পরিচিতি দেখে খুবই অবাক হলাম, ঐ সময় রংপুরে ফোন করে জানতে পারলাম যে, সেখানে খুব ঝড় হচ্ছে, এই ঝড়ের মধ্যেও অনেক মানুষ নানাজীকে শেষবারের মত এক নজর দেখার জন্য রংপুর মেডিকেলে অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

চাকা মেরামতের পর আমরা আবারও রংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, আল্লাহর রহমতে রাস্তায় আর কোন সমস্যা হয়নি, রংপুর মেডিকেল পৌঁছতে প্রায় রাত দশটা বেজে গেল, একটা ব্যাপার দেখে খুবই অবাক হলাম যে, সেখানকার পরিবেশ খুই ঠান্ডা, কিন্তু কোন রকম ঝড় বৃষ্টি তখন হচ্ছিল না, বৃষ্টি থাকলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারত, সবই আল্লাহর মেহেরবাণী, এরপর নানাজীকে রংপুর মেডিকেলের হিমাগারে রাখা হল, নানাজীকে রেখে আমরা পাকুড়িয়া শরীফের দিকে রওনা হলাম।

পরদিন ফজরের নামাজ পড়ে, নাস্তা করে রংপুর শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম নানাজীকে আনার জন্য, পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রংপুর জিলা স্কুল মাঠে নানাজীর ৩য় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হল, জানাজার পূর্বে নানাজীর সহকর্মীরা বক্তৃতা দিলেন, নানাজীর কিছু গুণের কথা সবাই বললেন, নানাজীর বিশেষ কিছু গুণ ছিল, তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, বিনয়ী, পরোপকারী অস্বাভাবিক মেজাজের ভারসাম্যের অধিকারী, যখনই কারো সাথে দেখা হত তিনি আগে হাসিমুখে সালাম দিতেন। নানাজীকে আগে সালাম দেয়ার সৌভাগ্য খুব কমই হয়েছিল। রংপুরের ডিসি সাহেব তার বক্তৃতার এক পর্যায় বলছিলেন যে পীর সাহেবের একটি গুণ তাঁকে মুগ্ধ করেছে, তিনি কাজের মানুষদের সাথে একই টেবিলে এক সাথে খাবার খেতেন, এত মহান ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না, আসলেই তাই, নানাজীর অহংকার করা তো দূরের থাক বরং বলতেন আমরা তো কিছুই করতে পারলাম না তোরা করিস, আশ্চর্য হবার মত কথা, কারণ যিনি এত কাজ করেন তিনি যদি বলেন কিছুই করেননি তাহলে অবাক না হয়ে উপায় নেই, আসলে এটা নানাজী যে খুবই বিনয়ী ছিলেন তারই প্রমাণ, রংপুর জিলা স্কুলের মাঠের জানাজায় এত মানুষ হয়েছিল যে মাঠ ভরে রাস্তাতেও কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, জানাজা শেষে নানাজীকে নিয়ে পাকুড়িয়া শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

নানাজীকে প্রথমে বাড়ীর আঙ্গীনার ভিতর রাখা হয় আত্মীয়-স্বজনদের শেষবারের মত দেখানোর জন্য, এরপর নানাজীকে রাখা হয় মসজিদের সামনে সাধারণ মানুষদের একনজর দেখানোর জন্য, এত মানুষ নানাজীকে দেখতে এসেছিল যে তাদের নিয়ন্ত্রণ করাটা কঠিন হয়ে যায়। পরে লাইন ধরিয়ে দেখানো হয়, লাইনটি অনুসরণ করে অনেক দূর গিয়েছিলাম কিন্তু এত মানুষ হয়েছিল যে লাইনটি শেষ দেখতে পারিনি, যোহরের নামাজের সময় হয়েছিল বিধায় অনেক মানুষকেই দেখানো সম্ভব হয়নি, এরপর নানাজীকে নিয়ে রাখা হয় পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ মাঠে শেষ নামাজে জানাজার জন্য। কলেজ মাঠে এক বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন

www.pathagar.com

করি, এত মানুষকে একসাথে কোন জানাজার নামাজে দেখার সৌভাগ্য এর আগে কখনও হয়নি, মাঠ, রাস্তা, আশেপাশের সব ফসলি ক্ষেত পর্যন্ত ভরে গিয়েছিল। জানাজার শেষেও হাজার হাজার মানুষ আসছিল সেখানে।

জানাজা শেষে নানাজীকে মসজিদ সংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে আনা হয়, আমি শেষ ৩৬ ঘন্টায় সব সময়ই নানাজীর সাথে ছিলাম, কিন্তু কবরে নামানোর সময় কাছে থাকার সৌভাগ্য হয়নি, এত মানুষের ভীড়ে আমি হারিয়ে যাই, কবরে নামানোর পর নানাজীর কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, খুবই খারাপ লাগছিল তখন, আর কোনদিন নানাজী আদর করে উপদেশ দিবেন না, আর কোনদিন নানাজী আদর করে বকা দিবেন না, কোনদিন আর নানাজীর সাথে পরামর্শ করার সুযোগ হবে না, কোনদিন আর নানাজীর মুখের কথায় ভরসা দিতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর উপদেশই সারাজীবনের জন্য ভরসা, নানাজীর সাথে জড়িয়ে থাকা প্রতিটি স্মৃতিই যেন মনে হয় 'এই তো সেদিন' এর ঘটনা।

টার্ম ফাইনাল চলছিল তাই আর সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি, সন্ধ্যা ছয়টার দিকে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, রাস্তায় নানাজীর সাথে জড়িয়ে থাকা অনেক স্মৃতি মনে পড়ছিল, একদিন নানাজীকে নিয়ে বের হয়েছিলাম খালামণির বাসায় যাব বলে, রিক্সা পাওয়াই যাচ্ছিল না, আমি নিজেও খুব বিরক্ত হচ্ছিলাম, এ সময় এক রিক্সাওয়ালা যেতে রাজি হয় কিন্তু দ্বিগুণ ভাড়া দাবী করে, নানাজী রিক্সায় চড়ে হাসতে হাসতে রিক্সাওয়ালাকে বললেন বুড়া মানুষটাকে দেখি ভাড়াটা বাড়ে দিলু। আর কোনদিন নানাজীর সেই হাসি দেখতে পারব না, আর কোননি নানাজীর সাথে রিক্সায় চড়তে পারব না, কিন্তু নানাজির দু'টি গুণ নিজের মধ্যে তৈরী করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। গুণ দু'টি হচ্ছে বিনয় ও মেজাজের ভারসাম্য, নানাজীর সব গুণ নিজের মধ্যে তৈরী করাটা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করি, তাই ছোট এই শপথটি নিয়ে নিয়েছি।

নানাজীর মত গুণী মানুষকে এত কাছ থেকে দেখতে পেরে নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হয়। নানাজীর সাথে থাকলে সব সময়ই অল্প কিছু হলেও শেখা যেত, এখন নানাজী আমাদের মাঝে নেই, আছে শুধু তাঁর দেয়া উপদেশ, নানাজীর উপদেশগুলোকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্ নানাজীকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতুল ফেরদৌসে থাকার তৌফিক দান করেন। আমীন॥

লেখক: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (নাতি, বড় মেয়ের সেজ ছেলে।

www.pathagar.com

ছোট্ট থেকে নানাজীকে যেমন দেখেছি

আয়শা বিনতে সালাম

আমার প্রিয় নানাজী ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন যোগ্য সিপাহসালার। ছাত্র জীবন থেকে আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। জেল খেটেছেন, পল্টনের ময়দানে রক্তাক্তও হয়েছেন। তবে এ সত্য ঘটনাগুলো শুনেছি আমার বড়জনদের কাছ থেকে।

গত ১৮ মে ২০০৮ সকাল ৪:৪০ টায় আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় নানাজী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। রেখে গেলেন বহু সুখ স্মৃতি। যা মনে হলেই মনের অজান্তে ই চোখে পানি এসে যায়। বার বার মনে হচ্ছে সত্যিই আমরা অমূল্য সম্পদ হারিয়েছি। আজকের দিনে যাকে খুব বেশী প্রয়োজন, জীবন জুড়ে তাঁকে পেয়েও বুঝিনি।

প্রিয় নানাজীর সবচেয়ে বড় নাতনী হওয়ায় আদর মনে হয় বেশীই পেয়েছি। নানাজী আমাদের সব নাতনীকে 'বনি' বলে ডাকতেন। খুব শান্ত ও ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন তিনি। কখনো বকা দিয়ে কথা বলতে শুনিনি, প্রতি বছর ডিসেম্বর মাস ছিল আমাদের জন্য উৎসবের মাস। এ মাসে পরীক্ষা শেষে সবাই মিলে নানা বাড়ীতে বেড়াতে যেতাম। নানাজীর সাথে বহুবার যাওয়া হয়েছে, এতো বোঝা বইতে পারতেন আমার প্রিয় নানাজী এখন ভাবলেই অবাক লাগে, কোন কিছুতে বিরক্তি নেই যেন। কষ্ট করাতেই তাঁর যত আনন্দ।

সারা বছর ঐ বয়সেও সংগঠনের কাজ করেছেন মটর সাইকেলের পিছনে, ভ্যান, রিক্সা অথবা বাসে। আন্দোলনের যে কোন কাজ যত ছোটই হোক তিনি নিষ্ঠার সাথে করতেন। বিভিন্ন প্রোগ্রামে যখন ঢাকায় আসতেন, তখন কত কিছু যে নিয়ে আসতেন আমাদের জন্য। আমরাও অপেক্ষায় থাকতাম মজার মজার সেই খাবার কখন আসবে সেই আশায়।

খুব সাদাসিধে ও সরল মনের মানুষ ছিলেন নানাজী। সবার কথা খুব সহজেই বিশ্বাস করতেন। সরল বিশ্বাসের জন্য আম্মুরা একটু অভিযোগের সুরে নানাজীকে বললে হেসে উত্তর দিতেন আল্লাহ আমাকে এমনটি বানিয়েছেন যে মা, আমি কি করবো?

www.pathagar.com

নানাজী ছোটদের খুব আদর করতেন। ছোটদের ঘুমে যেন কোন কষ্ট না হয় তা তিনি সব সময় লক্ষ্য রাখতেন, কোন ছোট বাচ্চার কান্না তিনি সহ্য করতে পারতেন না। অস্থির হয়ে যেতেন, বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের আদর করা রাসূল (সা:) এর এই শিক্ষা কে তিনি জীবনের সাথে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। সেই জন্যই আমরা নাতী-নাতণীরা খুব আদর পেয়েছি, এখনও স্মৃতির কোঠায় আদরমাখা স্মৃতিগুলো খুব নাড়া দেয়।

নানাজীকে দেখেছি পথ দিয়ে যখনই হেটে যেতেন তখন চেনা-অচেনা সবাইকে সবার আগে সালাম দিতেন। এগুণটি আমাকে খুব নাড়া দিত। চেনা জায়গায় যখন হেটে যেতো অথবা রিক্সা থেকে সবাইকে সালাম দিতেন আমার মন বলতো নানাজী আসলে সবাইকে চিনেন, কিন্তু অচেনা জায়গাতেও যখন দেখতাম সবার আগে সালাম দিচ্ছেন তখন আমার রাসূল (সা:) এর সেই হাদীসটির কথা মনে পড়তো– 'হযরত আবু উমামা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা:) বলেছেন : যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সালাম দেয়, আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক প্রিয় (তিরমিযী)।" নানাজী আসলে চেনা-অচেনা সবাইকে কেন সালাম দিতেন, এটা বুঝতে আমার অনেক দেরী হয়েছিলো।

নানা বাড়ীতে মেহমান সব সময় আসতেই থাকতো, সংগঠনের সব ধরনের প্রোগ্রাম নানা বাড়ীতেই হতো, তখন কোন নির্দিষ্ট অফিস না থাকার কারণে ছাত্রী ও মহিলাদের বড় বড় সব প্রোগ্রাম নানা বাড়ীতেই হতো, এজন্য তো কোন না কোন কাজে কেউ না কেউ আসতো, নানাজী মেহমানের আপ্যায়ন করাতে খুব আনন্দ পেতেন। নিজে খাবেন বলে নাসতা নিয়ে বাইরে চলে যেতেন অতিথি আপ্যায়নের জন্য, নিজের ভাগ, বাসার বাকীদের ভাগও অতিথিদের নিয়ে দিতেন, রাসূল (সা:)ও অতিথি আপ্যায়নে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। ঘরে যা আছে তা মেহমানের সামনে হাজির করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসের গল্প উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি–"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বিন উমাইর (রা:) থেকে বর্ণিত একবার কয়েক ব্যক্তি হযরত জাবেরের (রা:) বাড়ীতে মেহমান হলো, তিনি তাদের সামনে রুটি ও সের্কা হাজির করলেন, বললেন, আপনারা আহার করুন,আমি রাসূল (সা:) কে বলতে শুনেছি,সের্কা অতি উত্তম ঝোল। কোন ব্যক্তির কাছে তাঁর ভাই-বন্ধুরা মেহমান হলে তাদের আপ্যায়নে ঘরে যা কিছু আছে, তা হাজির করতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিত না।" আবার একটি হাদীসে এসেছে–"রাসূল (সা:) বলেছেন : যে ব্যক্তি

www.pathagar.com

আল্লাহতে ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সমাদর ও সম্মান করে।" (বুখারী-মুসলিম) আমার নানাজীকে এসব হাদীসের যথার্থ অনুসরণ করতে আমি দেখেছি। নানাজীর প্রতিটি কথা বা কাজই ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহর সাথে তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক, দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা তাঁকে আল্লাহর কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সব কিছুর মাঝেই ছিল প্রশান্তি, কোন বিপদে পড়লেই তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হয়ে পড়ে থাকতেন। বুঝ হওয়ার পর থেকে তাঁকে প্রতিরাতে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতে দেখেছি। সফরে অথবা আমাদের বাসায় যখন এসেছেন কখনো তাঁর এ নিয়ম ভাঙতে দেখেনি।

নানাজী আমার যোগ্য দায়ী ইলাল্লাহর কাজ করে গেছেন। তাঁর হাসি কথা, সরল জীবন-যাপন করার কৌশল, ধৈর্য্য, নির্লোভ, ত্যাগী মনোভাব, আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত হওয়া এগুলো সবই একজন দায়ী'র থাকা একান্ত জরুরী, নানাজীর মধ্যে এসবগুনাবলী বর্তমান ছিল।

সব সময় হাসি মুখে কথা বলতেন আমার নানাজী, রসিক মানুষও ছিলেন তিনি, তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের বিশেষ অভিভাবক, তিনি এভাবে চলে যাবেন আমাদের ছেড়ে তা আমরা কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। নানাজী আমাদের দেখতে নানুকে নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন, আমি জানতে পারি সেদিন থাকবেন না। আমি সফর শেষ করে পরের দিন দেখা করবো বলে চিন্তা করি। কিন্তু মৃত্যু তো কারও জন্য অপেক্ষা করে না।

কুরআনে আল্লাহ পাকের অমোঘ ঘোষণা– "কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত।" আমার নানাজীও কারও জন্য অপেক্ষা করলেন না। অবশেষে তাঁর (মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট দিন) এসে উপস্থিত হলো, তাঁর প্রিয় প্রভু তাঁকে ডাক দিলেন:

"হে প্রশান্ত আত্মা! সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসো তোমার প্রভুর কাছে, তোমার প্রভু তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। এসো মিলিত হও আমার প্রিয় দাসদের সাথে আর দাখিল হয়ে যাও আমার (তৈরী করে রাখা) মনোরম উদ্যানে।" (আল কুরআন ৮৯: ২৭-৩০) তিনি ইন্তিকাল করলেন। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে প্রিয় প্রভুর সাথে মিলিত হবার জন্য পাড়ি জমালেন পর জগতের পথে।

মৃত্যু তো অবশ্যই আসবে। কিন্তু এমন মৃত্যু সত্যিই সবারই কাম্য। কাউকে কোন কষ্ট না দিয়ে তিনি চলে গেলেন। বড় প্রিয় নানাজী আমার, বড় সম্মানিত

www.pathagar.com

নানাজী আমার, আল্লাহ যেন তাঁর ত্যাগ ও কোরবানী কবুল করেন। খোদা যেন নানাজীকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমরাও যেন রাসূল (সা:) পথ অনুসরণ করে জান্নাতুল ফেরদৌসে নানাজীর সাথে মিলিত হতে পারি, দুনিয়াতে নানাজী বেঁচে থাকা অবস্থায় যেমন আনন্দে দিন কেটেছে জান্নাতে সুখের সাগরে আমরা যেন একত্রে থাকতে পারি এই হোক আজ থেকে আমাদের সবার প্রত্যয়। আমীন।

লেখিকা : বড় মেয়ের ঘরের বড় নাতনী, ইংল্যান্ড প্রবাসী)

www.pathagar.com

এ অসীম শূন্যতা অপূরণীয়

সায়্যিদা সুবিনা নূর এম,বি,এম, শেষ বর্ষ

নানা ভাইয়াকে নিয়ে লেখা জমা দেয়ার জন্য অনেকদিন ধরেই আম্মু তাগাদা দিচ্ছে। লিখতে বসলেই ভাবি হায়! কি লিখবো! কত স্মৃতি সেই সারল্যমাখা, মিষ্টভাষী মানুষটিকে নিয়ে, তিনি নেই, এটা বিশ্বাস করতে আজও কষ্ট হয়। তিনি যে সবাইকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে মহান আল্লাহ-রাব্বুল আলামীনের ডাকে সাড়া দিয়ে মহা অনন্তের দিকে পা বাড়িয়েছেন। নানুকে ফোন করলে নানুও তাগাড়া দেন, তোর নানাকে নিয়ে লিখা শেষ করেছিস?" কিছু বলতে পারি না, এ কথা সে কথা বলে কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি।

ছোটবেলার স্কুল ছুটি মানেই সবাই মিলে নানা-বাড়ি যাওয়া। বেশির ভাগ সময়ই নানা সাংগঠনিক কাজে বাইরে থাকতেন। বাড়িতে যে কয়দিন থাকতেন অনেক মজা করতেন আমাদের সাথে। এমন নাতি-নাতনী অন্তপ্রাণ মানুষের দেখা মেলা ভার। বাইরে থেকে আসলেই আমাদের জন্য ফল-মূল বিস্কুট আরও অনেক কিছু নিয়ে আসতেন। নানুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন আমাদের জন্য মজার মজার খাবার রান্না করার জন্য। মোটামুটি শাহী খানা দানা হতো নানু বাড়িতে। মনে হতো যেন খাওয়ার জন্যই জন্ম আমাদের। নানা লোক লাগাতেন কোথায় হাঁস-কবুতর পাওয়া যায় দেখার জন্য। আমরা সেগুলো গলঃধকরণ করেই সুখি ছিলাম, কখনো ভাবার অবকাশ হয়নি যে, নানাভাইয়ের কত আবেগ আর ভালোবাসা পরতে পরতে মিশে আছে। এগুলোর মধ্যে! কেউ কিছু নিয়ে গেলে নানা সেগুলোর সবার আগে এতিমখানার ছেলেদের দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। শুধু বলতেন– "ওদের আর কে আছে", তোমরা তো অনেক পাও আল্লাহর রহমতে, মাঝে মাঝে দেখা যেত নানা আমাদের সাথে নাস্তা করতে বসেছেন, এমন সময় বাইরের ঘরে মেহমান এসে হাজির। নানা শোনামাত্র বৈঠকখানায় চলে গেলেন। আমার মন ভীষণ খারাপ হতো তখন, নানাভাইটা এমন....! খাওয়ার মাঝখানে এতবার উঠতে হয়, খাওয়টা শেষ করলেই পারতেন। কিছুক্ষণ পর হয়তো বৈঠকখানা হতে ফিরে এসে নিজের প্লেটটা মেহমানকে দিয়ে আসতেন আর নানুকে বলতেন– "দেখতো মুৎমাইন্নার মা, আর কিছু আছে নাকি?" নানুকেও আল্লাহ পাক তার যোগ্য সহধর্মিনী হিসাবেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। নানুও কিছু না বলে নিজের খাবারটা দিয়ে দিতেন। সবর আর ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমার এ দু'জন প্রিয় মুখ। ব্যক্তিগত জীবনে

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন সহজ-সরল সদালাপী নিষ্ঠাবান, নিষ্কলুষ এক চরিত্র। কারও কাছ থেকে কষ্ট পেলে কখনোই মুখে কিছু বলেননি। তিনি সর্বদা বলতেন– "ভালো ব্যবহারের উত্তর ভালো ব্যবহার দিয়ে দেয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, বরং মন্দের উত্তর ভালোর মাধ্যমে দেয়ার মধ্যেই রয়েছে সার্থকতা" তিনি ছোট বড় সবাইকে আগে ভাগে সালাম দিয়ে বেশি বেশি সওয়াব হাসিলের চেষ্টা করতেন। এমন কোন দিনের কথা মনে পড়েনা যেদিন আমি নানা ভাইকে আগে সালাম দিতে পেরেছি। হায়! তখন কি আর বুঝতাম, এই আমলদার বুজুর্গ মানুষটি অচিরেই আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যাবেন। তিনি ছিলেন আবাল-বৃদ্ধ বণিতা, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর সাথে হাঁটে বাজারে গেলে দেখেছি, মানুষ দোকান-পাট বেচা-কিনা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাঁর সাথে সালাম আর কুশলাদী বিনিময়ের এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেন। তিনি কোথাও পাঁচ মিনিট দাঁড়ানোর সাথে সাথে সেখানে ভীড় লেগে যেতো, সবাই তাদের আব্দার-অভিযোগ জানানোর জন্য উঠে পড়ে লাগতো। কারো বা ঘরের চাল নেই, কারো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না টাকার অভাবে, কেউ বা টাকার অভাবে ফর্মফিলাপ করতে পারছে না। নানাভাই সবার কথা ধৈর্য ধরে শুনতেন, সাধ্যমতো তাদের সবাইকে সাহায্য করতেন। একবার কোত্থেকে এক লোক এসে নানাভাইয়ের পায় জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করে হুলস্থুল অবস্থা... আমরা সবাই অবাক, লোকটি বলতে লাগলো– হুজুর মেয়েটার বিয়ে দিতে পারছিনা, অনেক টাকা যৌতুক চায়", নানাভাই শুধু বললেন– "আল্লাহ আছেন, একটা ব্যবস্থা হবে ইনশাআল্লাহ" একথা শোনার পরে লোকটা আশ্বস্ত বোধ করলো।

নানাভাই সব সময় চাইতেন যে তার গোটা পরিবার যেন ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। তিনি সব সময় জান্নাতের অনন্ত শান্তি আর জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়ের ব্যাপারে জোর দিতেন। তিনি যাতে আল্লাহর রাস্তায় বেশি সময় দিতে পারেন সে জন্য নানুমণি নিজের কাঁধে সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন, নানাভাইও যখন সময় পেতেন ছেলে-মেয়েদের দিকে নজর দিতেন। তিনি তার ছেলে-মেয়েদের আল্লাহ ভীরু তাকওয়াবান বান্দা হিসাবে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। নাতি-নাতনীদের প্রতি তার খেয়াল ছিলো চোখে পড়ার মতো, অনেক ঠাট্টা-মশকরাও করতেন আমাদের সাথে। নানা-নানুর বিয়ের ৫০তম বার্ষিকীতে আমি নানুকে ফোন করি,বলি যে আপনারাতো ৫০ বছর একসাথে কাটালেন আল্লাহর রহমতে, এরপর নানার কথা জিজ্ঞেস করি। নানু বললেন– "তোর নানা কি বাড়িতে থাকার মানুষ", কোথায় যেন প্রোগ্রামে গেছে বললেন, আমি নানাকে ফোন করে ৫০তম বার্ষিকীর কথা মনে করিয়ে দিলাম। নানা হাসলেন আর বললেন "তাই নাকি

www.pathagar.com

রে?? বুড়ীর সাথে আমার ৫০ বছর হয়ে গেছে?" তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন– "তোর নানীকে অনেক কষ্ট দিছিরে..." আমি বললাম– "দিচ্ছেন কেনো? না দিলেও পারতেন"। এমনই ভালো মানুষ ছিলেন আমার নানা। আমাদের কারো রেজাল্ট ভালো হলে তিনি যে কি খুশি হতেন তা বলার মত না... সব নাতি-নাতনীরই মনে হতো যে নানা বুঝি তাকেই বেশি আদর করেন। আমিও তাই মনে করতাম আর জোর গলায় সবাইকে ত বলতাম, নানা আমাকে বুনি বলে ডাকতেন। তিনি যখন ঢাকায় আসতেন তখন আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেতো যে তাঁরা কার বাসায় থাকবেন। এক বাসায় একটু বেশিদিন থাকলেই অন্য সব বাসার মানুষদের মন খারাপ হয়ে যেতো। আসলে নানাভাই আমাদের বাসায় আসলেই একটা উৎসব ভাব চলে আসতো, আমি ইন্টারমিডিয়েটের পর বুয়েটে ভর্তি হলে নানাভাইয়ের মন ভার হলো। তিনি বললেন– 'বুনি তুই ডাক্তারি পড়বিনা?" যাই হোক আল্লাহর রহমতে মেডিকেলেও চান্স পেলাম। বুয়েটের ভর্তি বাতিল করে মেডিকেলে গেলাম। নানাভাই খুব খুশি হলেন। ডাক্তার নানার এত পছন্দ ছিল যে তিনি তাঁর চার মেয়ের জন্যই নেক্কার চারজন ডাক্তার খুঁজে পেয়েছিলেন আল্লাহর রহমতে। আজ আমাদের কেউবা ডাক্তার, কেউবা ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু আফসোস্ নানাভাই আমাদের খেদমত না নিয়েই চলে গেলেন। আমরা অভাগা যে, নানার খেদমতে নিজেদের হাজির করতে পারলাম না। নানাভাই সবসময় পড়াশোনার উপর জোর দিতেন। তিনি সবসময় বলতেন যে, "তুমি যদি ভালো ছাত্রী হও আবার মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দাও তবে মানুষ তোমার কথা বেশি শুনবে।" ছোটবেলায় সালেহীন (আমার ভাই) অসুস্থ হয়ে পড়ার পর নানাভাই ঠিক করলেন তাকে আল্লাহর রাস্তায় পড়াবেন, আব্বুও সম্মতি দিলেন। সালেহীন আলীম পাশ করার পর I.U.T তে ভর্তি হল Mechanical Engineering -এ। তখন নানাভাই খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি সবাইকে বলতে লাগলেন– "তোমরা দেখেছো, মাদরাসায় পড়েও ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়।" তিনি ছোট মামার ছেলে ফারহানকে একই কথা বলতে লাগলেন ওকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, আমাদের কারও অসুস্থতার সংবাদ শুনলেই তিনি পেরেশান হয়ে যেতেন। বিশেষ করে আম্মু, সালেহীন প্রায়ই অসুস্থ থাকতো, তখন নানুকে পাঠিয়ে দিতেন আমাদের কাছে। নানুমণিও নিজের ঘর সংসার ফেলে আমাদের খেদমত করার জন্য চলে আসতেন। নানাও চলে আসতেন বেশিরভাগ সময়। যেকোন বিপদ আপদে তিনি ছিলেন অটল অবিচল। আমাদের বলতেন– "আল্লাহকে ডাকো বুনি, আল্লাহ আছেন। আমার ১ম পেশাগত পরীক্ষা শেষ করে জোর করে নানা-নানুকে আমার দাদুবাড়ি কুতুবদিয়া কক্সবাজারে নিয়ে গেলাম। নানু কিছুতেই রাজি ছিলেন না। নানাকে বললাম

www.pathagar.com

নানাভাই রাজি হলেন আর আমাকে বললেন– "তোর নানীটাকে রাজি করাতে পারতেছিস না? তাহলেই তো আমি যেতে পারি" পরে আমি, ছোট্ট খালামণি আরও সবাই মিলে অনেক বলাতে নানুমণি রাজি হলেন। আমরা প্রথমে এখান থেকে ট্রেনে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে পথে ট্রেন অনেকবার থামছিলো প্রায় ১২ ঘন্টা জার্নির পর আমরা চট্টগ্রামে চাচার বাসায় পৌঁছলাম। এত ঘন্টা জার্নিতে ধুলাবালি সহ্য করতে না পেরে নানার শ্বাস-কষ্ট শুরু হলো। আমরা সবাই খুব ভয় পেলাম। নানু আল্লাহর দরবারে বারবার ফরিয়াদ জানাতে লাগলেন। আব্বু তাড়াতাড়ি করে ইনহেলার আর যাবতীয় ওষুধ পত্র কিনে নিয়ে আসলেন। সেই যাত্রা আল্লাহ নানাভাইকে ভালো করলেন। একদিন পরে আমরা দাদুবাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সময় আমি আল্লাহকে বলতে লাগলাম– "হে আল্লাহ আমি মারা গেলে তো গেলামই, কিন্তু আমি যাদেরকে জোর করে আমার দাদু বাড়ি দেখানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছি তাদেরকে তুমি রক্ষা করো, আমরা সংখ্যায় ছিলাম সাতজন– আমি, আব্বু, আম্মু, নানা, নানু, সাদিয়া আর আরেক জন নানু, যাই হোক দাদু বাড়িতে খুব মজা হল, নানা-নানুকে আশে পাশের সবাই দাওয়াত করে খাওয়ানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। নানাভাই সবার দাওয়াত রক্ষা করতে না পারলেও আব্বুর সাথে সব বাড়ি বাড়ি যেয়ে দেখা করে আসলেন আর দাওয়াত রক্ষা করতে না পারার জন্য সবার কাছে মাফ চাইলেন। আমরা সমুদ্র পাড়ে বেড়াতে গেলাম, আমি ভয়ে ভয়ে নানাভাইয়ের ছবি তুললাম, কারণ জানি যে ছবি তোলা নানাভাই পছন্দ করেন না। নানা-নানুর সম্মানে ফুফুর বাসায় বিশাল খানা পিনার আয়োজন করা হল। নানাভাই চিংড়ি ভুনা খুব পছন্দ করেন। খেতে চাইলে আমি মানা করলাম এই ভেবে যে এতে নানাভাইয়ের শ্বাস কষ্ট আরও বাড়তে পারে। নানাভাই হাসতে লাগলেন আর বললেন– "তুই তো বড় ডাক্তার হইছিস রে..."

নানাভাই সবার জন্য চিন্তা করতেন। ছোট্ট খালামণি দেশে থাকেন না। প্রায়ই বলতেন ছোট্ট খালামণির কথা। শেষ বারের মত সেদিন আমাদের বাসায় আসেন সেদিন ছিল শুক্রবার, রাতে নানাভাই আমাকে বলছিলেন "আমেরিকা যাওয়া যায় না রে?" আমি শুনে হাসলাম, বললাম "কেনো? ছোট্ট খালামণির কাছে যাবেন?" নানা কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন, আজ মনে হয় শেষ সময়ে হয়তো আদরের ছোট মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছে করছিলো খুব।"

তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দা'য়ী ইলাল্লাহ। সাংগঠনিক সফরে তিনি বৃহত্তর রংপুর জেলায় যেতেন। সাথে থাকতো একটা ছোট ব্যাগ। প্রায়ই দেখা যেত দূর্গম কোন অঞ্চলে যাচ্ছেন যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের শারীরিক অবস্থা আমলে না দিয়ে কখনো মোটর সাইকেলের পেছনে বা

www.pathagar.com

কখনো বাসে করে যেতেন। প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার ও সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে তার অবদান অসীম। তিনি ছিলেন পাকুড়িয়া শরীফের গদ্দীনশীন পীর তা সত্ত্বেও তথাকথিত পীরদের মতো জৌলসময় জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন না তিনি। তার সুযোগ ছিলো প্রচুর বিত্তের মালিক হওয়ার, কিন্তু অন্যায়ের সাথে আপোষহীন এ মানুষটি তা কখনো করেননি। এমনি নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন তিনি। নানাবাড়িতে গেলে কখনো বোঝার উপায় ছিল না যে এটা এতবড় একটা নেতার বাড়ি বা একটা পীরের বাড়ি যার অগনিত ভক্ত-অনুরাগী, মুরিদ সারা দেশে বা বিদেশে ছড়িয়ে আছে।

নানাভাইয়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছিলো না, নানু জোর করে ঢাকায় নিয়ে আসলেন চেক-আপ করানোর জন্য। শুক্রবার দুপুরে নানাভাই আমাদের বাসায় উঠলেন। সালেহীন নানা-নানুকে বাস ষ্ট্যান্ড থেকে নিয়ে আসলো। নানাকে দেখেই আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেনো ছ্যাৎ করে উঠলো... একি চেহারা হয়েছে! কেমন যেন শুকনো শুকনো মুখ, শরীরটাও কেমন যেন ভেঙ্গে পড়েছে। আব্বু ঠিক করলো পরেরদিন নানাভাইকে cardiologic -এর কাছে নিয়ে যাবে। কিন্তু পরেরদিন নানুভাইয়ের বাসায় যাওয়া তা আর হয়ে উঠলোনা। শনিবার সারাদিন আমি ক্লাশ করে বাসায় ফিরলাম, রাতে নানার সাথে দেখা হল, দেখলাম ড্রয়িং রুমের এক কোণায় তিনি ইবাদতে মশগুল। রাতে অল্প করে মাছ দিয়ে ভাত খেলেন। আমরা খেতে বসার আগেই খাওয়া ছেড়ে উঠে গেলেন। রাতে ১১-৩০ টার দিকে আমি নানার রুমে গেলাম। নানাভাই খাটে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। আর নানু চেয়ারে বসা। আমি মোড়া নিয়ে পাশে যেয়ে বসলাম। কথা প্রসঙ্গে হজ্বে যাওয়ার কথা উঠলো। নানা বললেন হজ্বে যেতে চাচ্ছি এবার। নানুও বলে উঠলেন আমাকেও নিয়ে যাবেন, একা যাবেন না। এরপর ফারহানকে কোথায় ভর্তি করানো যায় তা নিয়ে কথা হচ্ছিলো, ওদের তিন ভাই-বোনের ব্যাপারে নানাকে খুব পেরেশান মনে হলো। ফারহানাকে দূরে কোথাও রাখলে খরচ কেমন করে সামাল দেয়া যাবে এনিয়ে তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল। রাতে দুই ঘন্টার মত আমি, নানু, নানা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম, নানাকে কেমন যেন বিষন্ন দেখাচ্ছিলো। আমি ঘুমাতে চলে আসলাম, কিছুক্ষণ পর নানু এসে বললো– তোর নানার অ্যাসিডিটি হচ্ছে। আমি গেলাম নানাকে দেখতে। সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলাম, বুকে ব্যথ্যা আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম, পাল্‌স, ব্লাড প্রেসার দেখলাম, ওষুধ খাইয়ে আর দুধটুকু খেতে বলে চলে আসলাম। ভোর চারটার দিকে দরজার আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙলো, আম্মু আমাকে ডাকছে। নানাভাই নাকি সারা রাতে ছুটফট করেছেন, আব্বু ইনজেকশন দিয়েছেন, ব্যথ্যা কিছুটা

www.pathagar.com

কমেছে আবার বেড়েছে। আব্বু হসপিটালে ফোন করে I.C.U তে বেড রেডী করতে বললেন আর এ্যাম্বুলেন্স ডাকলেন, দেখলাম যে নানাভাইকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাচ্ছেন নানুমণি। এরপর নানা নামাজ পড়লেন ফজরের। আমি বুঝতে পারছিলাম যে নানার কষ্ট হচ্ছে। নানাভাই শুয়ে থাকতে পারছিলেন না। আমি পিছনে বালিশ দিলাম তাঁর পিছনে নিজের পিঠটা দিলাম যাতে নানাভাইয়ের শরীরটা সপাটে থাকে। নানাভাই বলতে লাগলেন তোরা আমাকে আর এ্যাম্বুলেন্সে নিতে পারবিনারে বুনী, আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। এরপর তিনি মা, মা, করে ডাকতে লাগলেন। এরমধ্যে আমি নানার বুকে stethoscope বসালাম। আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, হায় আল্লাহ বুকের মধ্যে যেনো ঝড় বয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলাম হার্ট ফেইল করে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ব্লাড প্রেসার দেখতে গেলাম– ৮০/৫০। আমার পৃথিবী শূন্য হয়ে গেলো, কোন কথা না বলে আব্বুর দিকে তাকালাম। আব্বু বললো দোয়া পড়তে থাকো সবাই, বড় খানামণি চলে আসলো বাসায়, মেঝ খালামণি রাস্তায়... আমি নানাভাইকে শক্ত করে ধরে বসে আছি। নানাভাই বিড়বিড় করে আল্লাহকে ডাকছিলেন এরপর আস্তে আস্তে আমার কোলে ঢলে পড়লেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো নানাভাই আর নেই। পাড়ি জমিয়েছেন পরপারে আর কষ্টের শেষে মহা শান্তির দিকে ধাবিত হয়েছেন। এ শোক সইবার নয়, তিনি ছিলেন এক মহীরুহের ন্যায়। যার ছায়ায় আমরা ছিলাম অনেকটা নিশ্চিন্ত। এতটা নিশ্চিন্ত যে কখনো চিন্তাও করিনি যে তার মৃত্যুর পরে চারদিক থেকে এক বিশাল শূন্যতা ঘিরে ধরবে সবাইকে। দাদা-দাদী, নানা-নানু আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত স্বরূপ, দাদাকে হারিয়েছি ছোট্ট বেলায় দাদু, নানা-নানু তাদের যে স্নেহ, মায়া-মমতা আমাকে সারাক্ষণ ঘিরে থাকতো তার জন্য সর্বদা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করি। তাদের অসীলায় আল্লাহ আমাদেরকে যে বাবা-মার সন্তান হওয়ার তৌফিক দান করেছেন তাদের জন্যও শুকরিয়া আদায় করি। দাদুও আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন কত বছর। কত কষ্ট করে এতগুলো ছেলে মেয়ে মানুষ করেছেন তিনি। আল্লাহ আমার নানা-আর দাদুর কবরকে জান্নাতের বাগিচায় পরিণত করুন আর আমার নানুকে হায়াত দারাজ করুন– তাঁর খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ জান্নাতে আমাদের সকলকে একই পরিবারভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিন। তাদের আওলাদরা যেন এই নশ্বর পৃথিবীর বুকে পরিপূর্ণ মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে সেই দোয়া করি। আমীন।

লেখিকা : পীর সাহেবের সেঝ মেয়ের একমাত্র কন্যা।

www.pathagar.com

ফিরে দেখা কিছু স্মৃতি

ইঞ্জিঃ সায়্যিদুস সালেহীন

লেখালেখি আমার একদমই আসে না। অনেকেই আছেন যাদের এটি স্বভাবগতভাবেই থাকে। আমার লেখার দৌড় পরীক্ষার খাতা পর্যন্তই। আজ আমার কলম হাতে নিয়ে বসা আমার নানার কিছু স্মৃতি কাগজে ফুটিয়ে তোলার জন্য। আমি নিজেকে আমার নানার সবচেয়ে পছন্দের নাতি হিসেবে করতে পছন্দ করি যদিও আমি জানি আমার সব ভাইরাই এই দাবী করবেন কারণ নানা সবাইকে এমনভাবেই আদর করতেন।

আমার তখন পঞ্চম সেমিষ্টার এর ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। শুনলাম, নানা আসবেন রংপুর থেকে। সাথে নানুও থাকবেন। স্বাভাবিকভাবেই খুশি ছিলাম কিন্তু একইসাথে খারাপ লাগছিল এই সময়ে আমার পরীক্ষা চলছে ভেবে। তখন আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার ছিলনা তাই ঠিক করলাম আমিই নানাদেরকে বাস ষ্টেশনে থেকে নিয়ে আসব। খালামণিরা আসতে নিষেধ করছিলেন আমার পরীক্ষার কারণে। পরীক্ষার মাঝে দুইদিন বন্ধ থাকার কারণেই আমি চাচ্ছিলাম নানাদের সাথে দেখা করতে। শুক্রবার জুম'আর নামাজ বাসার কাছে মসজিদে পড়েই চলে গেলাম বাস ষ্টেশনে, মাঝে নাসিফ ভাইয়াকে তুলে নিলাম খালামনির বাসা থেকে। নানাদেরকে পেলাম টেকনিক্যাল মোড়ের কাছেই এক পেট্রোল পাম্পে যেখানে বাস ওনাদেরকে নামিয়ে গেছে। নানা-নানু দু'জনেই খুশি হলেন আমাদেরকে দেখে। ওনাদেরকে নিয়ে প্রথমে গেলাম মেঝ খালামণিদের বাসায় তারপর আসলাম আমাদের বাসায়। আমি তারপরেই ভার্সিটিতে হলে চলে যাই। তখনও আমি জানতাম না নানার সাথে ওটাই ছিল আমার শেষ দেখা। আমি সেদিন বেশিক্ষণ থাকতে না পারার কারণে আমার আফসোস হয়।

রবিবার, ১৮ মে, ২০০৮ আড়াইটা থেকে আমার পরীক্ষা শুরু হবে তাই আমি ফজর পড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তাছাড়া আগের রাতে ঘুমাতে ঘুমাতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। পৌনে ছয়টার দিকে আমার বোন আমাকে ফোন করে বলল 'নানা নেই।" আমি শুনে বজ্রাহত। আমি আমার এক বন্ধুকে বলেই বাসার দিকে রওয়ানা দেই। আমার বিশ্বাস হচ্ছিলনা নানা আর বেঁচে নেই। বাসায় এসে দেখি

www.pathagar.com

লোকজন ভর্তি। ঢাকায় যত আত্মীয়-স্বজন ছিলেন সবাই প্রায় চলে এসেছেন। নানা শুয়ে আছেন আমার খাটে। নিস্পন্দ, নিথর, কে কাকে সান্ত্বনা দিবে? সবাই শোকে মুহ্যমান। আমি খুব বেশীক্ষণ থাকতে পারিনি বাসায়। আমাকে চলে যেতে হয়েছিল যদিও আমার পরীক্ষা দেওয়ার মত মন-মানসিকতা ছিলনা।

আমার মা আগেও বলত, এখনো বলে যে নানা আমার জন্য কত কষ্ট করেছেন। জ্ঞান হবার পর থেকে আমি ও ভাই দেখে আসছি। ছোটবেলা থেকেই আমার যখনই শরীর খারাপ হত নানারা চলে আসতেন আমাকে দেখার জন্য। আমার ঘন-ঘন অসুস্থতার কারণে নানা মানত করেছিলেন আমাকে আ'লিম বানাবেন। আমারও ইচ্ছা তাই। একারণেই একেবারে প্রথম থেকেই আমাকে মাদরাসায় পড়ানো হয়েছে। আমি এখনো আশা রাখি নানার এই স্বপ্ন পূরণ করার।

নানাকে নিয়ে আমার সবচেয়ে পুরনো যে স্মৃতি মনে পড়ে তা ঘটেছিল এক ঈদে। আমি তখন পড়ি ক্লাস থ্রি কি ফোরে। রংপুরে গিয়েছিলাম ঈদুল ফিতরের সময়। নানার সাথে কাবলী পরে গেলাম ঈদগাহে। নানা ঈদের খুতবা দেবার শুরুতে আমাকে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সামনে হাজারো মানুষ বসে আছে। নানা চাচ্ছিলেন আমার কুরআন তিলাওয়াত শুনার জন্য। নানা পাশে ছিলেন দেখেই আমি এতটুকু ভয় না পেয়েই আল্লাহর রহমতে কুরআন তিলাওয়াত শেষ করতে পেরেছিলাম।

নানা বেশ দুষ্টুমি করতেন নাতি-নাতনিদের সাথে। আমরাও বেশ মজা করতাম নানার সাথে। সবাইকেই সমান আদর করতেন তিনি। আমাদের বাসায় আসলে আমার সাথে রাতে ঘুমাতেন তিনি। অনেক গল্প হত নানা বিষয়ে। নানা আস্তে কথা বলতেই পছন্দ করতেন। কখনো জোরে কথা বলতে শুনিনি আমি, কারো সাথেই না।

এখনো রংপুর গেলে মনে হয় এইতো নানা বাইরে গেছেন, একটু পরেই চলে আসবেন। কতই না খুশি হতেন তিনি আজ আমার পরীক্ষার পাশ এবং চাকুরীর খবর শুনে।

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তার আত্মার মাগফিরাতের জন্য। আমিন॥

www.pathagar.com

বড় মামার স্মরণে

নূর-ই-আক্তার

আমার বড় মামা নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের মানুষ। বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আধ্যাত্মিক চেতনা, ধার্মিয় দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় অবদানের কথা আমরা কম বেশী সকলেই জানি। তাঁর অসামান্য জ্ঞান প্রতিভার স্বাক্ষর আমরা সর্বত্রই পেয়েছি। আমরা দেখেছি তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষের মুখ থেকে একটি কথা শোনর জন্য সমাবেশের হাজার হাজার সাধারণ মানুষের কত হাহাকার। মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচার করতে গিয়ে আমরা দেখেছি তাঁর একটি কথায় হাজার হাজার মানুষ অশ্রুসিক্ত হয়েছে। এইভাবে মানুষকে প্রভাবিত করার এক জাদুকরী শক্তি যেন মহান আল্লাহ পাক তাঁকে দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি কথা হয়তো আমরা অনেকেই জানিনা যে, এত বড় একজন মানুষ পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে কতটা সহজ, সরল ও সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। তাঁর মতো একজন মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এজন্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই যে, একটি মুসলিম পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি। খুব ছোটবেলায় যখন বড় মামা সম্পর্কে আমার আব্বা-আম্মাকে বলতে শুনেছি– 'তিনি হলেন আমাদের জন্য বটবৃক্ষের ছায়া স্বরূপ।' তখন একথার অর্থ বুঝতামনা। কিন্তু আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে উপলব্ধি করি যথার্থই তিনি আমাদের সকলের জন্য 'বটবৃক্ষের ছায়া'।

তাঁর চরিত্রের একটি অতুলনীয় দিক হলো– ছোট বড় সকলেই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাধারণতঃ দেখা যায় বড়রা অনেক সময় কেবল বড়দের কথাকেই প্রাধান্য দেন। ছোটদের কোন গুরুত্ব সেখানে থাকেনা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার বড় মামা একমাত্র ব্যতিক্রম। আমি আমার এই বয়সে তাঁকে কোনদিন আগে সালাম দিতে পারিনি। সর্বদা তিনিই আমাকে সালাম দিয়েছেন। আমি কেবল তাঁর জবাব দিতে পেরেছি মাত্র এবং তা সকলের ক্ষেত্রেই। নিজেকে সবার কাছে অতি সাধারণ, অতি নগন্য করে তোলাতেই যেন তাঁর যত আনন্দ, যত সার্থকতা।

www.pathagar.com

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মার কোন পূণ্যের ফল ও আমার সৌভাগ্য বশতঃ যখন আমি তাঁর এক বোনের মেয়ে থেকে তাঁর একমাত্র বোন শাহজাদী সাদেকা আলীর 'ছেলের বৌ'তে পরিণত হলাম। আমার সৌভাগ্যের পথ যেন আরও অনেক বেশী প্রসারিত হলো। আমাকে এত বড় সম্মান দান করার জন্য মা'বুদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার শ্বশুর বাড়িতে মামা যখন তাঁর বোনকে দেখতে আসতেন। আমি তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কেবলই মনে হতো– মহান আল্লাহ তায়ালার একজন অলী এসেছেন তাঁকে কিভাবে, কেমন করে আপ্যায়ন করি? সব আয়োজনই যে তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে তুচ্ছ। স্বসংকোচে প্রতিবার যখন তাঁর সামনে দাঁড়াতাম। তিনি আশ্বস্ত করে তাকিয়ে হেসে বলতেন– "রান্না সুন্দর হয়েছে, তোর মায়ের মতো হয়েছে।" খুশীতে আমার তখন আত্মহারা অবস্থা।

তাঁকে দাওয়াত করতে চাইলে সব সময় একটা কথাই বলতেন– আগে অন্যান্য সবাইকে বলো, সবাই মিলে যে তারিখ নির্ধারণ করবে তাতে আমি উপস্থিত থাকবো। অথচ কিনা তাঁর মতো ব্যস্ততা কারও নেই। সবাই তাঁর সময়ের দিকেই তাকিয়ে থাকতো। নিজেকে এতটা সাধারণ আর গুরুত্বহীন তিনি ছাড়া আর কে করতে পারে। এরকম ছোট ছোট অনেক ঘটনা তাঁর নিরাহংকার মনের সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি দেখিয়ে গেছেন প্রকৃত জনদরদী ও আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হতে হলে কেমন মানুষ হতে হয়। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের পরিচয় তুলে ধরার সাধ্য বা যোগ্যতা কোনটাই আমার নেই। আমি কেবল শ্রদ্ধাভরে তাঁকে স্মরণ করতে চাই। আমার কাজে কর্মে তাঁর উপদেশ বা আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে চাই। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাকে যেন সেই তৌফিক দান করেন। আর বড় মামার উদ্দেশ্যে বলতে চাই– আপনি যেখানে আছেন নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন, দয়া করে আমার সকল দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং দোয়া করবেন। আরও দোয়া করবেন, প্রতিটি মায়ের সন্তান যেন আপনাদের নির্দেশিত পথে চলতে পারে, মহান আল্লাহ তায়ালা যেন সেই তৌফিক দান করেন। আমি বড় মামার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। আমিন ॥

লেখিকা : মরহুম পীর সাহেবের ভাগিনী

www.pathagar.com

কেমন ছিলেন আপনি (বড় আব্বা)

নাঈমা পারভীন

আপনাকে নিয়ে যখনই লিখতে বসি তখনই আমার চোখের পানি এসে লিখার পথ বন্ধ করে দেয়। কি লিখব আমি আপনাকে নিয়ে। আমার হৃদয়ের সব না বলা কথাগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। বুকটা আমার হাহাকার করে উঠে। আপনি আমাদের জন্য এত বেশী করেছেন, ভেবেছেন। অথচ আপনার জন্য কিছুই করতে পারিনি। এর চেয়ে বড় কষ্ট আর কি হতে পারে? আপনি চলে যাবেন একথা মেনে নিতে বিশ্বাস করতে ভাবতে আমার খুবই কষ্ট হয়। আর আমার মনে হয় আপনার চেয়ে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠরাও তো বেঁচে আছেন। আপনি কেনো আমাদেরকে শূন্য করে চলে গেলেন? আমি জানি–

قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

"আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে।" *(আল কুরআন- ২:১৫৬)*

কিন্তু আপনার মত প্রিয়জন, আত্মার আত্মীয় পুণ্যশীল মানুষেরা এ পৃথিবীকে আলোকিত করতে প্রতি বছর জন্ম গ্রহণ করেন না। আপনার মত ভাল মানুষদের আগমন ঘটে এই পৃথিবীর বুকে শতবর্ষ পরে একবার। কেমন ছিলেন আপনি? সেই ফলবান বৃক্ষের মত যে ফুল, ফল, ছায়া দেয়। বিনিময়ে কাউকে খোটা দেয় না। যে সবাইকে আলো দেয় কিন্তু তাঁর নীচে সব সম সময় অন্ধকারে থাকে। নিজে কষ্ট করে অন্যকে সুখী দেখে আপনি বেশী তৃপ্তি পেয়েছেন। আপনার কোন কথা আজ লিখব আমি বাবা! আত্মত্যাগের কথা না, আত্মদানের কথা। আপনার সাদাসিধে জীবন, অনুযোগহীন কথাবার্তা, সীমাহীন আন্তরিকতা, আর পরম করুণাময়ের প্রতি অসীম নির্ভরশীলতা আপনাকে করেছে সমৃদ্ধ। আপনার জীবনটা ছিল কাজের ছকে বাঁধা। সাংগঠনিক কাজ সামাজিক কাজ একটার পর একটা। বিশ্রাম নেয়ার সময় যেন আপনার ছিলনা। কুরআনের ভাষায় আপনি তাদেরই একজন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ * فِي السَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

www.pathagar.com

"দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে, যা এমন সব আল্লাহ ভীরু লোকদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎ লোকদেরকে আল্লাহ অত্যন্ত ভালবাসেন।" *(আল কুরআন-৩:১৩৩-১৩৪)*

তাইতো আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে আপনি চলে গেছেন এমন এক জায়গায় যেখান থেকে আর কেউ ফিরে আসেনা। আপনার বিরহে আকাশের কান্না, ফেরেশতাদের অভিনন্দন রাববুল আলামীনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন নিয়ে আপনি চলে গেছেন সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত। যা তৈরী করা হয়েছে আপনার মত পুণ্যশীল বান্দাদের জন্য। বেঁচে থাকতে আপনি ছোট বড় সবাইকে সবার আগে সালাম দিতেন। কেউ আপনাকে আগে সালাম দিতে পারতোনা। সবার ঘরে ঘরে যেয়ে খোঁজ-খবর নিতেন কে কেমন আছে?

আপনার বাসায় আমরা সব চাচাত বোনেরা থাকতাম। আপনি এবং আপনার প্রিয় সহধর্মীনি, যিনি আমাদের সবার শ্রদ্ধার পাত্রী, যাকে আমরা বড় চাচীআম্মা বা বড়আম্মা বলে ডাকি। আপনারা দু'জনই সন্তানতুল্য দৃষ্টিতে আমাদের দেখেছেন। আপনারা যখন কোন কিছু চাইতেন আমরা সব বোনেরা মিলে প্রতিযোগীতা করতাম কে আগে আপনাদেরকে দিব। বাবা নেই, বাবার কোন স্মৃতিই আমার মনে নেই। কিন্তু আপনার মমতাময় ভালবাসা, স্নেহের পরশ আর প্রাণঢালা দোয়া এত বেশী পেয়েছি যে, সেই ঋণ শোধ করার মত কোন যোগ্যতা আমার নেই। আপনার সংস্পর্শে যে সময়গুলো আমাদের কেটেছে সে সময়গুলো ছিল আমাদের শ্রেষ্ঠ সময়। এইতো সেদিন সাংগঠনিক এক প্রোগ্রামে তৌহিদা'পা [যিনি আমাদের রংপুর শহর শাখার ছাত্রীসংস্থার সভানেত্রী ছিলেন] বলেন, সংগঠনের অনেকের সঙ্গেই আমাদের কথা হয় মেলামেশার সুযোগ হয় কিন্তু খালাম্মা খালুজীর মত এমন আপনজন কাউকেই মনে হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে যেন সব গুণ দিয়ে বিকশিত করেছিলেন। আর সে কারণেই আপনি একজন যোগ্য দায়িত্বশীল, দরদী দ্বীনি ভাই আর প্রিয় অভিভাবক ছিলেন। আপনার সঙ্গে রংপুরের সব দ্বীনি চাচা, ভাই, ঘনিষ্ঠদের সংগে মধুময় সম্পর্ক আমরা দেখেছি। এরকম সম্পর্ক এখানে আমি তেমন আর কারো মাঝে দেখিনা। আপনার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। আপনাকে সব সময়ই দেখেছি মন-প্রাণ উজার করে মানুষের জন্য উপকার করতে। নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়াতে আপনি বেশী

www.pathagar.com

পছন্দ করতেন। জোর করে আপনার পাতে কিছু তুলে দিলেও আপনি খেতেন না। আর ঠিক খাওয়ার সময় আপনি মেহমান নিয়ে আসতেন। বলতেন "আল্লাহ ব্যবস্থা করবেন।" আসলেই আল্লাহ ব্যবস্থা করতেন।

বাবা আপনি কি জান্নাতেও ঠিক এমন করেন? রহমতের ফেরেশতারা যখন আপনার কাছে খাবার নিয়ে যায় আপনি কি তখন নিজে না খেয়ে অন্যদেরকে আগে দিতে বলেন। কেমন করেন আপনি আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে? আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আপনি আমাদের সবার বুক খালি করে চলে গেলেন আল্লাহর প্রিয় মেহমান হয়ে। এ সংবাদ পাওয়ার পর আপনাকে দেখতে সিদ্ধেশ্বরী রওয়ানা দিয়েছি। কিন্তু পথ যেন শেষ হয় না বাবা! শাহজাহানপুর থেকে সিদ্ধেশ্বরী কত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত করে আপনাকে যখন দেখলাম তখন আপনি শুয়ে আছেন। আপনার গালে গাল ছোঁয়ালাম আপনার বুকে মাথা রাখলাম। আপনি জিজ্ঞেস করলেন না, মা তুই কেমন আছিস? কেনো তুই শুকিয়ে যাচ্ছিস ? ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করিস না? বুকটা আমার ভেঙ্গে চূড়মার হয়ে যাচ্ছিল বাবা। কোন কথাই বললেন না আপনি। আপনাকে গোসল করানো হলো। আমার মন বলছিল আমি ছেলে হলে আপনার গোসলে অংশগ্রহণ করতাম। আরপরম মমতা দিয়ে আপনাকে গোসল করাতাম। জানাযার পর আপনার ফিরে যাওয়ার সেই গন্তব্যে। যেখানে অপেক্ষা করছে আপনার অগণিত ভক্তবৃন্দ আর প্রিয়জনেরা। শেষবারের মত বাড়ীতে [পাকুড়িয়া শরীফের] আপনাকে দেখলাম। আপনার কপালে হাত ছুঁয়ে দিলাম। শেষ চুম্বনটুকু দিতে পারলাম না বাবা! মানুষের চাপের কারণে। বিদায়ের আয়োজন অনেক কষ্টের অনেক বিরহের বাবা! তারপরও তা মেনে নিতে হয় কারণ এটাই আল্লাহর বিধান। এই বিধানকে আঁকড়ে ধরেই আমাদের পথ চলা। যে পথের শেষ মনযিলে পৌঁছে গেছেন আপনি। সেই মনযিল যেন হয় আমার আসল ঠিকানা।

লেখিকা : মরহুম পীর সাহেবের ভাতিজী।

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতায় অম্লান

শামীমা তাবাসসুম

It the patient is in shock... হঠাৎ ছন্দপতন। পকেটে মোবাইলটা জানান দিচ্ছে একটা ইমার্জেন্সী কলের। কী করব! একবার স্যার-আরেকবার খাতার দিকে মনোযোগ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি। দ্রুত ক্লাস শেষ হতেই কলটা ব্যাক করলাম। কে জানত... ব্যথাতুর-কান্নার একটি বাক্য আমার জন্য আজ অপেক্ষা করছিল। শুনলাম আমাদের প্রিয়, শ্রদ্ধার সেই মহিমান্বিত মানুষটি (নানা ভাই) আর নেই। পাগলের মত চাচাকে, আব্বুকে আর নানীর মোবাইলে Try করছিলাম। আশা করছিলাম কেউ একজন বলুক- 'না খবরটা সত্য নয়।' কিন্তু হায়, মিথ্যে সান্ত্বনা শুধুই সাময়িক। আর বাস্তবতা বড়ই নিষ্ঠুর।

পুণ্যময় সেই ব্যক্তির কথা ও স্মৃতি লিখে আর কতটুকুই বা প্রকাশ করা যায়। তাঁর পুরো নাম- শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম সুজা মিয়া হলেও সবাই তাঁকে পীর সাহেব নামেই জানত। এই পৃথিবীতে যুগে যুগে রাব্বুল আ'লামীন কিছু মানুষ পাঠান, যাদের উজ্জ্বল্যপূর্ণ সুরত প্রথম দর্শনেই মানুষের মনকে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় স্নাত করে তোলে। তিনি ছিলেন তেমনই একজন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পরিচিত স্বল্প পরিচিত প্রায় প্রতিটি মানুষের মনে ছিল তাঁর জন্য আলাদা একটি আসন।

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন আমল ও ইলমের সমন্বয়কারী এক জিন্দাদিল মুজাহিদ। আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাহদের তথা সাধারণ মানুষদের থেকে অনেক উঁচু পর্যায়ের একজন কামেল মানুষ। প্রচলিত পীর-দরবেশ, মুরিদ সর্বস্ব লোকদের চেয়ে তিনি অবশ্যই ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। পোশাকে, আশাকে মদ্যপন্থা, চালচলনে সহিষ্ণু-সহমর্মী মানসিকতা, ক্ষমাশীলতা, পরহেজগারীতা– এসবই ছিল তাঁর ভূষণ। তাঁর খাদ্যাভ্যাসেও ছিল অতি সাধারণ প্রকৃতির। সর্বোপরি ঈমান ও আমলের সমন্বয়ে তিনি ছিলেন মহিমান্বিত এক মানুষ।

ছোট একটা স্মৃতি খুবই মনে পড়ছে আজ। কোনদিনও তাঁকে আগে সালাম দিয়ে হারিয়ে দিতে পারিনি। একদিন মনে মনে Plan করলাম- নানা এসেছেন, একটু

www.pathagar.com

দেরীতে দরজা খুলে পেছন থেকে আগে সালাম দিব। দরজা খুলছি, সামান্য শব্দেই তিনি বলে উঠলেন– 'আসসালামু আলাইকুম', বুবু, মা-কেও (আমার আম্মাকেও) সালাম বলিস। তখন, হেরে গিয়েও আনন্দ পেলাম। আর একটা শিক্ষা হল। সালাম আসলে এভাবেই দেয়া উচিত। এমন হাজারো বিষয় আছে তাঁর কাছ থেকে শেখার। তাঁর কর্মমূখর দিনগুলোর যাঁরা একনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন তাঁরাই পারেন অলিখিত-অসাধারণ এই লুকিয়ে থাকা আলোকে উন্মুক্ত করতে। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন। আমীন।

কবিতা

ফেরদাউসের অভিযাত্রীকে

শামীমা তাবাসসুম

দিনের শেষ সূর্যের আভায়
কোমল তীর্যক রশ্মির নাচন
হিজলের পাতায় পাতায়।

অন্ধকার এল-আলো ভুলে গিয়ে,
ক্লান্ত দু'চোখ দেখে
সান্ধ্য বালুতে জ্বলে সূর্য বিচিত্র ভূষায়।

অনন্ত বেদনাসম রিক্তকণ্ঠ কহে
এ স্বপ্ন নয়.... এই সেই কালো মৃত্যুসীমা
যার আড়ালে তুমি হারালে হায়।

তবুও খুঁজে ফিরে মন
ভেজা বাতাস-আর বেদনারবালুচরে
ফেলে যাওয়া তোমার কর্মমূখর সে দিন।

নিশুতি রাতের তোলা দু'হাত-আর
সিক্ত কণ্ঠ– কহে স্রষ্টার কাছে–
চিরস্থায়ী সুখ আর নিশ্চিত শান্তির ঠিকানা।

লেখিকা : ৩য় বর্ষ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।

www.pathagar.com

যেমনটি দেখেছি তাঁকে

মোনাক্কা

ছোটবেলা থেকেই নানাবাড়ীতে বড় হয়েছি আমি। মামা-মামীদের আদর অনুশাসনেই কেটেছে আমার শৈশবের দিনগুলো। আমার পাঁচটি মামা। কিন্তু আজ আমি লিখতে বসেছি শুধু একজনকে নিয়ে তিনি আমার বড় মামা।

অনন্য এক মানুষ ছিলেন তিনি। সমস্ত চেহারায় ছিল তাঁর পবিত্রতার আলোকছটা। তাঁর সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী যেন তাঁর পবিত্রতাকে বাড়িয়ে দিত শতগুণ। তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তাঁকে কেউ প্রথমে সালাম দিতে পারতনা। মামার বাড়ী ফেরার সময় হলে তাঁকে আগে সালাম দেয়ার জন্য আমরা বেড়ার আড়ালে লুকিয়ে থাকতাম। কিন্তু মামা আমার এত নিঃশব্দে হাঁটতেন যে তাঁর আসাটা আমরা টেরই পেতাম না আর তাঁকে কখনও আগে সালাম দেওয়াও হতনা। মামার কাছে সবসময় হেরে যেতাম আর ভাবতাম মামা টের পান কেমন করে। মামা কখনও মানুষকে কষ্ট দিয়ে কথা বলতেন না। আমার যতদূর মনে পড়ে আমি কখনও মামাকে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখিনি। মানুষকে ক্ষমা করতে পারাটা ছিল তাঁর এক মহৎ গুণ। এখন বুঝি এই অনন্য গুণাবলীর মানুষটি কেন এত নিঃশব্দে হাঁটতেন। উনি যেন মাটিকেও কষ্ট দিতে চাইতেন না। মাটি যাতে কষ্ট না পায় সেজন্যই যার এত আয়োজন সে মানুষকে কষ্ট দিবে কি করে।

ইসলামের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বাহ্যিক জীবনে ইসলামী অনুশাসনগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতেন তিনি। বেশীরভাগ সময় পায়ে হেঁটেই পথ চলতেন তিনি। বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। কেউ তার জন্য বেশী কিছু করতে গেলে বিরক্তবোধ করতেন। খুব সাধারণ জীবন যাপন ছিল তাঁর। পরিমিত আহার করতেন। একজন যোগ্য স্ত্রী হিসাবে মামীর সহযোগীতা তাঁর ইসলামী জীবন যাপনকে আরও সহজ করেছিল।

বড় ভাগ্নী হিসাবে মামা বাড়িতে আমার আদরটা একটু বেশীই ছিল। মামার ছোট মেয়ে ময়না ও আমি ছিলাম মানিক জোড়। নিজের মেয়ের মতই আমায় ভাল বাসতেন তিনি। ঈদ এলে একই রকম জামা কিনে দিতেন আমাকে ও ময়নাকে।

দ্বীনের দাওয়াতী কাজে বেশীর ভাগ সময় বাড়ির বাইরে থাকতেন তিনি। যখন বাড়ী ফিরতেন তখন চকলেট কিংবা বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে আসতেন আর সব

www.pathagar.com

মামাত ভাই বোনদের মাঝে এই খাবার ভাগ করার দায়িত্বটা আমাকেই দিতেন তিনি। আর বলতেন, "আগে নিজের ভাগটা রেখে নে, নাহলে ভাগ বরতে করতে তোর ভাগটাই থাকবেনা।"

এস. এস. সি পাশ করার পর মামা বাড়িতে আর থাকা হয়নি। ঢাকায় মা বাবার কাছে চলে আসি ও কলেজে ভর্তি হই। কিন্তু মনটা পড়ে থাকত মামা বাড়িতে। কারণ এত আদর মামা মামীরা আমাকে দিয়েছেন যে, তাদের ছাড়া থাকতে কষ্টই হতো আমার। সংগঠনের কাজে প্রায় প্রতি মাসেই ঢাকায় আসতেন বড় মামা। ঢাকায় এলে একমাত্র বোনকে দেখতে আসতে ভুল হতোনা তাঁর। তখন যদি আমাদের চুলার কাছে দেখতেন তাহলে আম্মাকে বকা দিতেন। বলতেন, 'মেয়েদের কি কালো বানিয়ে ফেলবি? আমাদের বিয়ের পরও মামা আমাদের সব সময় খোঁজ খবর রাখতেন।

যাকে নিয়ে আজ এতকথা লিখতে বসেছি সেই মানুষটি আজ আমাদের মাঝে নেই, ভাবতে বড় কষ্ট হয়। কিন্তু আছে তাঁর জীবনাদর্শ। আল্লাহ তুমি তাঁকে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে সম্মানিত করো আর তাঁর রেখে যাওয়া জীবনাদর্শ আমাদের জীবনে ধারণ করার ক্ষমতা দিও। আমীন॥

লেখিকা : মরহুমের বড় ভাগিনী।

www.pathagar.com

নিবেদিতা
কবিতাগুচ্ছ

www.pathagar.com

মুনাজাত

ডাঃ আবদুস সালাম

সুজামিয়া পীর সাহেব।
শেষ নবীর (সাঃ) নায়েব।
অনেকে বলে যার নাই কোন আয়েব।
নিমেষে হলেন গায়েব।
সুজামিয়া পীর সাহেব।

উত্তর বঙ্গের মহান সন্তান।
বড়দের দরদী ভাই,
যুবকদের পীর চাচা।
সকলের আহাজারী,
শোক সাগরে ভাসালে চাচা।

বিদায়ী দোয়ায়, লাখো মানুষের; একই মুনাজাত।
দাও বাচারে রাহমান, সালেহ, সিদ্দিক; শহীদের জান্নাত।

www.pathagar.com

বট গাছ হেরার জ্যোতি

মুতমাইন্নাহ্ বিনতে রুহুল ইসলাম

বড় দুঃসময়ে আমরা এতিম হলাম
যার শূন্যতা কোন সময় পূরণ হবেনা
যার, সাহসী নিশান দেশের ক্রান্তিলগ্নে
লক্ষ লক্ষ মানুষের উৎসাহ যোগায়
দীনের অতন্দ্র প্রহরী সত্যের সাধক
কত সাধনা সংগ্রাম ইসলামী আন্দোলন
অন্যায় ঘৃণা তাগুতের বিরুদ্ধে
ন্যায়ের প্রতি প্রেম ভালবাসা
আমরা হারিয়েছি আদর্শ বাবা আদর্শ শিক্ষক
আমরা হারিয়েছি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।
যিনি শুধু প্রেরণার উৎসাহ দিতেন নির্ভীকতা
শিখিয়েছেন যার প্রেরণায় এতদূর আসা
নির্লোভ নিরংঅহংকার আল্লাহ ভীরু
নিয়োজিত সব সাধনার ধ্যান।
সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে রেকর্ড করেছেন
প্রতিষ্ঠানের ফাইলগুলো স্তরে স্তরে
সাজিয়েছেন হিসেব নিকেশ।
প্রিয়জনকে কাছে টেনে বলেছেন
আমি তো আর পারব না
আল্লাহ ও রসূল এ দু'টি পথে
অবলম্বন করে চলিও।
ঢাকার পথে চলার দিনে
ফজরে মাইকে গ্রামবাসীর
কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছেন।
গোলাপের চেয়েও সুখ্যাত একটি

www.pathagar.com

রক্তিম গোলাপ।
জীবদ্দশায় বুঝলোনা কেউ
নিয়তির এমনই পরিহাস।
গল্প কিংবা রূপ কথা নয়
মেহমান পেলে খুশী হতেন বেজার হতেন না কখনও
সবাই যেন মনে করত ইনি তো মোর আপনজন,
নীরবে চলে গেলেন কাঁদলেন না তিনি
তিনি কাঁদালেন সবাইকে।
নিমিষে যেন ঘর ভরে গেল একী,
ভক্তরা কাঁদে হারালাম কাকে
সকল কিছুর উর্ধ্বে মর্দে মুজাহিদ।
যিনি ছিলেন দলমত নির্বিশেষে সবার নেতা।
সাক্ষ্য দিচ্ছি মোরা আল্লাহর পথে, কুরআনের পথে
তুমি তোমার শ্রম মেধা বিলিয়ে দিয়েছ ওগো আমাদের প্রিয় নেতা।
সিদ্ধেশ্বরী, বায়তুল মোকাররম
রংপুর জেলা স্কুল ও পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ মাঠে
জানাজায় মানুষের ঢল লক্ষাধিক তো হবে।
দুনিয়ার লোভ-লালসা তাঁকে স্পর্শ করেনি
নির্মাণ করেননি কোন অট্টালিকা।
পরকালের অট্টালিকা নির্মাণ কাজের চেষ্টায়
করেছেন শুধু পর সেবা।
হে প্রভু! দয়াময় রহমান রহীম
কবুল করো মোর প্রিয়জনেরে হে ক্ষমাশীল মহান
সূরা ফজরের এ আয়াতটির ভাষায়
ইয়া সাইয়্যাতুহান নাফছুল মুতমাইন্নাহ
তুরজিই'য়ু ইলা রাব্বিকা রাদিয়াতাম মারদিয়া
ফাঁদখুলি ফি ইবাদি
ওয়াদ খুলী জান্নাতী।

www.pathagar.com

পৌঁছে দিও প্রভু

নাঈমা পারভীন

বাবার কাছে আমার চিঠি,
পৌঁছে দিও প্রভু।
তোমার দেওয়া খামে ভরে,
প্রিয় রাসূল (সা:)-এর সীল মেরে,
ফেরেশতাদের ডানায় চড়ে,
ফুল পাখিদের সুবাস নিয়ে
সাত আসমান ঘুরে ঘুরে,
সব নবী রাসূলের শুভেচ্ছা নিয়ে,
পৌঁছে দিও প্রভু।
জান্নাতের সব সিঁড়ি বেয়ে
জান্নাতীদের আশীষ নিয়ে,
হীরা চুনির দ্যুতি নিয়ে,
দুনিয়াবাসীর দোয়া নিয়ে,
ফেরেশতাদের আহলান সাহলান নিয়ে
আমার চোখের পানি দিয়ে
মনের কথা সাজিয়ে নিয়ে
দোয়া, ভালবাসা, মমতা মাখানো পরশ দিয়ে,
তোমার দেওয়া, রহম নিয়ে,
পৌঁছে দিও প্রভু,
এই চিঠিটাই শুধু।

www.pathagar.com

ব্যতিক্রম পীর

খালীদ শাহাদাৎ হোসেন

সুজামিয়া একজন ব্যতিক্রম পীর
মুরীদে ছিলনা তাঁর খানকায় ভীড়।
নজরানা-তাবারুক দরগা-মাজার
খাদেম খলিফা চেলা ছিল নাকো তাঁর,
মারেফাত তরিকতে না হয়ে কামিল
দা'ঈ ইলাল্লাহর কাজে হলেন সামিল
পুঁজি ছাড়া তেজারত খেদমতে দ্বীন
প্রলুব্ধ করেনি তাঁকে প্রগাঢ় একিন,
সুজামিয়া বাঁকা হলো ফেলে সোজা পথ
দূর্গম ঝুঁকির পথে নিলেন শপথ।
দাসত্বের লক্ষ্যে সৃষ্ট ইনসান জ্বীন
ফরজে আইন জেনে ইকামাতে দ্বীন
সেই রাহে আজীবন নিবেদিত প্রাণ
জান্নাত নসীব হোক পেয়ে পরিত্রাণ।

www.pathagar.com

মনে হয় তুমি আছো

মিসেস সাহেদা মাহবুব

গোলাপের বাগানে দাঁড়ালে
হৃদয় সুঘ্রাণে ভরে যায়
মনে হয় তুমি আছো
গোলাপের সৌরভে।
খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালে
বুক ফুলে যায়
মনে হয় তুমি আছো
উদারতার গৌরবে।
যখন পবিত্র গ্রন্থের তিলাওয়াত
বেহেশতি মূর্ছনা তোলে
মনে হয় তুমি আছো
দারসের মাহফিলে।
যখন মসজিদের মিনার হতে
আযান ভেসে আসে
মনে হয় তোমার অযুর পানি গড়িয়ে যায়
আমাদের চারপাশে।
কে বলে তুমি নেই
চলে গেছো দূরে।
তুমি আছো ভালোবাসার বন্ধনে
আমাদের আত্মার গভীরে।

লেখিকা : মহিলা বিভাগীয় কর্মী, রংপুর শহর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

www.pathagar.com

পীর সাহেবের স্মৃতি বিজড়িত কিছু কথা

মুহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন

মরহুম পীর সাহেবের সাথে ছোটবেলা থেকেই আমার পরিচয়। বিশেষ করে উনি জামায়াতের রংপুর জেলা আমীর থাকাকালীন ১৯৮৮ সালের ১২ নভেম্বর তৎকালীন জেলা সেক্রেটারী মাওলানা আতাউর রহমান হামিদীর শাহাদাতের পর পীর সাহেব আমাকে জেলা সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। সঙ্গত কারণেই সব দিক থেকেই তাঁর সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমার হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে থাকার কারণে এক দিকে যেমন তাঁকে চেনা ও জানার সুযোগ হয়েছে অপর দিকে তাঁর কিছু কথা ও কাজ আজীবনের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর এই স্মৃতি বিজড়িত কিছু বিষয় নিম্নে উল্লেখ করছি।

এক. একদিন তিনি সহ জেলা জামায়াত অফিসে বসে আছি। কয়েকজন মুরিদ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমি বললাম চাচা আপনার কয়েকজন মুরিদ দেখা করতে এসেছেন, সাথে সাথেই তিনি বলেন আমার মুরিদ কেন? মুরিদতো হতে হবে আল্লাহর।

দুই. আমাদের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তিনি রংপুরের সবচাইতে ধনী এলাকা বলে পরিচিত হারাগাছ গেলেন, আমাদের একটি প্রতিষ্ঠানের চাঁদা আদায়ের জন্য। আমরা এক বড়লোকের বাড়িতে গিয়ে বাইরের কক্ষে বসলাম। এক লোককে পীর সাহেবের পরিচয় দিয়ে তার মাধ্যমে বাড়িওয়ালাকে সংবাদ দিলাম আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হল কিন্তু বাড়িওয়ালা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন না। এক পর্যায়ে পীর সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করে একটি আরবী কবিতার দু'টি লাইন পাঠ করে আমাদেরকে শুনালেন। লাইন দু'টি হচ্ছে–

বি'সাল ফাকিরু আলা বাবিল আমীর

নি'মাল আমীরু আলা বাবিল ফাকির

অর্থাৎ নিকৃষ্ট ফকির হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আমীর অর্থাৎ বড়লোকের দ্বারে ধর্ণা দেয় আর সৌভাগ্যবান আমীর হচ্ছে সেই যে ফকিরের দ্বারে যায়।

www.pathagar.com

তিন. আরেক দিনের ঘটনা মরহুম পীর সাহেব উনার এক ওয়াজ মাহফিলে আমাকে সাথে নিয়ে গেলেন। আমাকে দীর্ঘ সময় ওয়াজ করতে হলো। শেষে উনি সামান্য কথা বলে মুনাজাত করে দিলেন। এর পর খাওয়া দাওয়ার পালা। রকমারী আয়োজন। পরিবেশনকারীরা পীর সাহেবকে বেশী বেশী খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত। এক পর্যায় তিনি কিছুটা রেগে গিয়ে বলেন তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান দেখছি খুবই কম। যে ব্যক্তি দীর্ঘ সময় গলা ফাটা চিৎকার করে ওয়াজ করলো তোমরা তার খাওয়ার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বরং আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। আমি বললাম ওয়াজের চাইতে দোয়ার শক্তি অনেক বেশি তো তাই।

চার. গাইবান্দার মরহুম মাওলানা আব্দুল গফুর সাহেব বৃহত্তর রংপুর জেলা আমীর। একদিন তিনি রংপুরে এসে আমাকে বললেন তোমাকে আমার সাথে নীলফামারী যেতে হবে। আগামীকাল সকাল থেকে সেখানে জামায়াতের শিক্ষাশিবির শুরু হবে। আমি সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়লাম। পীর সাহেব আগেই নীলফামারী চলে গেছেন। আমরা নীলফামারীতে পৌঁছে আছর পড়লাম। মরহুম মাওলানা পীর সাহেব কোথায় আছেন জানতে চাইলেন। জানানো হল তিনি শহরের পাশে এক মুরিদের বাড়িতে হালকায় যোগদান করেছেন। মাওলানা আমাকে বললেন চল পীর সাহেবের হালকা থেকে ঘুরে আসি। ঠিকানা নিয়ে আমরা দু'জন রিক্সাযোগে মুরিদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। পৌঁছার পর আমরা জানতে চাইলাম পীর সাহেব কোথায় আছেন এবং এ কথাও জানালাম যে আমরা তাঁর সাথে দেখা করবো। মুরিদের মধ্য থেকে একজন বললেন হুজুর মোরাকাবায় আছেন এখন দেখা করা যাবে না। মরহুম মাওলানা পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বের করে তাতে নিজের নাম লিখে ঐ মুরিদকে বললেন আমাদেরকে যেতে না দিলেও এই কাগজের টুকরাকে তাঁর কাছে যেতে দিন। এ কথা বলে সেটি ঐ মুরিদের হাতে দিলেন। মুরিদ তা পীর সাহেবের সামনে দিলেন, পীর সাহেব কাগজের টুকরাটিতে মাওলানার নাম দেখেই চমকে উঠে দ্রুত বেরিয়ে আসা শুরু করলে ঐ মুরিদ ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর আপনি এভাবে কেন যাচ্ছেন, কে এসেছেন? জবাবে তিনি বললেন আমার পীর সাহেব এসেছেন।

www.pathagar.com

স্মৃতি এ্যালবাম

www.pathagar.com

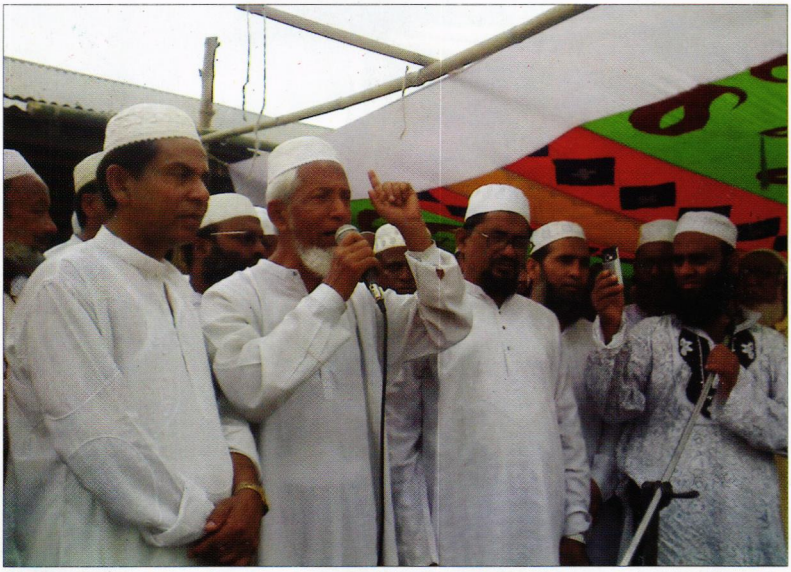

পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ মাঠে মরহুমের জানাজার পূর্বে বক্তব্য রাখছেন তাঁর বড় জামাতা ডাঃ আবদুস সালাম

পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ মাঠে মরহুমের জানাজার পূর্বে বক্তব্য রাখছেন লালমণিরহাট জেলা আমীর মাওলানা হাবীবুর রহমান সাথে রয়েছেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, দিনাজপুর জেলা আমীর অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ও গংগাচড়া উপজেলা আমীর মাওলানা মোঃ ইউনুছ আলী

www.pathagar.com

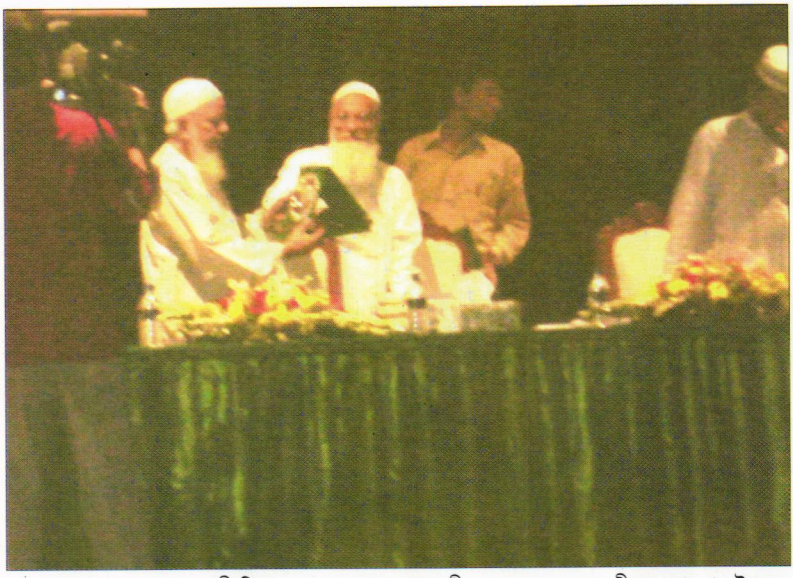

২০০৬ সালে জুন মাসে ওসমানী মিলনায়তনে মরহুম মাওলানা মীর আঃ ছালামের তাফসীরুল কোরআন উৎসবে অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম ড. কাজী দ্বীন মোহাম্মদের কাছ থেকে ক্রেস্ট নিচ্ছেন

তার নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ মাঠে ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) পীর সাহেব

www.pathagar.com

সুধীসমাবেশে দোয়া ও মোনাজাত করছেন অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) পীর সাহেব. পাশে উপবিষ্ট জনাব মীর কাশেম আলী

গংগাচড়া উপজেলা নদী ভাঙ্গন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করছেন অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) পীর সাহেব

www.pathagar.com

NDF-এর ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ শাহ্ মোঃ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া)

ইসলামী ব্যাংক রংপুর শাখা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মরহুমের ভগ্নিপতি মরহুম মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আলী পাশে বসে বক্তব্য শুনছেন মরহুম অধ্যক্ষ শাহ মোঃ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) পীর সাহেব

www.pathagar.com

পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ মাঠে মরহুমের জানাজার পূর্বে উপস্থিত
আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবৃন্দরা বিভিন্ন স্থানীয় গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনছেন

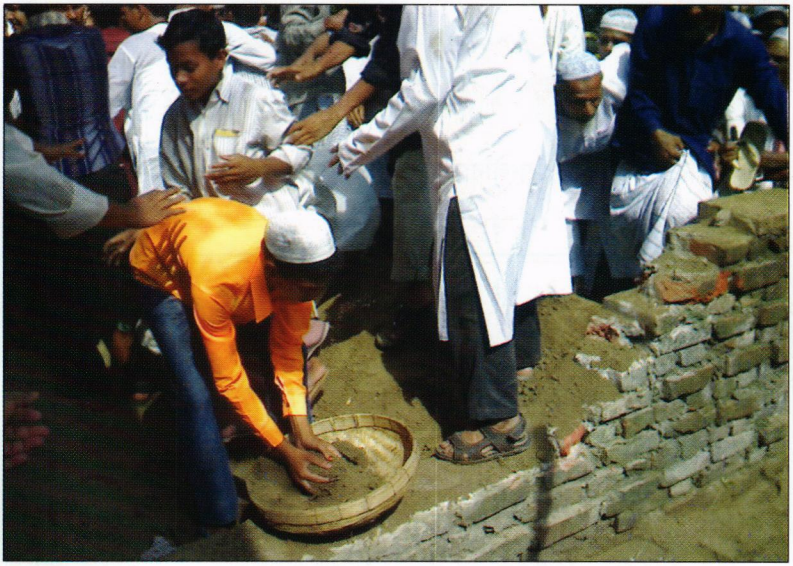

মরহুমের দাফন শেষে মাটি দিচ্ছেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবৃন্দ

www.pathagar.com

মরহুমের জানাজার নামায পড়াচ্ছেন তাঁরই বড় ছেলে মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী

www.pathagar.com

মরহুম শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) পীর সাহেবের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং মরহুমের কর্মময় জীবনের উপর যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে তার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

ফালাহ্-ই-আম ট্রাস্ট, ঢাকা
ও
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

পরিচালনা পরিষদ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪০, ৯৩৪৫৭৪১

বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত

আধুনিক প্রকাশনী

পরিচালনা পরিষদ এবং
আধুনিক প্রিন্টিং প্রেসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

২৫, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

অধ্যক্ষ, পাকুড়িয়া শরীফ কছিমিয়া সিনিয়র (ডিগ্রী) ফাজিল মাদ্‌রাসা

অধ্যক্ষ, পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ

ভারপ্রাপ্ত হেড মাস্টার, পাকুড়িয়া শরীফ দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়

পাকুড়িয়া শরীফ, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর

www.pathagar.com

কছিমিয়া ট্রাষ্ট পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

মরহুম অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম (সুজা মিয়া) পীর সাহেবকে দিয়ে উনার পিতা মাওলানা ক্বারী আফজালুল হক (রহ:) নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো করান:

০১ পাকুড়িয়া শরীফ কছিমিয়া সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদরাসা

০২ পাকুড়িয়া শরীফ দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়

০৩ পাকুড়িয়া শরীফ কলেজ

০৪ পাকুড়িয়া শরীফ (বালক) সরকারী প্রাইমারী স্কুল

০৫ পাকুড়িয়া শরীফ (বালিকা) সরকারী প্রাইমারী স্কুল

০৬ পাকুড়িয়া শরীফ ইয়াতিমখানা

০৭ পাকুড়িয়া শরীফ হাফিজিয়া মাদ্‌রাসা

০৮ পাকুড়িয়া শরীফ দরছে নেজামী মাদরাসা

০৯ পাকুড়িয়া শরীফ পল্লীমঙ্গল ফাউন্ডেশন

মরহুম পীর সাহেবের নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান

০১ রংপুর আল-হেরা ইনস্টিটিউট

০২ রংপুর আল আমিন ইয়াতিমখানা

০৩ গংগাচড়া উপজেলা আল ইসলাম ট্রাস্ট

পাকুড়িয়া শরীফ, গংগাচড়া উপজেলা, রংপুর